পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 139 Sunday, 20 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৩৯ সংখ্যা ❋ ৬ বৈশাখ ১৪৩২ রবিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মমতাতেই আস্থা, নবান্ন অভিযান স্থগিত চাকরিহারাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আস্থা রাখলেন চাকরিহারারা। আপাতত নবান্ন অভিযান স্থগিত করলেন তারা।

শনিবার হাওড়া ও কলকাতা পুলিশ কমিশনারেটকে চিঠি লিখে এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের তরফে অন্যতম আহ্বায়ক দেবাশিস বিশ্বাস নিশ্চিত করেছেন, আগামী ২১ এপ্রিল তাঁদের যে নবান্ন অভিযান হওয়ার কথা ছিল, তা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার পরই এনিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন এরাজ্যের ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। তাঁদের হাহাকারে ভারী কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। 'চাকরিপ্রার্থী ও চাকরিহারাদের ঐক্যমঞ্চ' গড়ে এনিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে গত ৭ এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সমাবেশে যোগ দিয়ে ভুক্তভোগীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। তিনি জানিয়েছেন, 'যোগ্য' চাকরিহারাদের চাকরির ব্যবস্থা করবেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে। আগামী তিনমাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে। যদিও পরবর্তী সময়ে শীর্ষ আদালত নিয়োগের সময়সীমা বাড়িয়ে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করে। অন্যদিকে, এসএসসির তরফেও জানানো হয়, যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা আলাদা করে প্রকাশ করা হবে ২১ এপ্রিল। মুখ্যমন্ত্রী ও এসএসসির প্রতিশ্রুতি এবং শীর্ষ আদালতের রায় - তিন আশ্বাসের পর আস্থা বাড়ে চাকরিহারাদের। তাঁরা ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান স্থগিত ঘোষণা করেন। 'চাকরিপ্রার্থী চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চে'র অন্যতম আহ্বায়ক দেবাশিস বিশ্বাস জানিয়েছেন, আমরা সাময়িকভাবে নবান্ন অভিযান স্থগিত রাখলাম। হাওড়া সিটি পুলিশ ও কলকাতা পুলিশকে চিঠি লিখে আমরা তা জানিয়েছি। মুখ্যসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করলে তাঁরা আমাদের কথা শুনবেন বলে আশা। সেটাই আপাতত আবেদন জানাব। আলোচনার পর আবার পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নবান্ন অভিযানে শামিল করতে চেয়েছিলেন এসএসসি মামলায় চাকরিহারারা। নববর্ষের সন্ধ্যায় প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ককে আমন্ত্রণ জানাতে তাঁর বেহালার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের তিন প্রতিনিধি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য 'সৌরভের সাক্ষা মেলেনি।

বাংলাদেশে হিন্দু নেতা খুনে কড়া বার্তা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ বাংলাদেশে অপহরণ করে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে হিন্দু নেতা ভবেশচন্দ্র রায়কে! এই ঘটনায় শনিবার কড়া

বিবৃতি দিল দিল্লি। খুনের ঘটনার নিন্দার পাশাপাশি মুহম্মদ ইউনুস সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করল ভারত। সাফ জানানো হল, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে ইউনুস সরকার। এমনকী হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরছে। ভারতের তরফে বার্তা, বাহানা নয়, ব্যবস্থা চাই। নিহত ভবেশচন্দ্র রায় দিনাজপুরের বাসুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা। বাংলাদেশ পুজো উদযাপন পরিষদের বিরাল শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। এই হিন্দু নেতাকে নৃশংস ভাবে হত্যার ঘটনায় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে বিবৃতি দিয়েছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু নেতা ভবেশচন্দ্র রায়কে খুনের ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। এই হত্যাকাণ্ড অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর পরিকল্পিত নির্যাতনের জলজ্যান্ত উদাহরণ। আগে একই ধরনের ঘটনা ঘটানো অপরাধীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে অজুহাত দেখাবেন না। বাহানা নয়, ব্যবস্থা নিন। ভেদাভেদ না করে হিন্দু-সহ সমস্ত সংখ্যালঘুর সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন।

পুলিশের কাছে মৃত নেতার স্ত্রী অভিযোগ করেছেন, বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ৪টে নাগাদ ভবেশবাবুর কাছে একটি ফোন আসে। তিনি বাড়িতে আছে কিনা তা জানার জন্যই ফোন করেছিল দুষ্কৃতীরা। এর ঠিক ৩০ মিনিটের মধ্যে দুটি বাইকে চারজন আসে। জোর করে ভবেশবাবুকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁকে নরাবাড়ি গ্রামে নিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ভবেশবাবুকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় নতুন করে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিরাল থানার ওসি আবদুস সবুর শুক্রবার জানান, আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। মামলা দায়ের হয়েছে। যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশেরই এক রিপোর্ট অনুযায়ী, শেখ হাসিনার পতনের পর মাত্র পাঁচ মাসে বাংলাদেশে খুন হয়েছে ৩২ জন হিন্দু। ১৩ জন সংখ্যালঘু মহিলাকে ধর্ষণ-গণধর্ষণ করা হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে ১৩৩টি মন্দির। বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে বলেই অভিযোগ।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক, 'অন্ধকার কেটে আলো আসবে', জানালেন আশাবাদী রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিল ঃ অন্ধকারের কেটে আলোর দেখা মিলবে, মালদহ- মুর্শিদাবাদ ঘুরে মন্তব্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। তাঁর আরও পর্যবেক্ষণ, রাজ্য পুলিশ ও আধাসেনা মোতায়েনের পর মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। সঙ্গে স্থানীয়দের দাবি দাওয়া নির্দিষ্ট জায়গায় জানাবেন বলেও জানিয়েছেন রাজ্যপাল। মুর্শিদাবাদ উত্তাল হওয়ার পর শুক্রবার ও শনিবার ' সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল। শুক্রবার মুর্শিদাবাদ ছেড়ে মালদহে আশ্রয় নেওয়া বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। আজ শনিবার যান মুর্শিদাবাদের জাফরাবাদ, বেতোয়ান ও ধুলিয়ানে। জাফরাবাদে খুন হওয়া হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের বাড়িতে যান। কথা বলেন পরিবারের সঙ্গে। সেখানে বিএএসএফ ক্যাম্পের দাবি তোলেন বাসিন্দা। সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যপাল বলেন, স্থানীয়রা বেশ কয়েকটি দাবি রয়েছে। তাঁরা জাস্টিস চান। শান্তিতে থাকতে চান। সঙ্গে স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প তৈরির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। সঠিক জায়গায় বিষয়টি জানাব। আমি আশাবাদী অন্ধকার কেটে আলোর দেখা মিলবে। একজন রাজ্যপাল হিসাবে আমার যা করণীয় আমি করছি, করব। এটাই আমার কর্তব্য। আমি বাংলার মানুষের সঙ্গে আছি। তিনি আরও জানান, তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছেন তাঁরা কী চান, তাঁদের কী প্রয়োজন। সাংবাদিকদের তরফে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় এলাকার পরিস্থিতি কেমন? রাজ্যরপাল বলেন, আধাসেনা ও পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করার পর পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল রয়েছে। তবে অনেক উদ্বেগের বিষয়ও আছে। মানুষের কিছু সমস্যা আছে। সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, এটা কাঁদা ছোঁড়াছুড়ির সময় নয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করাই উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ 'আপনি মুর্শিদাবাদ যান রাজ্যপাল। বেতোয়ানে স্থানীয়দের বিক্ষোভে আটকে যায় তাঁর কনভয়। পরে স্থানীয়দের সঙ্গে তিনি কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এদিনই বহরমপুর থেকে রেলপথে কলকাতায় ফিরবেন রাজ্যপাল। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদে গিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ও মালদহ দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন তাঁরা।

মুর্শিদাবাদের হিন্দু নিধন প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় হচ্ছে ঃ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ মৌলবাদীরা সরকার ও প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতার অজুহাতে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে হিন্দুদের জাতিগত নির্মূল করতে উদ্যত হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, হিন্দু পরিবার গুলি, বিশেষ করে মায়েরা, বোনেরা, দুধের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে, এক কাপড়ে, ঘর বাড়ি, বিষয় সম্পত্তি, গবাদি পশু ফেলে রেখে প্রাণ ও সম্ভ্রম বাঁচাতে নদী পেরিয়ে মালদহের বৈষ্ণবনগরের দেওনাপুর-সোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পারলালপুর হাই স্কুল সহ অন্যান্য জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। তারপর এই নির্লজ্জ ও বিবেকহীন রাজ্য সরকার কি করলো? ত্রাণ শিবিরগুলোকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পরিণত করে দিলো। শরণার্থীদের সংবাদমাধ্যম, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি অথবা বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধা দিচ্ছে। আশ্রয়হীন হিন্দুদের কাঁকর ভর্তি চালের ভাত ও পোকা লাগা সবজি দিয়ে রান্না করা মুখে তোলার অযোগ্য নিম্নমানের খাবার খেতে দিচ্ছে। এলাকার ভারপ্রাপ্ত পুলিশের আধিকারিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদি গোডাউনের ভেতর চালান করছে ও সস্তার মালপত্র শিবিরে সরবরাহ করছে। এমনকি, যে স্বেচ্ছাসেবীরা মানবিক সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাদের হয়রানি করছে যাতে কেউ সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দেয়। এমনই এক নোটিশের কপি সংযুক্ত করলাম। এই হিন্দু শরণার্থীরা নির্যাতন ও প্রাণনাশের ভয়ে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে এসেছেন। তাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ কেবল অমানবিকই নয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। রাজ্য সরকার ও পুলিশের এই নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা, স্বাধীনভাবে যোগাযোগের অধিকার এবং স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে, তাদের কণ্ঠরোধ করার এই নির্লজ্জ প্রয়াস অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। শরণার্থীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের দেওয়া ত্রাণ সামগ্রী শিবিরের মধ্যে সর্বসমক্ষে গ্রহন করতে হবে এবং ব্যবহার ও বিতরণ করতে হবে। যদি এই নিন্দনীয় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চলতে থাকে তাহলে এই নির্লজ্জ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবো।

ভ্যাপসা গরম কমাতে রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ বৃষ্টির ছোঁয়ায় ভ্যাপসা গরম থেকে সাময়িক রেহাই মিলেছে রাজ্যবাসীর। তবে এই স্বস্তির সঙ্গেই বয়ে চলেছে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যু-সহ ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে উত্তরের জেলাগুলিতেও চলবে বৃষ্টি, কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমির মধ্যে। কোথাও কোথাও সেই গতি পৌঁছাতে পারে ৫০-৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি চলবে দমকা হাওয়ার দাপট। ২১ তারিখেও দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। শুধু দক্ষিণ নয়, উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং কালিম্পংয়ের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৃষ্টির সঙ্গে থাকতে পারে দমকা হাওয়াও। তিন দিনের মধ্যে রাজ্যের কোথাও তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে তারপরে ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করবে পারদ। আগামী চার দিনে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ- উভয় অংশেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। শনিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৩ ডিগ্রির আশেপাশে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক ৯৬ শতাংশ পর্যন্ত, যা অস্বস্তি কিছুটা বাড়িয়ে তোলে।

ব্রিগেড ময়দানে সিপিএমের সভা, সতর্ক পুলিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ আজ কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে সিপিএমের বিভিন্ন গণসংগঠনের ডাকে যে সমাবেশ এর ডাক দেওয়া হয়েছে তাতে শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এই জন্য শহরের গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৩ টি জায়গায় ট্রাফিক গার্ডের একজন অতিরিক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নেতৃত্বে বাহিনী থাকবে। মযদান এলাকায গাড়ি পার্কিং ছাড়াও এজেসি বসু রোড ও মেয়ো রোডের মতো কিছু রাস্তায় গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাবেশ উপলক্ষে হাওড়া, শিয়ালদা স্টেশন, ভিক্টোরিয়া হাউস, এক্সাইড মোড়ের মত আটটি জায়গায় জমায়েতের পরে কর্মী, সমর্থকরা মিছিল করে ব্রিগেডে আসবেন। রবিবার দুপুরে সমাবেশে প্রধান মুখ হতে চলেছেন এসব সংগঠনের নেতানেত্রীরা, যাঁরা তেমন জনপ্রিয় নন। বন্যা টুডু থেকে নিরাপদ সর্দার, অনাদি সাহুরা বক্তব্য রাখবেন। পরিচিত বক্তা বলতে একমাত্র সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এছাড়া সদ্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঠাঁই পাওয়া সিপিএম যুব সংগঠন DYFI-এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবার বক্তব্য রাখবেন কি না, তা নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত এখনও।

রেলওয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ রেলওয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি হেরিটেজ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দার্জিলিং এর টয় ট্রেনের উন্নয়ন ও পর্যটনের প্রসারে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে বৈঠক করেছে। কমিটির সদস্যরা চলতি সপ্তাহে দার্জিলিং এ এসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই টয় ট্রেন ও স্টেশনগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সিকিমের সঙ্গে সংযোগকারী সেবক-রংপো নতুন রেলপথ তৈরির কাজের অগ্রগতি নিয়েও খোঁজখবর নেন বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। এইদিকে ইউনেস্কোর হেরিটেজের মর্যাদা ও ঐতিহ্যকে ধরে রেখে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে দার্জিলিং স্টেশনটিকে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ অশান্তির আঁচ বালুরঘাটেও, জেলাশাসকের দপ্তর ঘিরে ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৯ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ অশান্তির আঁচ এবার বালুরঘাটে। শনিবার দুপুরে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিজেপির মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে মিছিলে শামিল হয়েছিলেন জেলার বহু বিজেপি কর্মী, সমর্থক। তাঁরা জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছতেই পুলিশ ' সিকিওরিটি জোন' বলে বাধা দেয়। ব্যারিকেড করে ঘিরে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগনোর চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মীরা। পুলিশ আটকালে সেখানেই কার্যত হাতাহাতি শুরু হয়। পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে একেবারে চরম উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে। লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এনিয়ে উত্তপ্ত হয়ে রইল বালুরঘাটের জেলাশাসক দপ্তর। রাজ্যে ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর চাকরিহারা এবং মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ অশান্তির মতো ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার বালুরঘাট শহরে মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। মহকুমা শাসকের দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচি ছিল তাঁদের। এই দপ্তরটি জেলাশাসকের কার্যালয়ে চত্বরেই। বিজেপির এই কর্মসূচি ঘিরে আগাম নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁটও করা হয় এমন হাই সিকিউরিটি জোনে। বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। এদিন দুপুর ২টো নাগাদ বালুরঘাটের মাদার টেরেসা মোড় থেকে বিজেপির মিছিল বের হয়। সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে মিছিলে অংশ নেন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। গোটা শহর ঘুরে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে তা পৌঁছতেই পুলিশ মিছিল আটকায়। অভিযোগ, কয়েকজন বিজেপি কর্মী বাঁশের ব্যারিকেড ভেঙে এগনোর চেষ্টা করেন। তাঁদের রুখতে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে সাময়িকভাবে। এরপরই পরিস্থিতি তপ্ত হয়ে ওঠে। সুকান্ত মজুমদার-সহ বিজেপি নেতারা এগিয়ে এসে মহকুমা শাসকের দপ্তর ঘেরাওয়ের জন্য জেলাশাসকের কার্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করেন। পুলিশি বাধার মুখে পড়ে দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এরপর পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। তাতে বেশ কয়েকজন বিজেপি সমর্থক জখম হন বলে দাবি দলের। এনিয়ে সুকান্ত মজুমদারের দাবি, আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছিলাম। চাকরিহারা এবং মুর্শিদাবাদের ওয়াকফ অশান্তির প্রতিবাদে আমাদের এই কর্মসূচি ছিল। কিন্তু পুলিশ আমাদের মিছিল আটকে অশান্তি তৈরি করেছে। তবে আমরা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি জমা দেবই। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ ' মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি দেখতে নবাবের জেলায় গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জাফরাবাদে খুন হওয়া বাবা-ছেলের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে বেতবোনা এলাকার উপর দিয়ে যাচ্ছিল রাজ্যপালের কনভয়। সিভি আনন্দ বোসের গাড়ি বেরিয়ে যেতেই, কনভয়ের বাকি গাড়িগুলির সামনে চলে আসেন স্থানীয়রা। আটকে দেওয়া হয় কনভয়ের বাকি গাড়ি। রাজ্যপালকে 'মনের কথা' বলতে চেয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা।

সরকারের কাছে একমাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মাওবাদীদের

১৯ এপ্রিল ঃ মাওবাদমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে লাগাতার অভিযান জারি রয়েছে ছত্তিশগ।জুড়ে। গত কয়েকমাসে শতাধিক শীর্ষ স্থানীয় কমান্ডারের মৃত্যুতে কোমর ভেঙে গিয়েছে মাওবাদী সংগঠনগুলির। প্রাণের দায়ে আত্মসমর্পণের পথে হেঁটেছে বেশিরভাগ মাওবাদী। এই পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে এক মাসের যুদ্ধবিরতি আর্জি জানিয়ে লিখিত বার্তা দিল মাওবাদীদের উত্তর-পশ্চিম সাব-জোনাল ব্যুরো। শান্তি আলোচনার লক্ষ্যে গত ১৭ এপ্রিল মাওবাদীদের তরফে এই লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।গত ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতির আর্জি জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশ করেছিল মাওবাদীরা।

তেজস্বীই ইন্ডিয়া জোটের মুখ! বিহারের ভোটের প্রস্তুতি শুরু

পাটনা, ১৯ এপ্রিল ঃ বেনজিরভাবে এনডিএর আগেই বিহারের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করল বিজেপি বিরোধী মহাজোট বা ইন্ডিয়া জোট। লালুপুত্র তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বেই যে মহাজোট নির্বাচনে লড়তে চলেছে সে নিয়ে যাবতীয় সংশয়ও একপ্রকার দূর হয়ে গেল। বিহারের নির্বাচনকে সামনে রেখে ইন্ডিয়া জোট যে সমন্বয় কমিটি গড়ল, সেই জোটের নেতৃত্বে রাখা হল তেজস্বীকেই। শুক্রবার পাটনায় মহাজোটের সহযোগীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন তেজস্বী। সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিল আরজেডি, কংগ্রেস, তিন বাম দল এবং বিকাশশীল ইনসান পার্টি। ওই বৈঠকে নির্বাচনকে সামনে রেখে যে সমন্বয় কমিটি মহাজোটের তরফে গড়া হয়েছে, সেই কমিটির মাথায় রাখা হয়েছে তেজস্বীকেই। সূত্রের খবর, ওই সমন্বয় কমিটির কাজ ইন্ডিয়া জোটের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি এবং নির্বাচনের রণকৌশল তৈরি করা। ভবিষ্যতে আসনরফা নিয়ে জট তৈরি হলেও সেই জট কাটাবে এই কমিটি। তেজস্বীকে এই কমিটির মাথায় রাখার অর্থ, বিরোধী জোট মোটামুটি স্পষ্ট করে দিল তাঁদের মুখ তেজস্বীই।

মহাজোটের আসনরফায় জট যে তৈরি হতে পারে, সে ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই মিলেছে। বিহারে ২০২০ বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি এবং বামেদের সঙ্গে জোটে লড়েছিল কংগ্রেস। সেবার আরজেডি এবং বামেরা ভালো ফল করলেও কংগ্রেসের স্ট্রাইক রেট তুলনায় অনেকটাই কম ছিল। বস্তুত ২০২৪ লোকসভাতেও বিহারে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি হাত শিবির। যার জেরে এবার তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন আরজেডি কংগ্রেসকে বেশি আসন ছাড়তে নারাজ। আরজেডির তরফ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ২৪৩ আসনের মধ্যে কংগ্রেসকে বড়জোর ৪০-৪৫ আসন ছাড়া হতে পারে। আরজেডির ভাবগতিক বুঝে গত কয়েকমাসে বিহারে শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে কংগ্রেস। সেরাজ্যের রাজ্য সভাপতি পদে বদল আনা হয়েছে। লালুপ্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ অখিলেশ সিংকে সরিয়ে আনা হয়েছে রাজেশ কুমারকে। প্রদেশ পর্যবেক্ষক পদে আগেই এসেছেন রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ কৃষ্ণা আলুভারু। এমনকী দিল্লি থেকে কানহাইয়াকে বিহারে পাঠিয়ে প্রচারের মুখ করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতারা মাঝে মাঝে হুঙ্কারও দিচ্ছেন, জোটে যোগ্য সম্মান না পেলে একাই লড়ার জন্য প্রস্তুত কংগ্রেস। কিন্তু দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তেজস্বীর বৈঠকের পর সব সমীকরণ বদলে গিয়েছে। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব সম্ভবত তেজস্বীকে জোটের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আবার শুরু হচ্ছে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ ভারত এবং চিনের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ২০২৫ সালের গ্রীষ্মে ফের শুরু হতে চলেছে পুণ্যার্থীদের জন্য কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা। মেনটাই বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বিদেশ মন্ত্রকের সচিব বিক্রম মিসরির চিন সফরে, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবং চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে এক বৈঠকের পর এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে নানা কারণে এই যাত্রা বন্ধ ছিল। কিন্তু এবার ভারত-চিন সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচিত হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের গ্রীষ্মেই ভারতীয় পুণ্যার্থীরা সরাসরি বিমানযাত্রা করে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা শুরু করতে পারবেন। মন্ত্রক জানিয়েছে যে, ভারত ও চিন দুই পক্ষই এই যাত্রা পুনরায় শুরু করার বিষয়ে একমত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালেই ভারত-চিন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক মাইলফলক উপলক্ষে, ভারত ও চিনের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার পুনরায় সূচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ২০২০ সালে কোভিড অতিমারী এবং পরবর্তীতে গালওয়ান সংঘাতের কারণে ভারত-চিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যার প্রভাব এই পুণ্যযাত্রার উপর প।ছিল। গত বছর চিনের পক্ষ থেকে এই যাত্রা পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও বিপুল খরচের কারণে ভারতীয় পুণ্যার্থীদের জন্য তা সহজ হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি দু'পক্ষের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুই দেশ পুণ্যার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রসঙ্গত, এবারের চারধাম যাত্রাও শুরু হচ্ছে মে মাস থেকে। এর মধ্যে কেদারনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে ২ মে, বদ্রীনাথ ৪ মে এবং গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাত্রা শুরু হবে ১০ মে। চিনা পণ্যের আমদানিতে বেজিংয়ের ঘাড়ে ২৪৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ওয়াশিংটন। শুল্কযুদ্ধের ধাক্কায় করুণ অবস্থা চিনের। এই পরিস্থিতিতে জিনপিং প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে, ভারতীয় পণ্যের জন্য চিনা বাজার খুলে দিতে চায় তারা। যা তা!পর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই প্রসঙ্গে বলেছেন চিনা রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং। তিনি জানিয়েছেন, বেশ কিছু ভারতীয় পণ্যকে চিনের বাজারে জায়গা করে দিতে প্রস্তুত বেজিং। পান্টা তাঁর আশা, ভারতও চিনা সংস্থাগুলিকে ভারতে ব্যবসা করার স্বচ্ছ ও বৈষম্যহীন পরিবেশ দেবে। ফেইহং বলেছেন, চিন কখনওই ইচ্ছাকৃত ভাবে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ায় না। প্রসঙ্গত, ভারত ও চিনের বাণিজ্য ঘাটতি ৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। আশা করা হচ্ছে, চিনের এহেন পদক্ষেপে সেই ঘাটতি অনেকটাই মেটানোর সুযোগ নয়াদিল্লি।

ধুলিয়ানে জাতীয় মহিলা কমিশন, হিংসায় আক্রান্তের সঙ্গে কথা বললেন রাহাতকার

মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে হিংসায় আক্রান্তদের সঙ্গে সাক্ষা করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর এবং তাঁর টিম শনিবার মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে পৌঁছে হিংসা কবলিত এলাকায় আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিজয়া রাহাতকার বলেছেন, আমাদের সফর শেষ হলেই আমি বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।এদিন সকালে মালদায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজয়া রাহাতকর বলেন, আজ আমরা মূলত ধুলিয়ান সফর করছি এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে দেখা করার জন্য কাছাকাছি স্থানগুলিও পরিদর্শন করব। আমরা বর্তমানে সকলের সঙ্গে আলোচনা করছি এবং আলোচনা শেষ হয়ে গেলে, আমরা আরও বিশদ বিবরণ দিতে সক্ষম হব। অনেক সমস্যা সমাধানের আছে এবং সেগুলি সবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। মালদা থেকেই তাঁরা মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে পৌঁছে যান।উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে। আতঙ্কে হিন্দুরা মালদায় পালিয়ে যান। শনিবার সেই সমস্ত আক্রান্তদের সঙ্গেই কথা বলেছেন বিজয়া রাহাতকার।

অসুস্থ সৃজিত মুখোপাধ্যায়, শরীরে অস্বস্তি নিয়ে ভর্তি হাসপাতালে

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃঅসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি সৃজিত মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার রাতে শরীরে অস্বস্তি বোধ করায় তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মাথা ঘোরার পাশাপাশি শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল পরিচালকের। শনিবার সকাল থেকে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।ঠিক কী হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল হাতে না পেলে বলা যাবে না, পরিচালকের কী হয়েছে। কতদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হবে, তা এখনও জানা যায়নি।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল দিল্লি-এনসিআর, কাশ্মীর

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃফের কেঁপে উঠল কাশ্মীর এবং দিল্লি-এনসিআর। শনিবার আফগানিস্তান সীমানায় ভূমিকম্প হয়। কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৮ ম্যাগনিটিউড। আর সেই কম্পনের আফটার শকেই কেঁপে উঠল দিল্লি-এনসিআর এবং কাশ্মীর। পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শনিবার দুপুর ১২টা বেজে ১৭ মিনিটে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্ত। ভূমিকম্পের উস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ওই অঞ্চলকেই। ভূগর্ভের ৮৬ কিলোমিটার গভীর থেকে ছড়িয়ে পড়ে কম্পন। মাটির নীচে টেকটোনিক পাতগুলি সচল অবস্থায় থাকায় ওই অঞ্চল এমনিতেই ভূমিকম্পপ্রবণ। আফগানিস্তানে ভূমিকম্পের পর পরই ভারতের কাশ্মীর উপত্যকা এবং দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় কম্পন

ভিডিও কলের পর যুবকের আত্মহত্যা

এটাহ, ১৯ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায় হোটেলের রুমে আত্মহত্যা করলো বছর ৩৩-এর এক যুবক। মৃতের নাম - মোহিত কুমার। আত্মহত্যার আগে ভিডিও কল করেছিল ওই যুবক। হোটেলের রুমের সিলিং ফ্যান থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই যুবকের ফোন এবং ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা। এসপি অভয় নাথ ত্রিপাঠী বলেছেন, শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ, ইন্সপেক্টর সিভিল লাইনস রেলওয়ে স্টেশন এটাহ রোডে অবস্থিত জলি হোটেল থেকে তথ্য পান যে, বিশরাম সিং-এর ছেলে মোহিত কুমার - যিনি

গ্রাহকদের উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বিএসএনএল - এর উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল) - এর বিভিন্ন সংস্কারের সার্বিক পর্যালোচনার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া নতুন দিল্লির সঞ্চার ভবনে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগদান করেন। এই বৈঠকে টেলিযোগাযোগ দপ্তরের সচিব এবং উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা ছাড়াও বিএসএনএল - এর চিফ ম্যানেজিং ডায়রেক্টর, বিভিন্ন সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজাররা উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকে সংস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ, নেটওয়ার্কের মানোন্নয়ন, গ্রাহকদের উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং আধুনিকীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়। রাজস্বকে অগ্রাধিকার দিতে 'রেভিনিউ ফার্স্ট' নীতি অনুসরণ করে চলছে রাষ্ট্রায়ত্ত এই কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। এপ্রিল মাসকে

বিএসএনএল - এর সব সার্কেলে গ্রাহক পরিষেবা মাস হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। গ্রাহকদের জন্য উন্নতমানের পরিষেবা ও তাঁদের বিভিন্ন অভিযোগের নিস্পত্তি করা হচ্ছে।দু'দিনের এই বৈঠকে গ্রাম, শহর, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, মোবাইল এবং এফটিটিএইচ পরিষেবার মানোন্নয়ন, বিল সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের নিস্পত্তি, দায়বদ্ধতা, লিজ লাইন, ভিপিএন সহ নানা ক্ষেত্রে উন্নত পরিষেবা প্রদানের পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়।শ্রী সিন্ধিয়া বিএসএনএল - এর উদ্যোগগুলির প্রশংসা করেন। সম্প্রতি এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিভিন্ন সার্কেলে ফোর-জি পরিষেবা প্রদান করছে। তথ্য ও বিনোদনের অত্যাধুনিক প্ল্যাটফর্ম আইএফটিভি এবং বিআইটিভি চালু করা হয়েছে। দেশ জু।ে ওয়াইফাই - এর মাধ্যমে রোমিং পরিষেবা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের সিনএনপিএন প্রকল্পের বাস্তবায়ন হচ্ছে। স্প্যাম কল বন্ধ করতে বিএসএনএল নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্য দিয়ে এই সংস্থাটি উপভোক্তা-বান্ধব হয়ে উঠছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল একটি সংস্থা হওয়ার লক্ষ্যে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নবীনেই আস্থা বিজেডি-র, টানা নবম মেয়াদে সভাপতি পুনর্নির্বাচিত

ভুবনেশ্বর, ১৯ এপ্রিল ঃ নবীন পট্টনায়েকের ওপরই আস্থা রাখল বিজু জনতা দল (বিজেডি)। ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এই নিয়ে টানা নবম মেয়াদে বিজেডি-র সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। শনিবার শঙ্খ ভবনে অনুষ্ঠিত দলের রাজ্য কাউন্সিলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই পদের জন্য তাঁর নাম নির্বাচিত করা হয়।ওড়িশার বিরোধী দলনেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক টানা ৯ বার বিজু জনতা দলের (বিজেডি) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। দলের অন্য কেউ সভাপতি পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা না দেওয়ায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। শনিবার শঙ্খ ভবনে বিজেডি আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করেছে।

দিল্লিতে বহুতলে ভেঙে প্রাণহানিতে ব্যথিত মুখ্যমন্ত্রী, তদন্তের নির্দেশ রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ দিল্লির মুস্তাফাবাদ এলাকায় বহুতল ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। পাশাপাশি এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শনিবার টুইট করে জানিয়েছেন, মুস্তাফাবাদে বাড়ি ভেঙে মর্মান্তিক ঘটনায় হৃদয় গভীরভাবে শোকাহত। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ডিডিএমএ, এনডিআরএফ, ডিএফএস এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিরন্তর নিয়োজিত রয়েছে। আহত সকলের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় যারা মারা গিয়েছেন, তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। উল্লেখ্য, শনিবার ভোররাতে দিল্লির মুস্তাফাবাদ এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি বহুতল। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। এছাড়াও ১০ জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরও ৮-৯ জন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা! মেয়ো রোডে দু'টি গাড়ির সংঘর্ষে আহত চালক

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ মহানগরী কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা! শনিবার সকালে মেয়ো রোডে দু'টি গাড়ির সংঘর্ষে আহত হয়েছেন একটি গাড়ির চালক। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ রেড রোডে পুলিশ মেমোরিয়ালের সামনে দুর্ঘটনা ঘটে। একটি গাড়ি রেড রোড ধরে আসছিল।আরেকটি গাড়ি মেয়ো রোডের দিক থেকে এসে ওই গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। প্রথম গাড়ির চালক আহত হন। তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ এই দুর্ঘটনায় মামলা রুজু করেছে।

প্রয়াগরাজে তাঁবুর গুদামে ভয়াবহ আগুন, ছড়ালো আতঙ্ক

প্রয়াগরাজ, ১৯ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে ভয়াবহ আগুন লাগল তাঁবুর গুদামে। শনিবার সকালে কুম্ভ-সম্পর্কিত উপকরণ সংরক্ষণকারী লালু অ্যান্ড সন্স গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কোম্পানিটি কয়েক দশক ধরে মাঘ মেলা এবং মহাকুম্ভের জন্য তাঁবু স্থাপনের সঙ্গে জড়িত। অগ্নিনির্বাপণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে, তবে এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, আগুনের সূত্রপাত সকাল ৭টা নাগাদ এবং এটি অত্যন্ত তীব্র ছিল। প্রায় ১০ থেকে ১৫টি দমকল বাহিনীর গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

ভারতীয় কমিকস্-এ বিপ্লবঃওয়েভস কমিকস্ ক্রিয়েটর চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্যের কাহিনী

অজিতেশ শর্মা (নয়াদিল্লি, পিআইবি)ঃএক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় কমিকস শিল্প এক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এসেছে। ব্রিটিশ শাসনের সময় সংবাদপত্রে সিন্ডিকেটেড কমিক স্ট্রিপ হিসেবে ভারতীয় কমিকস-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। এতে ফ্যান্টম এবং ম্যানড্রেকের মতো পশ্চিমী জনপ্রিয় চরিত্রগুলিকে তুলে ধরা হত। স্বাধীনতার পর এই শিল্প এক নতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। চাঁদমামা, চম্পকের মতো কমিকস বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৬৭-তে আত্মপ্রকাশ করে অমর চিত্র কথা (এসিকে), যা ভারতীয় কমিকস-এ এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত হয়ে রয়েছে। এতে ছবির মাধ্যমে ভারতীয় পুরাণ, ইতিহাস এবং বিভিন্ন লোককাহিনী তুলে ধরা হতে থাকে।১৯৭০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত পর্বকে ভারতীয় কমিকস-এর ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। চাচা চৌধুরী, বিল্লু এবং পিঙ্কির মতো চরিত্রের স্রষ্টা প্রাণ কুমার শর্মা ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এইসব চরিত্রের মাধ্যমে সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক বিষয়বস্তু হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরা হত। নাগরাজ, সুপার কম্যান্ডো ধ্রুব এবং ডোগার মতো সুপারহিরো চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে রাজ কমিকস-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই পর্বে আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে কমিকস বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।২০০০ সালে ভারতীয় কমিকস-এ ডিজিটাল যুগের সূচনা হয়। ভারতীয় পাঠকদের কাছে নতুন নতুন আধুনিক আঙ্গিকে কমিকস তুলে ধরা হতে থাকে, যা এক নতুন সৃজনশীল প্রজন্মের সৃষ্টি করে। কোভিড অতিমারীর সময় ভারতীয় কমিকস-এর বইগুলি পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হতে থাকে এবং ভারতীয় সৃজনশীল প্রজন্মের কাছে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।ওয়েভস কমিকস ক্রিয়েটর চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে আজ ভারতীয় কমিকস শিল্প আবার পুনরুজ্জীবিত হতে চলেছে। ইন্ডিয়ান কমিকস অ্যাসোসিয়েশন এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগের ফলে এই শিল্পকে ঘিরে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। ওয়েভস উদ্যোগ বিশ্বের মঞ্চে ভারতের সৃজনশীল শিল্পকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। ওয়েভস কমিকস্ ক্রিয়েটর চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি ভাগ রয়েছে - পেশাদার ও অ-পেশাদার বিভাগ। পুরস্কারের মধ্যে থাকছে নগদ ৮ লক্ষ টাকা, প্রকাশনার সুযোগ-সুবিধা এবং জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি। এই প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। বিচারকদের একটি প্যানেল জয়ীদের বেছে নেবে।বিচারকদের মধ্যে রয়েছেন বিখ্যাত কমিকস শিল্পী দিলীপ কদম, কিংবদন্তী কার্টুনিস্ট প্রাণ কুমার শর্মার পুত্র ভোকল নিখিল প্রাণ, পুরস্কার জয়ী অ্যানিমেশন শিল্পী জ্যাজিল হোমাভাজির, রাজ কমিকস-এর স্রষ্টা সঞ্জয় গুপ্তা প্রমুখ।প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাড়া মিলেছে। দেশ থেকে হাজার হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছেন। কঠিন বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৭৬ জন সেমি-ফাইনালিস্টকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ২০টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫০টি শহর থেকে এই সেমি-ফাইনালিস্টদের বাছাই করা হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, যাঁরা ওয়ার্ল্ড অডিও-ভিস্যুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস)-এ অংশ নেবেন।১-৪ মে মুম্বইয়ে এই ওয়েভস্ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যা ভারতীয় সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে দেবে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য হল, ভারতীয় সৃজনশীলতাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা।কমিকস ক্রিয়েটর চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কমিকস্ স্রষ্টাদের জন্য এক মঞ্চ তৈরি করা, যার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের প্রতিভাকে তুলে ধরতে পারবেন। এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বা।িয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ান কমিকস্ অ্যাসোসিয়েশন। ভারতীয় কমিকস শিল্পকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরতে এই সংস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আইসিএ এবং ওয়েভস-এর এই উদ্যোগের ফলে কমিকস শিল্পে ভারতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কমিকস ক্রিয়েটর চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতীয় কমিকস-এর ভবিষ্যতকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে বলেছেন।

ভারতের শীর্ষ স্থানীয় তরুণ গেম ডেভেলপাররা ওয়েভস সামিট ২০২৫ -এ প্রতিভা তুলে ধরতে প্রস্তুত

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃভারত সরকারের ওয়ার্ল্ড অডিও ভিস্যুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) এর ক্রিয়েটিভ ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ সেশন ১ -এ ' টু গেম জ্যাম' থেকে শীর্ষ ১০টি গেম ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ভারতের উদ্ভাবনী গেম ডেভেলপাররা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। মুম্বইয়ে ১লা-৪ঠা মে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওয়েভস সামিটে তাদের এই উদ্ভাবনগুলি প্রদর্শিত হবে।'রোড টু গেম জ্যাম' হল ভারতের গেম ডেভেলপারদের জন্য সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের এক অনন্য সুযোগ। AVGC - XR (অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং অ্যান্ড কমিকস এর সঙ্গে অগমেন্টেড রিয়েলিটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং মেটাভার্স) ওপর বিশেষ জোর দিয়ে গেম ডেভেলপার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (জিডিএআই) এবং গক্সগঞ্জ (ক্রাটোস গেমার নেটওয়ার্ক) এর সহযোগিতায় এই উদ্যোগটি ওয়েভস-এ পিলার টু এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল উদীয়মান প্রতিভাকে একটি জাতীয় মঞ্চ প্রদানের মাধ্যমে সৃজনশীলতা বিকাশে উসাহিত করা এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান গেম ডেভেলপমেন্ট ইকোসিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করে তোলা। ভারতের ৪৫৩ টি শহরের ১৬৫০ টিরও বেশি কলেজ থেকে ৫৫০০ জনেরও বেশি তরুণ এতে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। বেশ কয়েকদফা বাছাই পর্বের পর ১৭৫ টিরও বেশি দল তাদের গেমস জমা করে। রোড টু গেম জ্যাম-এর মাধ্যমে নির্বাচিত সেরা ১০ টি গেম মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়েভস সামিটে প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে থেকে প্রথম তিনটি দলকে মোট ৭ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম স্থানাধিকারী দল পাবে ৩.৫ লক্ষ, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল পাবে ২ লক্ষ এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী দল পাবে ১.৫ লক্ষ টাকা। গেম জ্যামের প্রতিটি থিম অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীলতার সঙ্গে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে।গেম ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত একটি বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে আর্বিভূত হচ্ছে। ভারতের প্রথম সারির ইন্টার অ্যাক্টিভ মিডিয়া এবং গেমিং ভেঞ্চার ক্যালপিটাল ফার্ম লুমিকাইয়ের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে দেশে ৫৫০ মিলিয়নেরও বেশি গেমার রয়েছেন। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশেরও বেশি গেমারের বয়স ৩৫ বছরের কম। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী প্রকাশক, স্টুডিও এবং মঞ্চগুলি ক্রমশই ভারতীয় প্রতিভাদের উন্নতি এবং সেক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। তাই এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী গেমিং ইকোসিস্টেমে ভারতের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।রোড টু গেম জ্যাম ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের গেম ডেভেলপারদের শুধু প্রতিভা এবং কল্পনাশক্তিকেই তুলে ধরেনি, একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী গেমিং মঞ্চে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দেশের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাও প্রদর্শন করছে। পাশাপাশি, শিল্প পরামর্শদাতা এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলিকে একত্রিত করে এই উদ্যোগকে শক্তিশালী এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক গেম ডেভেলপমেন্ট ইকোসিস্টেমের ভিত্তিও তৈরি করছে।

২২-২৩ এপ্রিল সৌদি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, যোগ দেবেন একগুচ্ছ কর্মসূচিতে

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২২-২৩ এপ্রিল সৌদি আরব সফরে যাচ্ছেন। সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স এবং প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সলমনের আমন্ত্রণে ২২-২৩ এপ্রিল সৌদি আরব সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ২০১৬ এবং ২০১৯ সালে তাঁর পূর্ববর্তী সফরের পর এটি হবে প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় সৌদি সফর।বিদেশ মন্ত্রক শনিবার জানিয়েছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান এবং ভারত-সৌদি আরব কৌশলগত অংশীদারিত্ব পরিষদের প্রথম বৈঠকের সহ-সভাপতিত্বের জন্য সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স এবং প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সলমনের নয়াদিল্লি সফরের পর এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সৌদি আরব সফর।

সুষ্ঠু নির্বাচন চাইলে বাংলায় সেনাবাহিনী দরকার, মন্তব্য মিঠুন চক্রবর্তীর্য

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, সুষ্ঠু নির্বাচন চাইলে বাংলায় সেনাবাহিনীই দরকার। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির বিষয়ে বিজেপি নেতা ও অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী শনিবার বলেছেন, আমি অনেকবার অনুরোধ করেছি এবং এখনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি। অন্তত, নির্বাচনের সময় দুই মাসের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করুন। যদি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়, তাহলেই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।মিঠুন চক্রবর্তী আরও বলেছেন, নির্বাচনের দিন ঘোষণার দিন থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার একমাস পর্যন্ত সেনাবাহিনী থাকা দরকার। মিঠুন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, যদি ভোটে তাঁরা (তৃণমূল কংগ্রেস) জিতে যায়, তাহলে ফের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবে, তাই শান্তি চাইলে সেনাবাহিনী দরকার।পশ্চিমবঙ্গের হিংসা উপদ্রুত এলাকায় যেতে যান বলেও জানিয়েছেন মিঠুন। তাঁর কথায়, আমি যেতে চাই, কিন্তু অনুমতি পাইনি। বাংলায় হিন্দুদের শরণার্থী হওয়া প্রসঙ্গে মিঠুন চক্রবর্তী বলেছেন, অবশ্যই, তাঁরা এখন শরণার্থী হয়ে উঠেছে কারণ, সর্বত্র গুন্ডামি চলছে, সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং আমরা তা চাই না। আমরা কোনও দাঙ্গা, কোনও হিংসা, কিছুই চাই না।

জেইই মেইন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত, ১০০ শতাংশ পেয়েছেন ২৪ জন শিক্ষার্থী

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (জেইই)-এর ফলাফল প্রকাশ করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। শনিবার সকালে অফিশিয়াল পোর্টাল jeemain.nta.nic.in-এ সেই ফল প্রকাশ করা হয়েছে। মোট ২৪ জন পরীক্ষার্থী ফুল মার্কস অর্থা ১০০-তে ১০০ পেয়েছেন।ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২৪ জন শিক্ষার্থী বিই বা বিটেকের প্রথম পত্রে সম্পূর্ণ ১০০ স্কোর করেছেন। শীর্ষ স্থানাধিকারিদের মধ্যে আছেন রাজস্থানের মহম্মদ আনাস ও আয়ুষ সিঙ্ঘল, পশ্চিমবঙ্গের দেবদত্তা মাঝি, দিল্লির দকশ ও হর্ষ ঝা এবং মহারাষ্ট্রের আয়ুশ রবি চৌধুরী। জেইই মেইন-এর ওয়েবসাইট jeemain.nta.nic.in-এ এই ফলাফল জানা যাচ্ছে। চলতি বছর ২ থেকে ৯ এপ্রিলের মধ্যে জেইই মেইন-এর দ্বিতীয় পর্বের এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। মোট ৯,৯২,৩৫০ জন পড়ুয়া এবার এই পরীক্ষায় বসে। উল্লেখ্য, জানুয়ারি ও এপ্রিলে দু-দফায় জেইই মেইন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। কোনও পরীক্ষার্থী দু'টি পর্বেই পরীক্ষায় বসলে, যেটিতে তিনি সর্বাধিক স্কোর করবেন, চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রস্তুতির সময় সেটিই বিবেচনা করা হবে।

দিল্লির মুস্তাফাবাদে বাড়ি ভেঙে মৃত ৪, ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার ১০ জন

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ দিল্লির মুস্তাফাবাদ এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো একটি বহুতল। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। এছাড়াও ১৪ জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরও ৮-৯ জন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিভাগীয় দমকল অফিসার রাজেন্দ্র আটওয়াল বলেছেন, আমরা ভোররাত ২.৫০ মিনিট নাগাদ একটি বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পাই। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে জানতে পারি, পুরো বাড়িটিই ধসে পড়েছে এবং ধ্বংসস্তূপের নীচে মানুষ আটকে পড়েছেন। এনডিআরএফ, দিল্লি ফায়ার সার্ভিস লোকজনকে উদ্ধারে কাজ করছে।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দু'জন পুরুষ এবং দুই পুত্রবধূ এখানে থাকতেন। বড় পুত্রবধূর তিনটি সন্তান, দ্বিতীয় পুত্রবধূর তিনটি সন্তান। এই মুহূর্তে আমরা কিছুই জানি না। তাদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। উত্তর-পূর্ব জেলার অতিরিক্ত ডিসিপি সন্দীপ লাম্বা বলেন, ঘটনাটি ভোররাত তিনটে নাগাদ ঘটেছে। ১৪ জনকে উদ্ধার করা হয, কিন্তু তাদের মধ্যে চারজন মারা গিয়েছেন, এটি একটি চারতলা ভবন ছিল। উদ্ধার অভিযান চলছে। এখনও ৮-১০ জন আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।নিহতদের একজনের আত্মীয় শেহজাদ আহমেদ বলেছেন, বহুতলটি ভোর আ।ইটে থেকে তিনটের মধ্যে ভেঙে পড়ে। এটি একটি চারতলা বাড়ি ছিল। আমার দুই ভাগ্নে মারা গিয়েছে। আমার বোন, শ্যালক এবং ভাগ্নিও আহত হযেছে। তারা জিটিবি হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জেম - এর মাধ্যমে ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি নাগরিক বীমা করেছেন

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৯এপ্রিলঃভারতের বৃহত্তম বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা - গভর্নমেন্টট ই-মার্কেট প্লেস বা জেম ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এই অর্থবর্ষে ১০ লক্ষ জনসম্পদকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি, জেম সফলভাবে স্বাস্থ্য, জীবন এবং ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি নাগরিককে বীমা পরিষেবা প্রদান করেছে। ২০২২ সালে স্বচ্ছ, দক্ষ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনায় বীমা পরিষেবাকে কাজে লাগাতে জেম বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত বীমা সংস্থাগুলির পরিষেবাই নেওয়া হয়। গ্রুপ মেডিক্লেম, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা এবং টার্ম ইন্স্যুরেন্স পলিসির মতো ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের সংগঠনগুলি জেম - এর সাহায্য নিয়ে থাকে। জেম - এর বীমা পরিষেবার সবচেয়ে ব। সুবিধা হ'ল, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং বীমা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে এখানে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক লেনদেন করা হয়, অর্থা তৃতীয় কোনও পক্ষের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।জীবন বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা ছাড়াও সম্পদ, পণ্য পরিবহণ, দায়বদ্ধতা, যানবাহন, শস্য এবং সাইবার বীমার মতো ক্ষেত্রেও জেম পরিষেবা প্রদান করছে। এরফলে, একটি একক, স্বচ্ছ ও দক্ষ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলি বিভিন্ন বীমার চাহিদা পূরণ করতে পারছে।

সোনমার্গে তুষারপাত সাদা বরফে ঢাকা পড়ল পাহাড়, অবরুদ্ধ জোজিলা সড়ক

শ্রীনগর, ১৯ এপ্রিল ঃ পূর্বাভাস মতোই শনিবারও তুষারপাত হল জম্মু ও কাশ্মীরে। শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গে তুষারপাত হয়েছে। পাহা। ঢেকে গিয়েছে সাদা বরফে। সোনমার্গে নতুন করে তুষারপাতের ফলে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। সুরক্ষার কারণে সোনমার্গ-জোজিলা সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।জোজিলা পাসে ভারী তুষারপাতের ফলে ভ্রমণ অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। ট্র্যাফিক কর্তৃপক্ষ ভ্রমণকারীদের যাত্রা শুরুর আগে রাস্তার অবস্থা পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলে এদিন সকালে বৃষ্টিও হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৬বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,রবিবার, ইংরেজীঃ২০এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৫ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিস্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাস আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১৬ এপ্রিল বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকু।া, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রে ১৬-১৭ এপ্রিল সমস্ত জেলার কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এই ঝ।-বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রায় হ্রাস হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি কম।জোয়ার-সকাল ০৬ টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৬ টা৫০মনিট এবং রাত ৮ টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ১৬মনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৫মনিট

ভাঙড়ে তৃনমূলের দলীয় কার্যালয়ে আগুন, অভিযোগের তীর আই এস এফের দিকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,ভাঙড়, ১৯ এপ্রিলঃ আবার উত্তপ্ত ভাঙড়। এবার ভাঙচুর চক মরিচা গ্রামে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়। আর পুরো ঘটনায় অভিযোগের তির আইএসএফের দিকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রগন করে পুলিশ। এর আগে ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় গত সোমবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল ভাঙড়। প্রতিবাদের নামে রীতিমতো তাণ্ডব চলে একালা জুড়ে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়ি-বাইক। বিক্ষোভ কারীদের হামলায় বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীও আহত হন। আর তাঁর পরে শুক্রবার ফের একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড়।জানা যায়, শুক্রবার রাতে ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চক

মরিচা গ্রামে তৃণমূলের কার্যালয়ে একদল দুস্কৃতী আচমকা হামলা চালায়। ভেঙে ফেলা হয় আসবাবপত্র। শুধু তাই নয়,ভাঙচুরের পরধরিয়ে দেওয়া হয় আগুনও। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে দুস্কৃতীদের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার তৃণমূলের তরফ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয় এলাকায়।

এ ব্যাপারে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, ভাঙড়কে বারবার অশান্ত করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। আইএসএফ আশ্রিত দুস্কৃতীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। মানুষকে বাঁচতে দেবে না। ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছে।

শুক্রবার রাতের পর শনিবারও থমথমে রয়েছে এলাকা। রয়েছে কড়া নিরাপত্তার চাদর। তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে ভাঙড়ের আই এস এফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি।

বিরোধী দল থেকে ৫ শতাধিক কর্মী ও সদস্য তৃনমূল কংগ্রেসে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ এপ্রিলঃ জয়নগরে বিরোধী দলে আবার বড়সড় ভাঙন। সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে বিরোধী দল থেকে শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের দলে যোগদান পর্ব চলছে। শনিবার সন্ধ্যায় জয়নগর ১ নং ব্লকের উওর দূর্গাপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে উওর দূর্গাপুর লাইব্রেরীর মোড়ে তৃনমূলের এক যোগদান সভা হয়ে গেল। এদিন এস ইউ সি আই, সিপিআইএম ও জাতীয় কংগ্রেস থেকে প্রায় ৫০০ জন তৃনমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এদিন তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।এছাড়া এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর,

উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েত প্রধান আম্বিয়া বিবি লস্কর, উপপ্রধান সাহারুল্লা গাজী, মাতিন হালদার, শামিম আহমেদ ঢালী,রুপম লস্কর, অভিজিৎ ব্যানার্জী সহ আরো অনেক। এদিন উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের বিরোধী দল নেতা জাতীয় কংগ্রেসের মনিরুদ্দিন গাজী টুলটুল, এস ইউ সির পঞ্চায়েত সদস্য রুকসানা লস্কর, প্রাক্তন উপপ্রধান আবু কাহার গাজীদের নেতৃত্বে এদিন প্রায় ৫০০ জন কর্মী সমর্থক তৃনমূলে যোগ দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে এদিন তাঁরা এই যোগদান করলো।

কৃত্রিম হাত প্রদান করলেন রচনা

বনস্পতি দে, ধনিয়াখালি হুগলি, ১৯ এপ্রিলঃ হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাংসদ এলাকায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ভাল করবেন আগেই বলেছিলেন। এর আগে জেলা হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন গ্রামীন হাসপাতাল ঘুরে পরিকাঠামো উন্নত করার কথা বলেছেন। এবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির শুরু করলেন। যেমন কথা তেমন কাজ, শনিবার হুগলির ধনিয়াখালিতে কৃত্রিম হাত প্রদান করলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের তহবিল থেকে। সাংসদ হওয়ার পরে স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করবেন বলেছিলেন হুগলি সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে দিলীপ ঘোষের নববিবাহিত জীবনের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা ও জানালেন সংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তার সাংসদ এলাকার সাতটি বিধানসভা এলাকাতে কৃত্রিম হাত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলেও জানান। অর্থাৎ যাদের হাত নেই তাদের কৃত্রিম হাত দেওয়া হবে।

বাড়ি ফেরার পথে দুস্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত ক্যানিংয়ের পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৯ এপ্রিল ঃ দলীয় বৈঠক সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুস্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত এবার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার নারায়ণপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সহ সভাপতি এবং

পঞ্চায়েত সদস্য বাবুলাল লস্কর ও তার এক সঙ্গী কে মারধর করার অভিযোগ দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আহত পঞ্চায়েত সদস্য শনিবার বলেন, আগামী রবিবার ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার জনসভা রয়েছে শোনপুর এলাকায়। তাঁর প্রস্তুতি বৈঠক ছিল শুক্রবার রাতে। আর সেই বৈঠক সেরে রাত ১১ টা নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে দুস্কৃতীরা তাঁর রাস্তা আটকে মারধর করে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সহ তাঁর এক অনুগামী। স্থানীয়রা তাদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঘুটিয়াশরিফ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর শনিবার। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

প্রশাসনের উদ্যোগে ফের স্কুলে ঢুকল আক্রান্ত দম্পতির দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠরত শিশুপুত্র

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি, ১৯ এপ্রিলঃ এইচআইভি আক্রান্ত দম্পতির আট বছরের শিশুপুত্রকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। আধিকারিকরা একাধিকবার মিটিং করেও সমাধান হয়নি। কদিন আগেই সামনে এসেছিল গোঘাটের গ্রামে এইচআইভি আক্রান্ত পরিবারের উপর সামাজিক নির্যাতনের ছবি। অবশেষে মাস দেড়েক পর প্রশাসনের উদ্যোগে ফের স্কুলে ঢুকল আক্রান্ত দম্পতির দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠরত শিশুপুত্র। এদিন হুগলির জেলা স্বাস্থ্য দফতরের টিম, শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা আক্রান্ত দম্পতির বাড়ি থেকে শিশুপুত্রকে নিয়ে এসে স্কুলে পৌঁছে দেন। সেখানে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অন্যান্য অভিভাবকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। এটা কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয় বলে তাঁরা ব্যাখ্যা করেন। শেষমেশ ছোট্ট শিশুটির স্কুলে আসার ব্যাপারে সম্মত হন সকলে। দীর্ঘদিন পর স্কুলে এসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে ওই শিশু। অবশেষে স্বস্তি ফিরে পেয়েছে আক্রান্তের পরিবারের সদস্যরা। প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি পরিবার। এই বিষয়ে ডেপুটি সিএমওএইচ-২ দেবযানী বসু মল্লিক তিনি জানান, তাঁরা সকল গ্রামবাসী স্কুলের অন্যান্য বাচ্চাদের অভিভাবক অভিভাবকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। যে বৈঠকের মধ্যে তারা গ্রামবাসীদের এটি বোঝান যে এইচআইভি রোগ কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয়। যেভাবে অস্পৃশ্যতা তৈরি হচ্ছে তা কখনই হওয়া উচিত নয়। সেই বোঝানোতে গ্রামবাসীরা পুরো বিষয়টির যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা তাদের মধ্যে থেকে কেটে গিয়েছে। আবারওওই শিশুকে স্কুলে আসার জন্য সহমত জানিয়েছে গ্রামের অন্যান্য বাচ্চাদের অভিভাবকরা। আবারো আগের মতন সবাই মিলে একসঙ্গে পড়াশোনা করবেন এমনটাই জানিয়েছেন ডেপুটি সিএমওএইচ।

পারিবারিক অশান্তির জেরে বড় জা কে কাটারি দিয়ে খুন করলো ছোট জা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিল ঃ এই দুঃ সাহসিক ঘটনাটা ঘটেছে হাওড়ার শ্যামপুরের দেউলী এলাকার দক্ষিণপাড়ায়। মৃতের নাম সঞ্জি দলুই (৪৫)। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে পারিবারিক একটি জমি নিয়ে দুই ভাই বিমল দোলুই এবং কানাই দলুইয়ের মধ্যে ছিল দীর্ঘদিনের বিবাদ,যার ফলে অশান্তি চলছিল বহু দিন ধরে। শুক্রবার রাতেও এই নিয়ে অশান্তি চরমে ওঠে এবং কানাইয়ের স্ত্রী আরতি দোলুই কাটারি দিয়ে বড় জা সনজি দলুইয়ের মাথায় আড়াআড়ি ভাবে কোপ মারে। ঘটনাস্থলে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পরে সঞ্জি দোলুই। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কমলপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে পরে সেখান থেকে অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হলে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে এবং সেখানেই সঞ্জীর মৃত্যু হয়।

পুলিশ আরতি দোলুই এবং তার স্বামী বিমল দলুইকে গ্রেফতার করেছে।

সমাবর্তন ও শপথ পাঠ অনুষ্ঠিত হলো নার্সিং কলেজে

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ১৯ এপ্রিলঃ উলুবেড়িয়া বার্ষিক সমাবর্তন ও শপথ পাঠ অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়ার বেসরকারি সেবাব্রত ইনিস্টিটিউট অব নার্সিং কলেজে। শনিবার বিকেলে উলুবেড়িয়ার হাটগাছায় সেবাব্রত ইনিস্টিটিউট অব নার্সিং কলেজে শতাধিক ছাত্রীর বি এস সি নার্সিং ও জি এন এম ছাত্রীদের শপথ পাঠের চতুর্থ লাইমলাইট অনুষ্ঠিত হলো। এছাড়াও কয়েকজন নার্সিং ছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সেবাব্রত ইনিস্টিটিউট অব নার্সিং কলেজের অডিটোরিয়ামে নার্সিং জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. জয়ন্তী ঘোষ, সভাপতি ডাঃ শান্তি রঞ্জন গের, সম্পাদক ডাঃ নাসির উদ্দিন মল্লিক,দীপক দাস, ডঃ সৌরভ পাল প্রমুখ।

২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত সেবাব্রত ইনিস্টিটিউট অব নার্সিং কলেজের বর্তমান বর্ষে নার্সিং কলেজের ছাত্রী সংখ্যা ২৭০জন বলে জানান নার্সিং কলেজ কর্তৃপক্ষ।

আলমপুরে অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি, ১৯ এপ্রিলঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সারা পশ্চিমবাংলায় মহিলাদের সুবিধার্থে লক্ষীর ভান্ডার সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গুলিকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে হরিপালের পাটরা অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আলমপুর স্কুল মাঠে অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ হরিপাল বিধানসভার বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ বলেন আমাদের বাংলায় পুরুষ মহিলা প্রায় সমান সমান তাই মহিলাদের আওয়াজ তুলতে হবে প্রতিটি বাড়িতে মহিলাদের যেতে হবে, শুধু মমতা ব্যানার্জির প্রকল্পের কথা বললেই হবে না আমরা যে মমতা ব্যানার্জির আঁচলের তলায় রয়েছি তিনি যে আমাদের কথা ভাবেন সেকথাও জানাতে হবে।

তিনি বলেন কেন্দ্রে একটি মিথ্যার সরকার চলছে শুধু তাই নয় মানুষের ওপর বিভিন্নভাবে শোষণের খাড়া নামিয়ে আনা হচ্ছে, তিনি বলেন গ্যাসের দাম হঠাৎ করে বাড়ানো হলো তার সাথে সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের দামও দুম করে বাড়িয়ে দেয়া হলো তাই মানুষকে কিভাবে সংসার চালাতে হবে সেটা ভাববার সময় এসেছে। কারণ কেন্দ্রের সরকার সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন না তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কথা মানুষ জানেন।তিনি বলেন দিদির দেয়া লক্ষীর ভান্ডার এর অর্থ মহিলাদের সম্মান বাড়িয়েছে, এখন আর নিজেদের প্রয়োজনে স্বামীর কাছে অর্থ চাইতে যেতে হয় না বরং স্বামীর কিছু অর্থের প্রয়োজন হলে স্ত্রীর কাছে জানায়। এটাই হলো মহিলাদের ক্ষমতায়ন তাই আগামী ২৬ এর বিধানসভায় মমতা ব্যানার্জির হাতকে আরো শক্ত করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। এই কর্মসূচিতে বিশাল সংখ্যক মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

হাসপাতাল ও পুলিশের সহায়তায় নিখোঁজ সাত বছরের মেয়ে ফিরে গেল সোনারপুরের বাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১৯ এপ্রিল ঃ হাসপাতালের কর্মী ও পুলিশের তৎপরতায় নিখোঁজ সাত বছরের মেয়ে ফিরে গেল বাড়িতে। সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে আরাধ্যা কেওট কে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিল সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মী ও পুলিশেরা। ঘটনার সূত্রপাত সোনারপুরের পেটুয়ার মসজিদ মোড় এলাকায়। আরাধ্যার পিতা অশোক কেওট ও মাতা আয়েশা কেওট-এর একমাত্র কন্যা। শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ, পাড়ার টিউশান স্যারের কাছে পড়তে গিয়ে, মা-বাবার বকুনি খেয়ে আর বাড়ি ফেরেনি সে। এর পর থেকেই তাঁর খোঁজ না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। এদিকে, সোনারপুরগ্রামীণ হাসপাতালের আশপাশে এক ছোট মেয়েকে সন্দেহ জনক ভাবে ঘুরতে

দেখে, হাসপাতালের কিছু কর্মীর সন্দেহ হয়। মেয়েটির বয়স, মুখের ভাবভঙ্গি ও একা ঘোরাঘুরি দেখে তাঁরা তাঁর খোঁজ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মেয়েটির পিঠে একটি স্কুল ব্যাগ ছিল। ব্যাগ খুলে বইপত্র ঘেঁটে জানা যায় তাঁর নামআরাধ্যা কেওট। কিন্তু প্রশ্ন করার পরও মেয়েটি কিছুই বলতে পারছিল নানা তাঁর বাড়ির ঠিকানা, না বাবা-মায়ের নাম।এই অবস্থায় হাসপাতালের কর্মীরা বিষয়টি জানায় হাসপাতালের কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের। এর পর পুলিশ আধিকারিকরা নিজ উদ্যোগে খোঁজ খবর শুরু করে। কিছু সময়ের মধ্যেই আরাধ্যার পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্রুত খবর পাঠানো হয় সোনারপুর থানার মাধ্যমে। খবর পেয়ে মেয়ের খোঁজে ছুটে আসেন অশোক ও আয়েশা কেওট। হাসপাতালে এসে মেয়েকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা। হাসপাতালের কর্মী ও পুলিশদের উপস্থিতিতে আরাধ্যাকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা হাসপাতাল ও পুলিশের ভূমিকায় খুশি।

তাঁরা বলেন, এইভাবে যদি সকলে সতর্ক থাকেন ও সাহায্যের হাত বাড়ান, তাহলে বহু বিপদ এড়ানো সম্ভব। সাত বছরের আরাধ্যা যে আজ আবার পরিবারের কোলে ফিরেছে, তাঁর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালের মানবিক কর্মী ও পুলিশদের। আর তাদের ধন্যবাদ জানান আরাধ্যার বাবা মা।

আন্তর্জাতিক একাডেমি তার নবপ্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

কলকাতা,১৯ এপ্রিলঃ ২০২৫ সালের উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় সকালে, হরিয়ানা শিক্ষা কেন্দ্রের একটি বিশিষ্ট উদ্যোগ, হরিয়ানা আন্তর্জাতিক একাডেমি তার নবপ্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্মরণ করে। স্কুলের প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই শুভ অনুষ্ঠানে শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি উদযাপনে সম্মানিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের একত্রিত হওয়ার সাক্ষী ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিথিদের একটি বিশিষ্ট সমাবেশ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অনুরাধা লোহিয়া প্রধান অতিথি, পদ্মশ্রী সজ্জন ভজঙ্ক, শ্রী হরি কৃষ্ণ চৌধুরী এবং শ্রী মুকেশ কুমার, আইপিএস, পুলিশ কমিশনার, বিধাননগর, সম্মানিত অতিথি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, শ্রী সজন কুমার বনশল ট্রাস্টের সভাপতি, শ্রী সুরেশ চাঁদ বনশল স্কুল কমিটির সভাপতি শ্রী প্রমোদ কুমার গুপ্ত প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, শ্রী গিরিধারী লাল সিংহল হরিয়ানা শিক্ষা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রহ্লাদ কুমার ধনানিয়া এবং বিধায়ক শ্রী তাপস চ্যাটার্জী, অন্যান্য সম্মানিত ট্রাস্টি সদস্য, তাদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে।অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে, যা অজ্ঞতার উপর জ্ঞানের বিজয়ের প্রতীক। পবিত্র আচারের সাথে গণেশ বন্দনা মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়, যা একটি ভক্তিমূলক এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত পরিবেশ তৈরি করে। -এর শিক্ষকদের দ্বারা পরিবেশিত একটি হৃদয়গ্রাহী সরস্বতী বন্দনা অনুষ্ঠানে আরও শ্রদ্ধা যোগ করে। আনুষ্ঠানিক প্রদীপের পাশে ভারত মাতার একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি দাঁড়িয়ে ছিল, যখন আলো, জ্ঞান এবং ঐক্যের প্রতীকী নিদর্শন হিসাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় প্রদীপটি আলোকিত করেছিলেন, যা আনুষ্ঠানিকভাবে দিনের কার্যক্রমের সূচনা করেছিল। এরপর প্রধান শিক্ষিকা আন্তরিক স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য মঞ্চে আসেন। তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য হরিয়ানা শিক্ষা কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের উপর জোর দেন। তার কথাগুলো স্কুলের এমন একটি লক্ষ্য প্রতিফলিত করে যেখানে চরিত্র, সৃজনশীলতা এবং করুণার পাশাপাশি একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বকে লালন করা হয়। একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক বিরতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। দর্শকদের একটি ঐতিহ্যবাহী হরিয়ানভি লোকনৃত্য পরিবেশন করা হয়েছিল যা প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক শিকড়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং পয়লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ উদযাপনের একটি গতিশীল পরিবেশনা। এই পরিবেশনাগুলি ভারতের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন এবং উদযাপনের জন্য একাডেমির প্রতিশ্রুতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে। স্কুলের প্রধান উপদেষ্টা, পেশায় বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এবং স্কুলের নেতৃত্ব দলের পরামর্শদাতা, ডঃ অমিতাভ মোহন, এরপর মঞ্চে উঠে স্কুলের লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, ভবিষ্যতের বিশ্বনেতা তৈরি নিশ্চিত করার জন্য হরিয়ানা শিক্ষা কেন্দ্রের ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্যের উপর জোর দেন।পরবর্তী বিভাগে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা এবং স্কুলের প্রসপেক্টাসের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন ছিল। প্রতিটি সম্মানিত অতিথিকে তাদের ব্যতিক্রমী কৃতিত্ব এবং তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই অঙ্গভঙ্গি অনুকরণীয় নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অঙ্গীকার এবং সমাজের প্রতি অর্থপূর্ণ সেবার প্রতি প্রতিষ্ঠানের গভীর শ্রদ্ধা প্রতিফলিত করে। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রী সজন কুমার বনসাল এরপর একটি অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ দেন যেখানে হরিয়ানা আন্তর্জাতিক একাডেমি তৈরির পেছনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়। তার বক্তব্যের পর ট্রাস্টের সভাপতি শ্রী সুরেশ চাঁদ বনসাল এবং প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি শ্রী গিরধারী লাল সিংহালের বার্তা প্রকাশিত হয়, যারা উভয়েই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানসম্পন্ন, মূল্যবোধ-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের প্রতি তাদের নিষ্ঠা পুনর্ব্যক্ত করেন।এরপর সম্মানিত অতিথিরা মঞ্চে উঠে তাদের প্রতিফলন এবং উৎসাহ প্রদান করেন। প্রতিটি বক্তা ন্যায়সঙ্গত, প্রগতিশীল এবং আলোকিত সমাজ গঠনে -এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাদের সমর্থনের কথা ট্রাস্টের লক্ষ্যের একটি শক্তিশালী স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করে।অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল প্রধান অতিথি অধ্যাপক অনুরাধা লোহিয়ার মূল বক্তব্য, যার বক্তৃতা সমাবেশে গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছিল। তার বাগ্মী এবং অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে, তিনি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে স্বপ্ন দেখার, নিষ্ঠার সাথে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের এবং দৃঢ় নীতিগত মূল্যবোধে প্রোথিত থাকার আহ্বান জানান। তার ভাষণটি উপস্থিত সকলের উপর এক অমোচনীয় ছাপ রেখে যায়, যা উপস্থিত সকলের মনে এক অবিস্মরণীয় চিহ্ন রেখে যায়।

স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী প্রমোদ কুমার গুপ্তের সম্মানজনক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। তিনি অনুষ্ঠানের সাফল্যে অবদান রাখা অতিথি, অভিভাবক, কর্মী এবং সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়, যা সমবেত সকলকে দেশাত্মবোধক গর্বের এক ভাগাভাগি মুহূর্তে একত্রিত করে। এরপর, অতিথিদের জলখাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, এবং একটি সদয় ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে তৈরি প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার স্কুল ড্রেস হাওড়াতেও সরবরাহ করা হবে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিল ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে তৈরি প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার স্কুল ড্রেস হাওড়াতেও সরবরাহ করা হবে। আগামী মাসে গরমের ছুটি পড়ার আগেই যতটা সম্ভব সেই পোশাক বিতরণ করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই এই মুহূর্তে দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। সেই কাজেরই অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের ধাড়সা কাজীপাড়া এলাকায় পুরসভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যান পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। কতটা কাজ এগিয়েছে তা তাঁরা খতিয়ে দেখেন। সৈকত চৌধুরি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের তৈরি পোশাক স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এই কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা আর্থিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন। হাওড়া পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার স্কুল পোশাক সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলের পড়ুয়াদের বিলি করা হবে। সেই কাজ এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। গরমের ছুটি পড়ার আগেই যতটা সম্ভব সেই পোশাক বিলি করে দেওয়া হবে। এই স্কুল ড্রেস দেওয়ার কাজ হাওড়া পুরসভার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এবছর হাওড়া পুরসভা এলাকার ১ লক্ষ ৩২ হাজার স্কুল ড্রেস সরবরাহ করা হচ্ছে সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে। হাওড়া পুরসভা এলাকার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের শিবপুর বিধানসভার ধাড়সা কাজীপাড়ায় কাজের অগ্রগতি, অর্ডার অনুযায়ী কটা তৈরি হয়েছে, কোন স্কুল বাকি আছে, গ্রীষ্মের ছুটি পড়ার আগে কতজনকে ড্রেস দেওয়া সম্ভব তা দেখতেই এদিন সারপ্রাইজ ভিজিট করা হয়।

সেখানে কাজের গুনমান দেখা, সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, তাদের কাজে স্কুলগুলি সন্তুষ্ট কিনা তাও পরিদর্শন করা হয়েছে।

২০০ কোটিতে দীঘায় গড়ে উঠেছে জগন্নাথ ধাম, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মলয় সুর, দীঘা, ১৯ এপ্রিলঃ দীঘা মানেই সমুদ্রে স্নান বা ঝাউবনে হারিয়ে যাওয়া । এই ধারণাই এতদিন পোষণ করে এসেছেন পর্যটক থেকে আমজনতা সকলে। তবে খুব শীঘ্রই জগন্নাথ দেবের মন্দিরের হাত ধরে বদলে যেতে চলেছে ধারণাটি । কারণ, এখানে শুধু পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের আদলে একটি মন্দিরই তৈরি হচ্ছেনা, কুড়ি একর জমির উপর গড়ে উঠেছে আস্ত জগন্নাথ ধাম । অর্থাৎ , পর্যটক থেকে শুরু করে ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য রাজ্যে আরও একটি তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি পেতে চলেছে এই নয়া স্থাপত্য। একেবারে পুরীর মন্দিরের আদলে গড়ে উঠেছে এই মন্দির। এমনকি মূল মন্দিরের উচ্চতাও ঠিক পুরীর মন্দিরে সমান । মন্দিরের মাথায় ধজা নিয়ে ৬৫ ফুট। পুরীর মন্দিরে প্রতিদিন ধ্বজা লাগানো দেখতে ভিড় জমান হাজার হাজার পুণ্যার্থী। এবার এখানেও সেই দৃশ্য ধরা পড়বে। কারণ দিঘার জগন্নাথ দেবের মন্দিরেও প্রতিদিন ধ্বজা পরিবর্তনের ব্যবস্থা হবে। তবে তফাতো কিছু থাকবে । যেমন পুরীর মন্দিরের জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি নিম কাঠে তৈরি। কিন্তু দিঘার মন্দিরে সেগুলি হবে মার্বেল পাথরের। পুরীর মন্দিরের প্রবেশদ্বার চারটি । সেখানে দীঘায় তিনটি দ্বার। দুটি পূর্ব দিকে (সমুদ্রের দিকে) মুখ করে আরেকটি পশ্চিমে ঠিক পুরীর মত ! বাইরের জুতো জমা রেখে খালি পায়ে প্রবেশ করতে হবে মন্দিরে। জুতো জমা রাখার ও আলাদা জায়গা করা হয়েছে। এছাড়া পুরীর মতোই এখানেও মন্দিরের প্রতিটি প্রবেশদ্বারেই থাকছে পাঁচ ইঞ্চি গভীর পা ধোয়ার জায়গা। এই মন্দির নির্মাণে খরচ হচ্ছে প্রায় দুশো কোটি টাকা । এই প্রসঙ্গে জানালেন জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দির পরিচালনার জন্য ২২ জনের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। আগামী তিরিশে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুন্য তিথিতে দ্বার উদঘাটন হবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের। তার আগের দিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে হোম যজ্ঞ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান । উদ্বোধনের সাক্ষী থাকতে অসংখ্য মানুষের সমাগম হবে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন ২৭ এ এপ্রিল থেকে কোন ধরনের গাড়ি বা যানবাহন যাতায়াতের ক্ষেত্রে বন্ধ থাকবে। রাজস্থান থেকে আনা হয়েছে দামি মার্বেল পাথর । প্রসঙ্গত পুরীর মন্দির আরেকটি দর্শনীয় জায়গা হল রান্নাঘর।কিছুটা সেই আদলেই এখানেও গড়ে তোলা হয়েছে ভোগ ঘর। ভক্তদের

কথা মাথায় রেখেই মন্দির চত্বরের মধ্যেই থাকবে একটি ডালা আরকেভ। সেখান থেকে পুজোর সামগ্রী কিনে মূল মন্দি মূল মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। পুরীর মত এখানেও টানা হবে সুসজ্জিত রথ। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ফলে এখন সারাদিন রাত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা চলছে। নির্ধারিত সময়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে আয়োজনে যাতে কোন রকম ফাঁক না থাকে সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনার কাজ জোর কদমে চলছে । এখন মন্দিরের সামনে নিরাপত্তা রক্ষীরা চারিদিকে ঘিরে রেখেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৩৯ সংখ্যা, রবিবার, ৬ বৈশাখ , ১৪৩২

বি আর আম্বেদকরের কথা

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠনের ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বি আর আম্বেদকরের। তিনি ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ-সংক্রান্ত রয়্যাল কমিশনের (হিল্টন ইয়ং কমিশন) কাছে তাঁর মতামত দিয়ে তিনি দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতামত কমিশনের সুপারিশগুলিকে প্রভাবিত করেছিল বলে জানা যায়। যার ফলে পরে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) প্রতিষ্ঠা হয়। আম্বেদকরের মনে হয়েছিল, জাতিভেদ ব্যবস্থা ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। দক্ষতার সামাজিক গতিশীলতা নিষিদ্ধ করার ফলে অনেক দক্ষ পেশাদারের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে, জাতিভেদ ব্যবস্থা শুধু শ্রমের বিভাজন নয়, শ্রমিকদেরও বিভাজিত করে। পেশাগত দিক থেকে স্বাধীনতার অভাব বেকারত্বের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাতিগত পেশা না পেলে বেকারত্বের বশ্যতা স্বীকার করতে হত বেশিরভাগকে। শ্রম, পুঁজি এবং উদ্যোগের মধ্যে জাতিভিত্তিক আন্ত ঃপেশাগত প্রবাহের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে শ্রম ও পুঁজি- এক পেশা থেকে অন্য পেশায়- প্রবাহিত হয়নি। ফলে, আম্বেদকর যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন- ভারতে মানব পুঁজির ধারণাটি একপ্রকার অকার্যকর। আম্বেদকরের মতে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে আর-একটি ক্ষতিকর দিক ছিল, নারীদের দারিদ্র্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থান। নারীদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি না হলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে না বলে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। তাদের সমান অধিকার ও পেশার স্বাধীনতা প্রদান করার পক্ষে ছিলেন তিনি। ছিলেন নারীদের মাতৃত্বের সুবিধা এবং সমান মজুরি দেওয়ার পক্ষে। ১৯৪২ থেকে ’৪৬ সালের মধ্যে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য (শ্রম) হিসাবে তিনি ভারত জুড়ে নারীদের জন্য খনিতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা বিল আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওই পদে থাকাকালীন আম্বেদকর কাজের সময় কমিয়ে আট ঘণ্টার কর্মদিবস করার প্রথম প্রস্তাব রেখেছিলেন। অবশেষে, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ হয়। আইনের ৫৪ ধারায় শ্রমিকদের ৯ ঘণ্টা কাজ এবং মাঝখানে বিশ্রামের জন্য আধ ঘণ্টা বিরতির সময় ধার্য করা হয়েছিল- যেখানে ৫১ ধারায় সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের সময়সীমা সীমাবদ্ধ করা হয়। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মীদের জন্য একই কাজের সমান বেতন এমন ধারণাটি এনেছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সামাজিক সংস্কারের উপর নির্ভরশীল। মোটের উপর খানিক মিল থাকলেও তিনি নেহরুর সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। আবার, গান্ধীজির সঙ্গে বিস্তর মতপার্থক্য ছিল। গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতির কুটিরভিত্তিক শিল্পের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন আম্বেদকর। নগরকেন্দ্রিক এক্সপোজার এবং যন্ত্রচালিত কারখানার আকারে শিল্প উদ্যোগকেই সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় হিসাবে দেখেছিলেন।

পুঁজিবাদের কুফল সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন তিনি। যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অবাধ পুঁজিবাদ নিপীড়ন ও শোষণের শক্তিতে পরিণত হতে পারে একদিন। নিজের সমসময়ের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন।

তালিবানের তকমা তুলল রাশিয়া

তালিবানের উপর থেকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ তকমা তুলে নিল রাশিয়া। সময়টা লাগল প্রয় দুই দশক । ২০০৩ সালে মস্কোয় নিষিদ্ধ করেছিল তালিবানকে। অবশেষে রুশ সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিল, সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। যদিও সংবাদমাধ্যমের দাবি, গত বছর থেকেই রাশিয়ার এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার প্রসিকিউটর জেনারেল ইগর ক্রাসনভের আরজির শুনানি ছিল। রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুনানি শেষে জানিয়ে দেওয়া হয় তালিবানের উপর থেকে ‘ তকমা তুলে নিচ্ছে মস্কো। ২০২৪ সালেই রুশ প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তালিবান প্রতিনিধিদের কূটনৈতিক আলোচনা হয়েছিল। সেই সময় থেকেই ইঙ্গিত মিলছিল, এমনটাই করতে চলেছে রাশিয়া। ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হলে সেদেশের দখল ফের চলে যায় তালিবানের হাতে। ‘কাবুলিওয়ালার দেশে’ শুরু হয়েছিল তালিবান ২ বছর। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটি বছর। এখনও পর্যন্ত আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি বিশ্বের কোনও দেশ। বলে রাখা ভালো, ২০১৫ সাল থেকেই গোপনে তালিবানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিল মস্কো। এমনকী অতীতে তারা তালিবানকে অস্ত্র সরবরাহ করত, এমন গুঞ্জনও রয়েছে। ২০২২ সালের মার্চে তালিবান-রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এই অবস্থায় গত বছরের শেষে রাশিয়ার নিম্নকক্ষে পাশ হওয়া এক নতুন আইনকে ঘিরে আশায় বুক বাঁধা শুরু করে তালিবান। কী বলা হয়েছে এই আইনে? আসলে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে অবশ্যই ছিল তালিবান। নয়া আইনে বলা হয়েছে, সেই সময় যাদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, কিছু ক্ষেত্রে তা তুলে নেওয়া হবে। অবশ্যই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। আর এই তালিকায় ছিল তালিবানও। অবশেষে সেটাই করল রাশিয়া। রুশ নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার বিষয়টিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে আমেরিকার ‘শত্রু’দের প্রতি নরম মনোভাব দেখিয়ে পাল্টা চাপ তৈরি করতে চাইছে রাশিয়া।

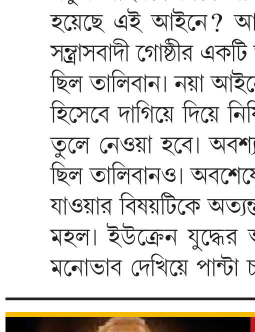

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়,কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না সরল ব্যাক্তি উদ্ধদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মত। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মত। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্নদৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত হওয়ায় লাভ কি? অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয় পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। তাই বলে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো তোষামোদ। সেক্ষেত্রে মন ও মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়

মা শ্যামার একটি অসীম শক্তি

আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বর্হিপ্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা মা শ্যামার একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে মা শ্যামা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারেন । আসলে মা শ্যামাই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তিনি ধ্যান। তিনি ধারনা। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না।

‘বিপ্লব’ বলতে আমরা বুঝি, প্রকট অবিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান ব্যবস্থাকে বদলানোর চেষ্টা করা

রবীন্দ্র কুমার শীল
(পুর্ব প্রকাশের পর)

অলৌকিক কিছু নয় ঃ সরকারি বিশেষজ্ঞের বক্তব্য যাই হোক, আইনসভাকক্ষে আমাদের নিক্ষেপ করা বোমায় একটি খালি বেঞ্চির কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং একটু কেটে-ছেড়ে গেছে তাঁদের সংখ্যা আধ-ডজনেরও কম। সরকারি বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা এই পরিণতিকে অলৌকিক বলে মনে করেছেন। অথচ আমরা এই গোটা ঘটনায় একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কিছু দেখতে পায়নি। প্রথমত, দুটি বোমাই ফেটেছে কাঠের ডেস্ক ও বেঞ্চি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঘেরা ফাঁকা জায়গায় দ্বিতীয়ত, এমনকী যাঁরা বিস্ফোরণ-ক্ষেত্রের দু-ফুটের মধ্যে ছিলেন, যেমন শ্রী পি. রাও, শ্রী শঙ্কর রাও ও জর্জ শুস্টার, তাঁরা হয় একেবারেই আহত হননি, কিংবা তাঁদের সামান্য কেটে-ছেড়ে গেছে। সরকারি বিশেষজ্ঞ যে সাক্ষ্য দিয়েছেন সেই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা (যদিও তাঁক কাল্পনিক হিসেবটা অতিরঞ্জিত), যার মধ্যে কার্যকরী পরিমাণে পটাশিয়াম ক্লোরেট ও সংবেদী (বিস্ফোরক) পিকরেট আছে, যদি ফাটত তাহলে তা কাঠের এই বেষ্টনী চুরমার করে বিস্ফোরণক্ষেত্রের কয়েক গজের মধ্যে থাকা অনেকের মৃত্যু ঘটাত। আবার যদি ওই বোমা দুটিতে অন্য কোনও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক থাকত, যদি তার মধ্যে কিছু ছররা বা তীক্ষন ক্ষুদ্র শলাকা থাকত, তাহলে এই বোমাদুটিকে বেশিরভাগ সদস্যকে হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট হত। তাছাড়াও, আমরা বোমাদুটিকে সরকারি বক্স-এর মধ্যেও ফাটাতে পারতাম, যেখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সর্বোপরি যে জন সাইমনের হতভাগ্য কমিশন সব দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অপচ্ছন্দের কারণ হয়েছে, এবং যিনি সেদিন সারাক্ষণ সভাপতির গ্যালারিতে বসেছিলেন, আমরা তাঁকেও বোমার লক্ষ্য করতে পারতাম। কিন্তু এর কোনওটিই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বোমাগুলি ঠিক যতটুকু করার ততটুকুই করেছে। তাই যাকে অলৌকিক বলা হচ্ছে তা একটুও অলৌকিক নয়, শুধু বোমাগুলি পরিকল্পিতভাবে সঠিক জায়গায় নিক্ষেপের ফল।

এরপরে আমরা আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছি, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের জানানো যায় যে তরা ব্যক্তিকে ধ্বংস করে ভাবনাকে হত্যা করতে পারবে না। জাতির দুটি গুরুত্বহীন সদস্যকে দমন করে একটি গোটা জাতিকে দমন করা যায় না। আমরা ইতিহাসের এই শিক্ষার উপর জোর দিতে চেয়েছিলাম যে লেত্রোহদে খ্যাশে আর বাস্তিল কারাগারে ফ্রান্সের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে পারেনি। ফাঁসিকাঠ আর সাইবেরিয়ার খনি রুশ বিপ্লবের আগুন নেভতে পারেনি। রক্তাক্ত রবিবার এবং ‘ব্ল্যাক ও ট্যান’-দের দিয়ে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের কণ্ঠরোধ করা যায়নি।

অর্ডিন্যান্স আর নিরাপত্তা বিল দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার আগুনকে নেভানো যাবে? মিথ্যা অথবা খুঁজে বের করা ষড়যন্ত্র- মামলার মাধ্যমে, আর যে যুবকেরা এক মহৎ আদর্শকে পালন করে তাদের সবাইকে জেলে ভরে বিপ্লবের জয়যাত্রা থামানো যায় না। কিছু সময় মতো সতর্কবার্তার প্রতি মনোযোগী হলে জীবনহানি এবং অনেক যন্ত্রণা রোধ করা যায়। আমরা এই সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজটি হাতে নিয়েছিলাম এবং আমাদের কর্তব্য সমাধা হয়েছে।

‘‘বিপ্লব’’ মানেই রক্তাক্ত সংঘর্ষ নয়, ব্যক্তিগত প্রতিশোধেরও এখানে কোনও জায়গা নেই। এর অর্থ বোমা পিস্তলের উপাসনা নয়। ‘বিপ্লব’ বলতে আমরা বুঝি, প্রকট অবিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে। উৎপাদক বা শ্রমিকরা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া সত্ত্বেও শোষকেরা তাদের শ্রমশক্তি লুণ্ঠন করে এবং তারা তাদের প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যে কৃষক সকলের জন্য শষ্য উৎপাদন করে সে সপরিবারে উপোসি থাকে যে তাঁতি বিশ্ববাজারে বস্ত্র সরবরাহ করে সে তার নিজের এবং নিজের পুত্রকন্যার শরীরের আবরণ জোটাতে পারে না যে রাজমিস্ত্রি, কামার ও ছুতোর বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে তারা অচ্ছুতের মতো বস্তিতে আকে। আর সমাজের পরজীবী পুঁজিবাদী ও শোষকেরা নিজেদের খেয়ালে অজস্র অপচয় করে। এরকম তীব্র অসাম্য এবং চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্য অবধারিতভাবে বিশৃঙ্খলার. জন্ম দেয়। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। একথা নিশ্চিত যে বর্তমান সমাজব্যবস্থা আগ্নেয়গিরির কিনারে দাঁড়িয়ে আমোদ করছে। এই সভ্যতার অট্টালিকাকে সময়মতো রক্ষা করা না হলে তা ধসে পড়বে। তাই একটি আমূল পরিবর্তন জরুরি এবং যারা সেকথা বুঝতে পারছে তাদের কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। এ কাজ যদি না করা হয় এবং শোষণের অবসান যদি না ঘটানো যায় তবে আজ মানবতা যে দুর্দশা ও রক্তপাতের বিপদের সম্মুখীন তাকে প্রতিরোধ করা যাবে না। তাই, এই অবস্থায় যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করার এবং বিশ্বশান্তির যুগের সূচনা করার সব আলোচনা ভণ্ডামি।

‘‘বিপ্লব’’ বলতে আমরা বোঝাতে চাই এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত যেখানে এই ধরনের ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকবে না, যেখানে সর্বহারা সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং যেখানে একটি বিশ্ব সংঘ পুঁজিবাদের দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দুর্দশা থেকে মানবতাকে মুক্তি দেবে। এই হল আমাদের আদর্শ এবং মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা একটি যথাযথ ও সোচ্চার সতর্কবার্তা জানিয়েছি।

যদি এই সতর্কবার্তার প্রতি মনোযোগ না দেওয়া হয় এবং বর্তমান সরকারি ব্যবস্থা যদি বেড়ে ওঠা স্বাভাবিক শক্তিগুলির পদে বাধা হয়ে থাকে তাহলে এক হিংসাত্মক সংগ্রাম নিশ্চিতভাবে সমস্ত বাধা দূর করবে এবং বিপ্লবের আদর্শ সিদ্ধ করার লক্ষ্যে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। বিপ্লব মানবজাতির অবিচ্ছিন্ন অধিকার। স্বাধীনতা জন্মগতভাবে সকলের চিরস্থায়ী অধিকার। শ্রমিক প্রকৃত অর্থে সমাজের ধারক। শ্রমিকদের চূড়ান্ত নিয়তি জনগণের সার্বভৌমত্ব। এই আদর্শ এবং বিশ্বাসের জন্য আমাদের যা শাস্তি দেওয়া হবে আমরা তাকে স্বাগত জানাব। এই বিপ্লবের বেদিতে আমাদের যৌবনকে অর্ঘ্য দিয়েছি, কারণ এরকম এক মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য কোনও আত্মত্যাগই অতিরিক্ত নয়। আমরা সুন্তষ্ট, আমরা বিপ্লবের অপেক্ষায় রইলাম।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

(শহিদ ভগৎ সিং ভারতে যে ‘‘বিপ্লবী’’ সংগ্রামের কথা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তার মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রভাব থাকলে সেখানে ভারতীয় চিন্তা চেতনার ওপরে ভিত্তি করেই তা রচিত হয়েছিল। তিনি বারবার একটি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে সমাজের যারা অবহেলিত তারাই কিন্তু দেশ গঠনের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। কৃষক, শ্রমিক থেকে শুরু করে অচ্ছুত ব্যক্তিরাই দেশ গঠনের একটি বড় অংশের অধিকারী। তারা কিন্তু শ্রম দিয়ে দেশ গঠনের কাচে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু তাদেরকে পুঁজিবাদী শক্তিরা অবহেলার চোখে দেখে। তাদেবকে কেউ স্বীকৃতি দেয় না। তাদের কোনও অধিকার নেই। তারা শুধু জোগানদার হয়ে থাকে। এদেরকে দিয়েই সমাজের প্রভাবশালীরা কাজ উদ্ধার করে। কিন্তু এই অবহেলিত লোকদের স্বীকৃতি একটি সময়ে দিতে হবে। তার জন্য চাই সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। সর্বহারা রাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের সংখ্যাই ভারতে অধিক। দেশকে স্বাধীন করতে এই সর্বহারাদের শক্তিকে ব্যবহার করে বিদেশি শোষন থেকে মুক্ত করতে হবে বলে বিশ্বাস করতেন শহিদ ভগৎ সিং। তিনি জনগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন। তিনি জনগণকেই দেশের শাসন ব্যবস্থার উত্তারিদারী বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বণিক প্রতিনিধি ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক এবং কৃষকদের প্রতি যে অবিচার করতে শুরু করেছিল তার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ করতেই কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ করাই ছিল ভগৎ সিং-এর মূল লক্ষ্য। তিনি ব্রিটিশ শক্তির মূলে আঘাত করার লক্ষ্য নিয়ে তাঁর সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সফল হবে যদি সমাজতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদের ওপরে ভিত্তি করে সর্বহারাদের আত্মমর্যাদাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। তাহলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ স্বার্থক হবে। নাহলে ভারতের স্বাধীনতা একটি ভয়ঙ্কর স্থানে গিয়ে উপস্থিত হবে যা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভারতের স্বাধীনত ।যদি সর্বজনীন রূপ গ্রহণ না করতে পারে তাহলে সেই স্বাধীনতা একটি কৃত্রিম স্বাধীনতায় পরিণত হতে পারে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছিল হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যেক সদস্যরা। সেই কারণে ভারতের স্বাধীনতা আঃদোলনের মধ্যে যাতে সমাজতন্ত্রের চিন্তার প্রবেশ ঘটতে পারে এবং সেই চিন্তার প্রসার যাতে ঘটতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল ভগৎ সিংসহ তাঁর অনুগামীরা। শহিদ ভগৎ সিংকে সব দিক দিয়ে সমর্থন করতে এবং সাহস জোগাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলা তথা বেনারসের বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। তিনি ১৯১৬ সালে ১৮ আগস্ট আঃদামান সেলুলার জেলে গিয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ তিনি রাসবিহারী বোসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান করতে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপরে বোমা মেরে ছিলেন বসন্ত বিশ্বাস। লর্ড হার্ডঞ্জকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় রাসবিহারী বোসের সঙ্গে শচীঃদ্রনাথ সান্যালের যোগ ছিল বলে ব্রিটিশ সরকার মনে করে থাকে। আবার ভারতের সেনা অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনাকে সহায়তা করতে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল সক্রিয় ছিলেন রাসবিহারী বোসের সঙ্গে। সেনা অভ্যুত্থানের তারিখ স্থির হয়েছিল ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু সেই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায়। কৃপাল সিং পুলিশকে সব কিছু জানিয়ে দেওয়ার ফলে রাসবিহারী বোস দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিদ্রোহের তারিখ এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি দিন স্থির হয়ে গেল। সেই তারিখ সর্বত্র পৌঁছাতে পারেনি। শুধু মাত্র সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। রাসবিহারী বোস দেশ ত্যাগ করলেন আর সব বিপ্লবীদের ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করে কারাদণ্ড দিতে শুরু করে। ২৬ জুন ১৯১৫ সালে গ্রেফতার হলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। তারপরে প্রায় চার বছর বাদে আন্দামানে থাকার পর তিনি মুক্তি পান। তখন ভারতের স্বাধীনতার গতিপথ পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছে। গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলনের বিপরীত মেরুতে উপস্থিত করাতে উদ্যোগী হলেন বেশ কিছু বিপ্লবীরা। তাঁরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ভাবনা করতে শুরু করে। সেই ভাবনাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন ভগৎ সিং, শচীন্দ্রনাথ সান্যালসহ আরও অনেকে। ইঁনারা গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেনি। গান্ধিজির প্রদর্শিত পথকে অস্বীকার করে বিকল্প পথ রচনা করার কথা ভাবতে থাকে। তার ফলেই স্থাপিত হল যার নাম ‘ইণ্ডিয়ান সোশালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন’। গান্ধিজির পথ ধরে চলতে শুরু করলে ভারতের স্বাধীনতা করে আসবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে শুরু করে বিপ্লবীরা। সেই কারণে ভগৎ সিং সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা মেরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ‘ ইনক্লাব জিঃদাবাদ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক’ মন্ত্র উচ্চারিত করলেন যা সেই সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে নতুন পথ হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে। বিপ্লবটা শুধু মাত্র ফরাসি এবং রাশিয়ার সম্পত্তি নয়। এটা বিশ্বের শোষিত জনগণের কাছে এটা অস্ত্র স্বরূপ। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হতে হবে। সেই দীক্ষা হবে সমাজতান্ত্রিক পথ ধরে। সর্বহারাদের সাথে নিয়ে সাম্যবাদী মতকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ভগৎ সিং-এর মূল উদ্দেশ্য। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কাগারারে থাকার সময়ে তিনি জবান বন্দিতে বারবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ‘বিপ্লবী’ মানেই অস্ত্র ধারন নয়। বিপ্লব মানেই হল যারা অবহেলিত তাদেরকে সমাজে রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার পথ তৈরি করে দেওয়া) (পুনঃ প্রকাশিত)

আগামী মাসে ভারতীয় মহাকাশচারীকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে ঃ ডঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ ভারত তার মহাকাশ যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লিখতে প্রস্তুত। ভারতীয় মহাকাশচারীকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ অভিযান আগামী মাসে নির্ধারিত হয়েছে।ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো-র ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), ভূবিজ্ঞান ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, পারমাণবিক শক্তি বিভাগ, মহাকাশ, কর্মী, জনঅভিযোগ ও পেনশন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং একথা জানান। তিনি বলেন, এই অভিযানটি ১৯৮৪ সালে প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার ঐতিহাসিক উড়ানের চার দশকেরও বেশি সময় পর আরও এক ভারতীয় মহাকাশচারীর সফরকে চিহ্নিত করবে। মহাকাশ বিভাগের সচিব ও ইসরোর চেয়ারম্যান ডঃ ভি. নারায়ণন আগামী বিভিন্ন মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। ইসরোর চেয়ারম্যান বলেন, ভারতীয় বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আগামী মাসে অ্যাক্সিওম স্পেসের এএক্স-৪ মিশনের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যেতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মে মাসে নির্ধারিত গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুক্লার এই মিশন ভারতের আন্তর্জাতিক মহাকাশ সহযোগিতার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির এক মাইলফলক। ক্যাপ্টেন শুক্লা ভারতীয় বিমান বাহিনীর একজন পাইলট, তিনি ইসরোর হিউম্যান স্পেসফ্লাইট প্রোগ্রামের তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। এএক্স-৪ মিশনে তার এই যাত্রা মহাকাশযান পরিচালনা, উৎক্ষেপণ প্রোটোকল এবং অন্যান্য জরুরি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। ডাঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, ভারত তার পরবর্তী মহাকাশ মাইলফলকের জন্য প্রস্তুত। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং গগনযানের মতো প্রকল্পের কৌশলগত গতি মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বনেতা হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, এই প্রচেষ্টাগুলি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নয়, বরং এক উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচায়ক।বৈঠকে ডঃ জিতেন্দ্র সিং-কে ইসরোর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে আদিত্য এল-১ সৌর মিশনের তথ্য প্রকাশ, ডকিং এবং আনডকিং প্রযুক্তির সফল প্রদর্শন, ভারতে তৈরি সর্বোচ্চ থ্রাস্ট লিকুইড ইঞ্জিনের পরীক্ষা এবং শ্রীহরিকোটা থেকে ঐতিহাসিক ১০০তম উৎক্ষেপণ। ২০২৫-এর মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ইসরোর অত্যাধুনিক ইওএস-০৯ উপগ্রহ বহনকরে পিএসএলভি-সি৬১ মিশন সম্পন্ন হবে। একটি সি-ব্যান্ড সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডার দিয়ে সজ্জিত, ইওএস-০৯ দিন বা রাতের যেকোনো সময়ে পৃথিবী পৃষ্ঠের উচ্চ-রেজোলিউশনের ছবি তুলতে সক্ষম হবে। জুন মাসে জিএসএভি-এফ১৬-র সাহায্যে এনআইএসএআর স্যাটেলাইটের বহু প্রতীক্ষিত উৎক্ষেপণ ঘটবে। ইসরোর জুলাই মাসে নির্ধারিত এলভিএম৩-এম৫ মিশনটি আমেরিকার সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি পূরণ করবে। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুক্লা-র আসন্ন মিশন বিশ্বব্যাপী মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের স্থানকে আরও মজবুত করবে। ভারত যে সাহসীকতার সঙ্গে মহাকাশ অনুসন্ধানের এক নতুন যুগে পদার্পণ করছে ক্যাপ্টেন শুক্লার এই যাত্রা তারই পরিচায়ক। (পিআইবি)

২৪-তম ভারত-ব্রিটেন প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা গোষ্ঠীর বৈঠকে যুগ্ম পৌরোহিত্য করেন প্রতিরক্ষা সচিব

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী রাজেশ কুমার সিং ব্রিটেনের সঙ্গে বার্ষিক প্রতিরক্ষা বৈঠকের জন্য উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল নিয়ে লন্ডন যান। সেখানে ১৬ এব ১৭ এপ্রিল দুদিনের সফর শেষ হয়েছে। এই সফরে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্রিটেনের স্থায়ী উপ সচিব ডেভিড উইলিয়ামস-এর সঙ্গে ২৪তম ভারত-ব্রিটেন প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা গোষ্ঠীর বৈঠকে যুগ্ম পৌরোহিত্য করেন তিনি। আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ভু-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা পর্যালোচনা করেন এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পারস্পরিক দায়বদ্ধতাকে আরও মজবুত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০২১-এ সর্বাত্মক কৌশলগত সহযোগিতার নিরিখে এই সহযোগিতার নকশা ২০৩০ পর্যন্ত তৈরি করা নিয়েও আলোচনা হয়। দু-দেশের সহযোগিতাকে এক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ব্রিটেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জনাথন পাওয়েল-এর সঙ্গেও প্রতিরক্ষা সচিবের আলোচনা হয়েছে। দু-দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা শিল্পের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি তিনটি সামরিক শাখাতেই পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসারের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। ব্রিটেন-ভারত বাণিজ্য পরিষদ আয়োজিত প্রতিরক্ষা শিল্পের গোল টেবিল বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী রাজেশ কুমার সিনহা নৌ ব্যবস্থা, ড্রোন, নজরদারি, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র এবং বিমান চলাচল ক্ষেত্রে ভারতীয় স্টার্টআপগুলির ক্রমবর্ধমান দক্ষতার ওপর আলোকপাত করেন। ব্রিটেনের সংস্থাগুলিকে এইসব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন উদ্ভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতা গা।ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান তিনি। এটা একদিকে যেমন সাশ্রয়ী, অন্যদিকে অত্যাধুনিক সমাধান সূত্রের পথ দেখায় বলে তিনি জানান। প্রতিরক্ষা সচিব আরও বলেন, ভারত ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে ভবিষ্য শিল্পের সহযোগিতার দিক নির্দেশক হিসেবে শিল্প সহযোগিতা নকশা তৈরিতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে ভারতের ডেডিকেটেড প্রতিরক্ষা করিডরগুলিতে ব্রিটেনের সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। (পিআইবি)

৬০টির বেশি দেশ থেকে প্রায় ১ লক্ষ অংশগ্রহণকারী ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ-এ নাম নথিভুক্ত করায়

মুম্বাই, ১৮ এপ্রিল ঃ ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ (সিআইসি)-এর সেশন-১ মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ল্ড অডিও-ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেঃট সামিট (ওয়েভস)-এর একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি এই সিআইসি। ইতোমধ্যেই ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জের ৩২টি বিভাগে প্রায় ১ লক্ষ জন নাম নথিভুক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে ১,১০০ জন বিদেশি। বিশ্বের ৬০টির বেশি দেশ থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আগ্রহ প্রকাশ করায় এটা স্পষ্ট যে ওয়েভস-এর সিআইসি আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। এই প্রতিযোগিতায় ৭৫০ জন মূল পর্বে যোগদান করতে পারবেন। ক্রিয়েটোস্ফিয়ার মঞ্চে এঁরা এঁদের উদ্ভাবনগুলি প্রদর্শন করবেন। এখানে অ্যানিমেশন, কমিক্স, কৃত্রিম মেধা, এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি, গেমিং, সঙ্গীত সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের নৈপুণ্য উপস্থাপন করবেন। সিআইসি-র ৩২ রকমের চ্যালেঞ্জে যাঁরা বিজয়ী হবেন, তাঁদের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে ওয়েভস স্রষ্টা পুরস্কার বা ওয়েভস ক্রিয়েটার অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। ওয়েভস-এর ক্রিয়েটোস্ফিয়ার মঞ্চে আন্তর্জাতিক স্তরের ৪৩ জন ফাইনালিস্ট তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবেন। এর ফলে সৃজনশীলতার এই উৎসব প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে। চূড়ান্ত পর্বে ২০টি দেশের প্রতিনিধিরা থাকবেন, যেখানে আর্জেন্টিনা, নেপাল, জার্মানি, বারমুডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, বৃটেন, কানাডা, ইতালি, লাওস, থাইল্যান্ড, তাজিকিস্তান, মিশর, শ্রীলঙ্কা, রাশিয়া, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া এবং জাপান থেকে এঁরা যোগ দেবেন। শ্রীলঙ্কা, নেপাল এবং তাজিকিস্তান থেকে ছ’জন করে প্রতিযোগী চূড়ান্ত পর্বে উঠেছেন। ইন্দোনেশিয়া এবং মালদ্বীপ থেকে পাঁচজন করে এবং মরিশাস থেকে চারজন চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগী রয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দু’জন চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করবেন। রাশিয়া, কানাডা, আর্জেন্টিনা, লাওস, মালয়েশিয়া, বারমুডা, মিশর, থাইল্যান্ড এবং বৃটেন থেকে একজন প্রতিযোগী চূড়ান্ত পর্বে উঠেছেন। এর মধ্য দিয়ে সিআইসি-র আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ মেলে। ভারতের ২৮টি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সবক’টি থেকেই প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পূর্ব প্রান্তের আসাম এবং মেঘালয়ের অংশগ্রহণকারী যেমন রয়েছেন, পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে হিমাচল প্রদেশ এবং দক্ষিণ কেরালা থেকেও উদ্ভাবকরা এখানে যোগ দিয়েছেন। ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জে যুবশক্তির প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা গেছে। এখানে ২০-৩০ বছর বয়সের মধ্যে বহু উদ্ভাবক রয়েছেন। কলেজের ছাত্রছাত্রী, সদ্য কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন অথবা তরুণ উদ্ভাবক, প্রত্যেকেই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। চূড়ান্ত পর্বে বাছাই করাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম উদ্ভাবকের বয়স মাত্র ১২। প্রবীণ উদ্ভাবকের বয়স ৬৬। এর মাধ্যমে এটা প্রতিফলিত হয়, সৃজনশীলতার এই মঞ্চ প্রকৃত অর্থে সর্বাঙ্গীণ হয়ে উঠেছে। সিআইসি-তে তৃণমূল স্তরের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যেমন উদ্ভাবকরা উদ্যোগী হয়েছেন, পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এখানে ঠাঁই পেয়েছে। শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নতুন নতুন পন্থা যেমন উদ্ভাবন করা হয়েছে, অন্যদিকে ভারতের বস্ত্রশিল্পের পুনর্জাগরণের জন্য ‘ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়্যার খাদি’ চ্যালেঞ্জেও ঐতিহ্য ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। এক চলচ্চিত্র নির্মাতা ‘ আ বার্ডস আই ভিউ’ শীর্ষক এক উপস্থাপনা প্রস্তুত করেছেন। এছাড়াও, ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে গল্প বলার উদ্যোগ নিয়েছেন ‘ দিদি’রা, যেখানে তাঁদের ক্ষমতায়নের প্রতিফলন ঘটেছে। ওয়েভস, ২০২৫-এর চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। এই উদ্যোগকে ঘিরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তুঙ্গে । এর মধ্য দিয়ে সৃজনশীল ক্ষেত্রে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হচ্ছে, যেখানে প্রতিভাবান উদ্ভাবকরা নতুন নতুন সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক স্তরের সংবাদমাধ্যম এবং বিনোদন জগতে ভারতের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। দেশী-বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের দৃপ্ত পদচারণায় ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ প্রকৃত অর্থে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পরিণত হয়েছে, যেখানে সমস্ত অঞ্চলের, সব প্রজন্মের মানুষের কলরব শোনা যাচ্ছে। ওয়েভসকে প্রত্যেক বাড়িতে এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে পৌঁছতে হবে - প্রধানমন্ত্রীর এই ভাবনা বাস্তবিকই কার্যকর হয়েছে।

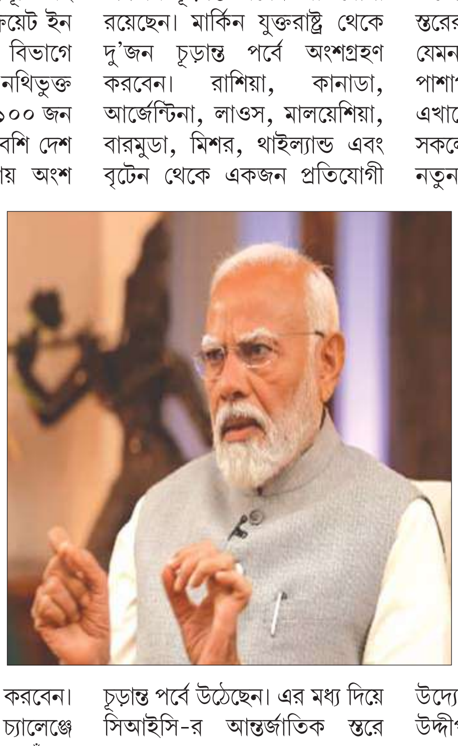

নতুন এসকর্ট হল এবং সিসিটিভি ব্যবস্থার সাথে গুয়াহাটিতে রেলওয়ে সুরক্ষা বৃদ্ধি আরপিএফ-এর

মালিগাঁও, ১৯ এপ্রিল ঃ রেলওয়ের সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)-এর ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রী মনোজ যাদব এদিন শনিবার গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে নবনির্মিত এসকর্ট মোবিলাইজেশন হল এবং ব্যাপকভাবে উন্নত সিসিটিভি নজরদারি কক্ষের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, রবিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিক এবং আরপিএফ কর্মীদের গৌরবময় উপস্থিতিতে আয়োজন করা হয়। এই প্রচেষ্টা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ব্যস্ততম স্টেশনগুলির একটির সুরক্ষা স্থাপত্যকে শক্তিশালী করার জন্য একটি পরিবর্তনকারী পদক্ষেপ। সম্পূর্ণরূপে চালু হওয়া এসকর্ট মোবিলাইজেশন হল, একটি কেন্দ্রীভূত সমন্বয় কেন্দ্র হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে আরপিএফ এসকর্ট কর্মীদের মোতায়েন এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে। এই উৎসর্গীকৃত সুবিধার সাথে, আরপিএফ জরুরী পরিস্থিতিতে অধিকতর দক্ষতা, নির্ভুলতা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া সহ এসকর্ট কর্তব্য পালন করতে আরও ভালভাবে সজ্জিত হয়েছে। এই সুবিধার পরিপূরক হিসেবে নতুন সংযোজিত সিসিটিভি নজরদারি কক্ষ, অত্যাধুনিক নজরদারি প্রযুক্তির সাথে সজ্জিত। আপগ্রেডেড সিস্টেমটি সম্পূর্ণ স্টেশন চত্বরের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ প্রদান করে, অপরাধমূলক কার্যকলাপ শনাক্ত এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বাস্তব সময়ের পরিস্থিতি সচেতনতা নিশ্চিত করে এবং সর্বশেষে প্রতিদিন গুয়াহাটি স্টেশন হয়ে যাতায়াতকারী হাজার হাজার যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। অনুষ্ঠানের সময়, শ্রী যাদব ভারতীয় রেলওয়ে এবং এর যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো গ্রহণ করার জন্য আরপিএফ-এর অটল প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। শ্রী শ্রীবাস্তব এই অনুভূতিকেও পুনর্ব্যক্ত করেন এবং রেল ভ্রমণের সময় সুরক্ষার মান উন্নত করার জন্য প্রযুক্তি এবং সমন্বিত সুরক্ষা প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ আধিকারিক, কর্মী এবং সুরক্ষা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন এবং সকলেই রেলওয়ে নেটওয়ার্কে সুরক্ষিত যাত্রী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তাদের উৎসর্গ পুনর্ব্যক্ত করেন। এই দুটি অত্যাবশ্যকীয় সুবিধার উদ্বোধন উত্তর পূর্বাঞ্চলে আরও স্মার্ট, নিরাপদ এবং আরও প্রতিক্রিয়াশীল রেলওয়ে অপারেশনের দিকে বর্তমানের ভ্রমণক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এই যুগান্তকারী উপলক্ষ্যটি শুধুমাত্র সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেয় না বরং পরিকাঠামোতে এর নিরবিচ্ছিন্ন বিনিয়োগকেও প্রতিফলিত করে যা কর্মীদের ক্ষমতায়ন করে, আধুনিক নজরদারিকে সমর্থন করে এবং দেশের রেল নেটওয়ার্কে জনগণের আস্থা তৈরি করে।

হাঁসখলিতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু শিশুর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ এপ্রিল ঃ নদীয়া জেলার হাঁসখালির গাজনগ্রাম পঞ্চায়েতের গাদাপোতা এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দুই বছরের এক মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে খেলা করা দুটি শিশুর মধ্যে একটির বয়স ছয় বছর। এবং অন্যটির বয়স ছিল দুই বছর দুই মাস। ঠিক সেই মুহূর্তে, হঠাৎ পেছন থেকে আসা একটি ছোট চার চাকার গাড়ি দুই বছরের মেয়েটিকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয়। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পারিবারিক সূত্রে তথ্য অনুযায়ী, মৃত মেয়ের নাম উর্মি বিশ্বাস। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, চালকের অবহেলার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের দাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং দোষীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ঘটনাটি জানিয়েছে এবং অপরাধীর কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মাধ্যমিকের পর এবার সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্সেও প্রথম কাটোয়া দেবদত্তার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ এপ্রিল ঃ সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবার জয়জয়কার বাংলার পূর্ব বর্ধমানের। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মেধাতালিকায় নাম আছে বাংলার দুই পড়ুয়ার। তার মধ্যে একজন পূর্ব বর্ধমানে কাটোয়ার দেবদত্তা মাঝি। প্রতিটি বিষয়ে শতকরা ১০০ শতাংশ নাম্বার পেয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথম হয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ সারা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছে সে। এছাড়াও মোট ২৪ জন সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স ২০২৫ পরীক্ষায় ১০০ পার্সেন্টেজ পেয়েছে। তবে বর্ধমানের মেয়ে দেবদত্তা এবারও সবার নজর কেড়ে নিয়েছে। কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম হয়েছিলো। এবারও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মেধা তালিকায় নাম আছে দেবদত্তা মাঝির। আর এই খবর ছড়িয়ে পরতেই খুশি পরিবার সহ কাটোয়ার বাসিন্দারাও। দেবদত্তা মাঝিকে শুভেচ্ছা জানানোর ভিড় উপচে পরছে কাটোয়ায়।

অল ইন্ডিয়া জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন পরীক্ষায় সে ৯৯.৯৯ শতাংশ নাম্বার পেয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম দেবদত্তা। তার মধ্যে ফিজিক্সে পেয়েছে ১০০, কেমিস্ট্রিতে ৯৯.৯৯, ম্যাথামেটিকস ৯৯.৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। তার এই সাফল্যের গর্বিত দেবদত্তার মা সেলি মাঝি। তিনি জানিয়েছেন, মেয়ে সারাদিনে ১০-১২ ঘন্টা পড়াশুনা করত। মাধ্যমিকের পর থেকেই দেবদত্তা উচ্চমাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিল। তবে জয়েন্টের জন্য সে কোনো কোচিং নেয়নি। শুধুমাত্র বেশ কিছু বই ও অনলাইনে ইউটিউব দেখে পড়াশুনা করতো। তার স্কুল শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকরা অনেকটাই সাহায্য করেছিল। দেবদত্তার এই সাফল্যে পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ খুশি সারা রাজ্যবাসী।

আলিপুরদুয়ারের ‘বিস্ময় বালিকা’ সাত্ত্বিকাকে দেখে বিস্মিত নাগরিক মহল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ এপ্রিল ঃ কিছু মানুষ থাকে, যাদের জন্ম থেকেই বিশেষ কিছু প্রতিভা থাকে। আমাদের বিস্ময় বালিকা সাত্ত্বিকা অনেকটা তেমনই। বয়স মাত্র ২০ মাস। কিন্তু এই বয়সেই গীতার সমস্ত

শ্লোক থেকে সরস্বতী বন্দনা সব মুখস্থ এই খুদের। শুধু তাই নয়, ছবি দেখেই সে বলতে পারে বিভিন্ন পশুর নামও। আলিপুরদুয়ারের ‘বিস্ময় বালিকা’ সাত্ত্বিকা বিষই-এর এই কীর্তিতে হতবাক পাড়া-প্রতিবেশী সকলে। এই প্রতিভার জন্যই ইতিমধ্যে সাত্ত্বিকার নাম উঠেছে ‘ বুক অফ রেকর্ডস’-এ। সাত্ত্বিকাদের আদিবাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বুলানপুর গ্রামে। বর্তমানে আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। বাবা বিশ্বজিত বিষই। তিনি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে রেঞ্জে অফিসার পদে কর্মরত। মা স্বাগতা বিষই পেশায় একজন শিক্ষিকা। মা-বাবা দু’জনেই কর্মরত হওয়ায় বাড়িতে দিদিমার সঙ্গেই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে সাত্ত্বিকার। তবে বাড়িতে রয়েছে আরও এক সদস্য। পোষ্য সারমেয় হ্যারি খুব প্রিয় সাত্ত্বিকার। হ্যারিকে ‘দাদা’ বলে ডাকে সে। বলা বাহুল্য, সাত্ত্বিকার সাফল্যে খুশি তার পরিবারের লোকজন। মেয়েকে নিয়ে গর্বিত মা স্বাগতা। তিনি বলেন, আমাদের মেয়েকে নিয়ে আমরা গর্বিত। ওর প্রতিভার কথা জানিয়ে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে প্রথম আবেদন করেছিলাম। তারপর সংস্থার পক্ষ থেকে কিছু ভিডিও চাওয়া হয়। পরবর্তী কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে মেয়ের নাম ‘ বুক অব রেকর্ডস’-এ ওঠে।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে উত্তাল দুর্গাপুর, বেসরকারি হাসপাতালে গুলি, ধৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৯ এপ্রিল ঃ চিকিৎসায় গাফিলতি এবং চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। রোগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হাসপাতালের ভিতরে পরপর ৩ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। শোভাপুরের ওই হাসপাতালে শুক্রবার রাতে ঘটে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি। যদিও গুলিতে কেউ আহত হননি। ঘটনার জেরে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন রোগীর পরিবারের ৪ সদস্য তাপস রায়, অমিত কর্মকার, অনিমেষ পাল ও অজিত হাজরা। ধৃতদের শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত বাসুদেব পাল (৫৩) নামে এক ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের দাবি, রোগীর অবস্থা জটিল হওয়ায় তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি এবং রোগীকে দেখতে বা চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করতেও বাধা দেয়। এই নিয়েই শুক্রবার রাতে হাসপাতালের সামনে আত্মীয়দের বিক্ষোভ শুরু হয়। অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীরা একসঙ্গে অনেকজনকে ঢুকতে না দেওয়ায় প্রথমে বচসা এবং পরে ধাক্কাধাক্কির পরিস্থিতি তৈরি হয়। এরপরই এক আত্মীয় আগ্নেয়াস্ত্র বার করে গুলি চালান বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে। এই প্রসঙ্গে দুর্গাপুর (পূর্ব) এর এসিপি সুবীর রায় জানান, ঘটনাস্থলে দুই রাউন্ড গুলির নমুনা পাওয়া গেছে, যদিও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ৩ রাউন্ড গুলি চলেছে। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে উত্তাল হয়েছে এই হাসপাতাল। ২০১৮, ২০২২ ও ২০২৪ সালে একাধিকবার চিকিৎসা- সংক্রান্ত অভিযোগে রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা।

ময়নাগুড়িতে পাটবোঝাই চলন্ত লরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের হুসলুডাঙ্গা বাজার এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যায় আচমকা একটি পাটবোঝাই চলন্ত লরিতে আগুন লেগে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে দমকল ও পুলিশ বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, লরিটি যখন লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎই পাটে আগুন ধরে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে লরির চালক উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেন। তিনি গাড়িটি জনবহুল এলাকা থেকে কিছুটা দূরে, ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যান, যার ফলে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় স্থানীয়রা। ওই জায়গাতেই শর্ট সার্কিট হয়ে গাড়ির আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারাও তৎপর হয়ে ওঠেন। দমকল কর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আগুন নেভানোর কাজে নামেন অনেকে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। স্থানীয় ও দমকল সূত্রে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, রাস্তার উপর ঝুলে থাকা বিদ্যুতের তার থেকে আগুন লাগতে পারে। যদিও ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ। সৌভাগ্যবশত, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে লরিটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হলদিয়া বইমেলায় প্রায় ৫০ হাজার টাকার বই দেখার জন্য মানুষের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১৯ এপ্রিল ঃ সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠে বই। পরে বিনোদনের অন্যান্য কিছু উপকরনের আবির্ভাব ঘটলে বইয়ের চাহিদা কিছুটা কমে যায়। তবে বইপাগল মানুষের

সংখ্যা নিতান্ত কম না। চলেছে হলদিয়া বইমেলা। সেখানে এমন একটি বই আছে যার দাম প্রায় ৫০ হাজার টাকা। একরকমই একটি দামী বই শোরগোল ফেলেছে হলদিয়ায়। বেসরকারি উদ্যোগে হলদিয়ায় চলছে একটি বইমেলা। আর সেই বইমেলার স্টলে এসেছে নামীদামী বই। সবথেকে দামী বইয়ের দাম হল ৫০ হাজার টাকারও বেশি। হলদিয়া বইমেলা এবার আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ শিল্পী মাইকেলেঞ্জেলোর আঁকা ছবির বই। ১৯৮০ সালে প্রিন্ট হওয়া এই বইটির দাম ৫৬ হাজার টাকা। হলদিয়া বইমেলায় ডিসকাউন্টে সেই বইটি বিক্রি হচ্ছে ৪৫ হাজার টাকায়। এবারের বইমেলায় এই বই সবচেয়ে মহার্ঘ্য বই। দুই বাই দেড় ফুট সাইজের বইটির ওজন পাঁচ কেজির বেশি। জার্মানির বিখ্যাত সংস্থা তাসচেন এই বইয়ের প্রকাশক। ওই সংস্থা পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি বই আকারে প্রকাশ করে। প্রকাশকের হাত ঘুরে সেই বই এখন শোভা পাচ্ছে হলদিয়া বইমেলার একটি বুক স্টলে। হলদিয়া বইমেলায় ওই বুক স্টলের বই বিক্রেতা জানান, প্রায় ১৫ বছর আগে জার্মানির ওই প্রকাশক সংস্থা ‘কমপ্লিট ওয়ার্কস’ নামে এই বইয়ের নিলাম করেছে। সেই সময় কয়েক লক্ষ টাকা খরচে ১৫ টি বই কিনেছিলাম। ইতিমধ্যে ১২টি বই বিক্রি হয়েছে। এবছর কলকাতা ও শিলিগুড়ি বইমেলায় দু’টি বই বিক্রি হয়েছে। ওই বইয়ে শিল্পীর কয়েকশো ছবি নিপুণভাবে চার ফোল্ড করে রাখা হয়েছে।

বৈষ্ণবনগরে উদ্ধার ১৭টি তাজা কৌটো বোমা, ছড়াল চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ এপ্রিল ঃ বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার বৈষ্ণবনগরে। জানা গেছে, ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জলরাহী সিসা এলাকায় শুক্রবার বিকালে একটি আখ খেতে সন্দেহজনক প্লাস্টিকের বস্তা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তৎক্ষণাত খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ পৌঁছে বস্তা থেকে ১৭ টি কৌটো বোমা উদ্ধার করে। ঘিরে রাখা হয় এলাকাটি। উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেলে বৈষ্ণবনগরেরই শরণার্থী শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল। বোমা উদ্ধারের খবর চাউড় হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার সকালে বোম স্কোয়াড পৌঁছে তাজা বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। উপস্থিত ছিলেন দমকল বাহিনীর আধিকারিকরাও। এদিকে বোমা নিষ্ক্রিয় করার সময় যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না হয় সেজন্য পুরো এলাকা ঘিরে রাখা হয়। মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী। তবে কোথা থেকে এতগুলি বোমা ওই এলাকায় এল? কে বা কারা সেগুলি এই এলাকায় রেখে দিয়ে গেল, তা এখনও পরিস্কার নয়। এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নয়া ওয়াকফ আইন নিয়ে মুর্শিদাবাদে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পরে অনেকেই মালদার বৈষ্ণবনগরে আশ্রয় নিয়েছেন। গতকাল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা ঘরছাড়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এই আবহেই মালদার বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার বোমা উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সারদা দেবীর ট্রেনযাত্রার ১১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান

হাওড়া, ১৯ এপ্রিল ঃ ১৯১৫-র ১৯ এপ্রিল। সারদা দেবী বিষ্ণুপুরগামী ট্রেনে হাওড়া স্টেশন থেকে জয়রামবাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেই যাত্রার বিশেষ তাৎপর্য ছিল। সেটির স্মরণে শনিবার বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ট্রেনটি বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের (তখন দক্ষিন-পূর্ব রেলপথের ওই নাম ছিল) গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বাগনানে এসে থামল। যে কোনও কারনেই হোক ট্রেনটি সেদিন দীর্ঘক্ষণ বাগনান স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওই সময়কার প্রধান পুরুষ, ইংরেজ শাসকদের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট’ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীন, চার সঙ্গী সহ তখন অজ্ঞাতবাসে বাগনানে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে সারদা মা রয়েছেন। খবর পেয়েই ছদ্মবেশপটু যতীন্দ্রনাথ পুলিশের গুপ্তচর বাহিনীর কড়া নজর এড়াতে ছদ্মবেশে ট্রেনের কামরায় উঠে সারদা মাকে দর্শন ও প্রণাম করলেন। সারদা দেবী যতীন্দ্রনাথের তখনকার অবস্থা জেনেও সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। যদিও এর আগেই যতীন্দ্রনাথের সারদা-দর্শন হয়েছে। বালাশোর বুড়িবালামের তীরে শহীদ হওয়ার আগে এই সাক্ষাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী বিষয়। আর এর ঘটনাস্থল হিসেবে বাগনান রেল স্টেশন সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পীঠস্থানের মর্যাদা দাবি করে। বিষয়টা তথ্য-প্রমাণসহ তুলে এনে সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেছিলেন কবি, লেখক, আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ শুভেন্দু দত্ত। আর ঘটনাটির ১১০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এ বছর ‘মহিলা বিকাশ কেন্দ্রে’ শনিবার ‘ পত্রিকা’ আয়োজন করল এক আবেগঘন অনুষ্ঠানের। কবি, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক ও আমলা নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। তিনি উল্লেখ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকার কথা এবং সারদাদেবীর আলোকিত ব্যক্তিত্বের। অনুষ্ঠানে হাওড়া জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের নিয়ে আলোচনা করেন ড. আকরাম হোসেন, অধীরকান্তি মণ্ডল, গোপাল ঘোষ, ড. শেখ নূর মহম্মদ, সুমন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এতে স্বাধীনতা বিষয়ক সাহিত্য পাঠ, সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যে অংশ নেন মৌসুমী মুখোপাধ্যায, লতা দাশ, অন্বেষা মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ দাসী, পাপড়ি পানি, সন্দীপ দেয়াসী প্রমুখ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বংশধরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি ভিন্ন মাত্রা পায়। অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বাগনান স্টেশনে এই সাক্ষাকারের একটি স্মারক স্থাপনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আবেদন করা হবে বলে জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় মনিরুল ইসলাম এবং সুমন মুখোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায়।

মায়াপুরে স্বচ্ছতা-হি-সেবা অভিযান কর্মসূচি ছাত্র-ছাত্রীদের

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ১৯ এপ্রিল ঃ গ্রামের বাসিন্দারের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে স্বচ্ছতা অভিযান ছাত্র-ছাত্রীদের। শনিবার দুপুরে মায়াপুর ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম বা এন এস এস ইউনিটের উদ্যোগে স্বচ্ছতা-হি-সেবা অভিযান কর্মসূচি পালন করে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। এদিন সাইকেল ও পদযাত্রার মাধ্যমে মায়াপুর-বামনপুকুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বল্লালদিঘি অজয় মুখার্জি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এলাকার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যায়। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের পানীয় জল থেকে রাস্তাঘাট ও জঞ্জাল সাফাই সহ অন্যান্য বিষয়ে কি কি সমস্যা রয়েছে তা শোনার পাশাপাশি বর্ষার আগে মশা বাহিত রোগের পাদুর্ভাব আটকাতে কি কি করণীয় তা বিশেষভাবে সচেতন করে ছাত্রছাত্রীরা। এদিনের কর্মসূচিতে ছাত্র- ছাত্রীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমানে জল বায়ু বিষয়ে গবেষক ডঃ লালু দাস ও মায়াপুর ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মনি শংকর বিশ্বাস সহ অন্যান্য শিক্ষকগণ। এদিনের কর্মসূচির বিষয়ে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও গবেষক লালু দাস বলেন, স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান কর্মসূতিতে বল্লালদীঘি এলাকার বেশকিছু মানুষের কাছ থেকে জলসংঙ্কট সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনে ছাত্র-ছাত্রীরা। তিনি বলেন, পরবর্তীতে লিখিত আকারে এইসব সমস্যার কথা স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে জানাবেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

লোকো পাইলটদের কাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

১৯ এপ্রিল ঃ লোকো পাইলটরা ভারতীয় রেল পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাদের কাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত দশ বছরে সমস্ত রানিং রুম

এয়ারকন্ডিশনড এবং সুসজ্জিত করা হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে, একটিও রানিং রুম এয়ারকন্ডিশনড ছিল না। অর্ধেকেরও বেশি লোকো ক্যাবকে এর্গোনমিক সিট, এয়ারকন্ডিশনিং এবং অন্যান্য উন্নতি দিয়ে আপগ্রেড করা হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে, একটিও লোকো ক্যাব এয়ারকন্ডিশনড ছিল না। উৎপাদিত সমস্ত নতুন লোকোমোটিভে টয়লেট লাগানো হচ্ছে। এটি ২০১৪ সালের আগে উৎপাদন পরিকল্পনার অংশও ছিল না। পুরাতন লোকোমোটিভগুলিকে টয়লেট দিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে পুরানো লোকোমোটিভগুলিতে নকশা পরিবর্তন করা হচ্ছে। প্রচণ্ড যানজটযুক্ত রুটে নতুন রানিং রুম যুক্ত করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপগুলি ইতিমধ্যেই কাজের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। কুয়াশা সুরক্ষা ডিভাইস, কাভাচ, ড্রাইভার সতর্কতা ব্যবস্থা এবং ব্রেকিং সিস্টেমের জন্য উন্নত প্রযুক্তির মতো নতুন সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি সুরক্ষা আরও উন্নত করছে। জাহাজে থাকা সুযোগ-সুবিধা, উন্নত প্রযুক্তি এবং উন্নত বিশ্রামের সময় কাজের পরিবেশ উন্নত করছে। রেলওয়ে সকল ধরণের লোকো পাইলটদের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। পণ্যবাহী ট্রেনগুলি অনেক স্টেশন এবং ইয়ার্ডে উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য থামে। এই স্টেশনগুলিতে শৌচাগার ব্যবহারের জন্য সময় যথেষ্ট। ক্রুরা হালকা খাবারের জন্যও এই সময়টি ব্যবহার করে। শহরতলির ট্রেনগুলিতে, লোকো পাইলটরা স্বল্প দূরত্বের ট্রেনগুলিতে কাজ করে এবং এই ট্রেনগুলির ক্রুরা টার্মিনাল স্টেশনগুলিতে টয়লেট ব্যবহার করে। যাত্রীবাহী ট্রেনের ক্রুরা যখন ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে তখন ট্রেনের টয়লেট ব্যবহার করে এবং খাবারের জন্যও এই সময়টি ব্যবহার করে। উপরের সমস্ত পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ধুলিয়ানে অশান্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিড়ি ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা

দুরন্ত বার্তা, সামশেরগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ তথা রাজ্যের ‘ বিড়ি হাব’ হিসেবে পরিচিত জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা এবং রঘুনাথগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা। এই সমস্ত এলাকার প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিড়ি তৈরি এবং বিড়ি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ধুলিয়ানে অশান্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই শিল্প। স্থানীয় অর্থনীতি দাঁড়িয়ে থাকে এই শিল্পের উপরেই। গত কয়েকদিনের অশান্তির জেরে সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, সুতি-সহ আশেপাশের একাধিক এলাকার প্রায় সমস্ত বড় বিড়ি কারখানা বন্ধ হয়েছিল। কাজ পাচ্ছেন না বিড়ি তৈরির সঙ্গে জড়িত কয়েক লক্ষ শ্রমিক। যাঁদের অধিকাংশই মহিলা। দিন আনা, দিন খাওয়া এই সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের পরিবারের এখন একটাই প্রার্থনা, দ্রুত মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক। ধুলিয়ান এলাকায় বিড়ি কারখানার একটা বড় অংশ সাংসদ খলিলুর রহমান ও সাগরদিঘীর বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের। এছাড়া ফারাক্কার বিধায়ক এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। জেলার অন্যতম বৃহৎ বিড়ি কারখানার মালিক তথা সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, ‘ রাজ্যের সমস্ত জেলায় যত বিড়ি তৈরি হয়, তার দ্বিগুণ বিড়ি তৈরি হয় কেবলমাত্র জঙ্গিপুর মহকুমায়। দেশের ২৫ বিড়ি শ্রমিক শুধুমাত্র এই জেলায় আছে। গত কয়েকদিনের অশান্তিতে জঙ্গিপুর মহকুমায় বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্ত ধর্মের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। একদিকে যেমন বিড়ি শ্রমিকরা নিয়মিত কাজ করতে পারেননি, তেমনি বিড়ি শিল্পের মালিকরাও তাঁদের কারখানা খুলতে পারেননি। তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে।’ বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস জানান ,‘জঙ্গিপুর মহকুমায় বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত ৮০ শতাংশ মানুষই ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ এবং সুতি এলাকার বাসিন্দা। তাই এই শিল্পের উপর আন্দোলনের প্রভাব এই অঞ্চলগুলোতে সব থেকে বেশি পড়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকার জন্য অনেক বিড়ি মালিকরা যেমন সময় মতো জিএসটি জমা করতে পারেননি, তেমনি অনলাইন আর্থিক লেনদেনও দীর্ঘ সময় বন্ধ থেকেছে। ফলে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।’ বিড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজকুমার জৈন বলেন, ‘ কয়েকদিন ধরে এই এলাকায় বিড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। তবে প্রশাসনিক কর্তাদের আশ্বাসের পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।’ ফারাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম জানান, গত ৪-৫ দিন ধরে বিড়ি তৈরির স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ থাকায় মালিক এবং শ্রমিক পক্ষ মিলিযে. কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হযেছে সকলের। বিড়ি শ্রমিক অনিমেষ দাস বলেন, ‘ ছ’জন আছে। আমার ওপর তারা নির্ভরশীল। কাজ না করলে তো না খেয়ে মারা যাব।’ তবে শুক্রবারের পরে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে।

পাহাড়ের কোলে ওল্ডেজ হোম!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ স্মৃতির অন্তরালের মায়াজালে বন্দী হয়ে পাহাড়ের কোলে এক নিরিবিলি পরিবেশে থাই হয়েছে ২৪ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার। চারপাশের কংক্রিটের দেওয়াল জুড়ে এখন তৈরি হয়েছে তাদের জগৎ। হ্যাঁ, আমরা কথা বলছি শিলিগুড়ি থেকে খানিকটা দূরে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে চলা পাহাড়ি রাস্তা কার্শিয়াং সংলগ্ন রোহিনীতে অবস্থিত এক ওল্ডেজ হোমে। যেখানেই রয়েছেন প্রায় ২৪ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। যার মধ্যে রয়েছেন ৯ জন মহিলা। এছাড়াও অনেকেই রয়েছেন দৃষ্টিশক্তিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিত্ব। এবার তাদের পাশেই এসে দাঁড়ালো শিবমন্দিরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শনিবার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে রোহিনীর এই ওল্ডেজ হোমে প্রয়োজনীয়দের পাশে এসে দাঁড়ানো হয়। এদিন চাল, ডাল, আটা, তেল সহ এক মাসের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় ওল্ডেজ হোমে। এছাড়াও ওল্ডেজ হোম - এর সমস্যার কথা জানতে পেরে একটি সিলিং ফ্যানও তুলে দেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অধ্যক্ষ সুমনা ঘোষ, সম্পাদিকা সোনালী সরকার, কোষাধক্ষ্য পারমিতা দে সরকার সহ সংগঠনের ১৮ জন সদস্য।

মাটি চাপা পড়ে দুই ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ১৯ এপ্রিল ঃ মাটি চাপা পড়ে দুই ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু। উত্তেজনা, বিক্ষোভ। দিনভর চাঞ্চল্য খড়গপুর গ্রামীণ থানার চাঙ্গুয়াল এলাকায়। শনিবার সকালে একটি ধাতুর কারাখানায় মাটি চাপা পড়ে দুই ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ঘটনায় ক্ষুব্ধ অন্য শ্রমিকরা সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন। যার জেরে দিনভর উত্তপ্ত ছিল গোটা এলাকা। জানা গেছে, মৃতদের নাম তাপস জানা (৪০) এবং রাহুল মিদ্যা (২৭)। কারখানায় স্তূপ করে রাখা মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ওই দুই ঠিকা শ্রমিকের। চাঙ্গুয়াল এলাকায় ওই কারাখানার ৬ নম্বর ইউনিটের সম্প্রসারণের কাজ চলছে। কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে ভিত তৈরির কাজ করছিলেন ওই দুজনও। সেসময় হঠাৎই মাটি চাপা পড়ে যান তাপস ও রাহুল। অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের উদ্ধার করতে পারেননি বাকি শ্রমিকরা। এরপরই কর্মস্থলে নিরাপত্তার দাবি এবং মৃত দুজনের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন উপস্থিত শ্রমিকরা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের স্বাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ইলাম বাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে কামার পাড়া মৌজার অন্তর্গত জেলা- ধীরভূম থান- ইলামবাজার স্থিত নিম্ন তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রী লাল মার্ডি, পিতা-ভীম মার্ডি, প্রতি শত- ২৫,০০০- টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে ইছুক হইয়াছেন। যদি কোনো আদিবাসি সম্প্রদায় ভূক্ত ব্যক্তি অপশীল বর্ণিত সম্পত্তি প্রতি শতক. ২৫,০০০- টাকা হিসাবে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকেন, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ইছুক ব্যক্তিগনকে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উকপযুক্ত পন মূল্যে হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

তপশীল

জেলা- বীরভূম, থানা- ইলামবাজার, মৌজা- কামার পাড়া, জে. এল.নং-১৩১. হাল খতিয়ান নং-১৭৬৫ হলি দাগ নং-৫৪৩, শ্রেণী-বাইদ, পরিমান-১২ শতক। বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রাম-কামার পাড়া, পোঃ- দ্বারোন্দা, থানা-ইলামবাজার, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৬
ফোন নং-৯৮০০৬৮৬২১৩

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No- **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-150/2024-25 (2 Call),** Bid Submission closing date (Online)- **28/04/2025 instated of 17/04/2025** and Bid Submission opening date (Online)- **30/04/2025 instated of 22/04/2025** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites .e-tender (2nd Call) for “De-siltation & cleaning of drains under Cooch Behar Municipality” Estimated Cost - Rs. **5,99,165.53** vide Tender Id: **2025_MAD _836988_1** & e-tender for **“Construction of Paver Block Road under Ward no.18”** Estimated Cost -**Rs. 5,26,612.46** vide Tender Id: **2025_MAD_836994_1** eTender submission end date - **28/04/2025** Details information will be available from the website - (i) http://wbtenders.gov.in
(www.coochbeharmunicipality.com)

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

খাওয়া দাওয়া

শসা-লেবুর শরবতের রেসিপি

উপকরণঃ সুগন্ধি লেবু ১ টি, কচি শসা আধা কাপ, কাঁচা মরিচ কুচি আধা চা-চামচ, পুদিনাপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, লবণ আধা চা-চামচ, চিনি ১ কাপ, ঠাণ্ডা জল ৪ কাপ ও বরফ কুচি ১ কাপ।

প্রণালিঃ প্রথমেই সুগন্ধি লেবুর খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার এর বীজ বাদ দিয়ে ছোট ছোট করে টুকরা করুন। শসারও খোসা বাদ দিয়ে ছোট করে কেটে নিন। বরফকুচি বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। লেবুর রস গ্লাসে ঢেলে বরফকুচি দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

রুই মাছ-লাউশাক ভর্তার রেসিপি

উপকরণঃ লাউপাতা ২০-২৫টি, রুই মাছ ৩-৪ টুকরা (পিঠের মাছ), পেঁয়াজ ১টি (বড়, মোটা করে কাটা), রসুন ৩ কোয়া, হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচের ৩ ভাগের ১ ভাগ, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি (স্বাদমতো দিলে ভালো), লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ লাউপাতা আঁশ ফেলে ভালো করে ধুয়ে অল্প লবণ জলেতে ভাপিয়ে নিতে হবে। লবণ, হলুদ মেখে মাছ হালকা ভেজে কাঁটা বেছে রাখতে হবে। মাছ ভাজা তেল থেকে তেল একদম কমিয়ে তাতে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ, স্বাদমতো লবণ আর ভাপানো শাক দিয়ে ভেজে জল শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর শাক আর ভাজা মাছ শিল-পাটা বা মিক্সিতে দিয়ে মসৃণ করে বেটে নিলেই সুস্বাদু ভর্তা তৈরি।

পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ শাক মুচমুচে কলমির রেসিপি

উপকরণঃ কলমির শাক ১ আঁটি, ময়দা আধা কাপ, কর্ন ফ্লাওয়ার আধা কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচের ৩ ভাগের ১ ভাগ, গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো, লবণ স্বাদমতো, বরফ ঠান্ডা জল ১ কাপ, তেল ভাজার জন্য (ডুবো তেলে ভাজতে হবে)।

ডিপিং সস তৈরির উপকরণঃ সয়াসস সিকি কাপ, লেবুর রস ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, তিলের তেল ২ চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স সিকি চা-চামচ, চিনি স্বাদমতো (অল্প)।

প্রণালিঃ মোটা ডাঁটা বাদ দিয়ে কলমির শাকের পাতা আর পাতার সঙ্গের ডাঁটা বেছে নিয়ে ভালো করে ধুয়েমুছে নিতে হবে। তেল বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে মসৃণ গোলা তৈরি করে গরম ডুবোতেলে সোনালি করে ভেজে কিচেন টিস্যুতে তুলে নিন। ডিপিং সসের উপকরণগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ছোট পরিবেশন পাত্রে ঢেলে গরম মুচমুচে কলমির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

লাউপাতার শুঁটকি ভর্তা বানাবেন যেভাবে

উপকরণঃ কচি লাউপাতা ৭-৮টি, চ্যাপা শুঁটকি ১০-১৫টি, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য, রসুন ৮-৯ কোয়া, আদা থেঁতো করা আধা চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, শুকনা মরিচ ৫-৬টি, কাঁচা মরিচ ২টি, শর্ষের তেল মাখানোর জন্য।

প্রণালিঃ ফুটন্ত লবণ জলেতে লাউপাতা সেদ্ধ করে নিতে হবে। জল থেকে লাউপাতা উঠিয়ে ভালো করে চেপে নিন। এবার মাছগুলো গরম জলেতে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। কড়াইতে সয়াবিন তেল দিন। রসুন, আদা, চ্যাপা, পেঁয়াজ, শুকনা ও কাঁচা মরিচ সময় নিয়ে ভালো করে ভাজতে হবে। ভাজা হলে সেদ্ধ করে রাখা লাউপাতা দিয়ে আরও দুতিন মিনিট ভাজুন। নামিয়ে ঠান্ডা করে শিলপাটায় মিহি করে বেটে নিন। শর্ষের তেল মাখান। গরম-গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণের প্রস্তাবকে স্বাগত কুকি ইনপি অসম, মার ইনপি ও বেইতে ডেভেনপুইয়ের

হাফলং, ১৯ এপ্রিল ঃ পানিমুর মিয়ুংগুয়া ২৯ কিলো, ১৬ কিলো, লাংমেকলু, উমরাংসো, জুথাই, ছোট লেংলাই, নিউ সাংবার, লেংপুই, ওল্ড সাংবার, বৈতং, খোবাক, থুরুক, টুংপুইকে সংযুক্ত করে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়েছে কুকি ইনপি অসম মার ইনপি ও বেইতে ডেভেনপুই। শনিবার হাফলংয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কুকি ইনপি অসমের সভাপতি এইচ হাওলাই মার, ইনপির সাধারণ সচিব মাংথাং পারতে এবং বেইতে ডেভেনপুইর সভাপতি নেলসন খটলির প্রস্তাবিত এই জাতীয় সড়ক নির্মাণের বিষয়ে তাদের স্থিতি স্পষ্ট করে বলেন, বিকল্প-১ অ্যালাইনমেণ্ট রাস্তাটি পানিমুর থানার সামনে থেকে শুরু হয়ে পানিমুর মিয়ুংগুয়া, ২৯ কিলো, ১৬ কিলো, লাংমেকলু, উমরাংশু', জুথাই, ছোট লেংলাই, নিউ চাংবার, লেংপুই হয়ে পুরনো সাংবার, বৈতাং, খোবাক, থুরুক, টংপুই এবং হারাঙ্গাজাও থানার সামনে গিয়ে টার্মিনেট হবে।

তাঁরা বলেন, আসলে প্রস্তাবিত এই জাতীয় সড়কের জরিপ প্রথমে ২০১১ সালে পূর্ত বিভাগ করেছিল এবং জরিপ অনুসারে অনুমোদন ও পেয়েছিল। আর সেটাই ছিল অফিশিয়াল গ্যাজেটে অনুমোদিত অ্যালাইনমেন্ট। নেলি, পানিমুর, উমরাংসো, সাংবার, খোবাক, থুরুক সংযোগ করে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত গিয়ে শেষ হওয়া সরকারি রাজপত্রে অনুমোদিত প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক ৬২৭ (প্যাকেজ-২) প্রান্তিককরণের জন্য কেন্দ্র, রাজ্য এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ পর্যায়ে বিজেপি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এইচ হাওলাই বলেন, ২০২৫ সালের বাজেট ভাষণে প্রস্তাবিত জাতীয় সড়কটি প্রান্তিককরণে খোবাক এবং থুরুককে সংযোগ করার কথা উল্লেখ করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। বিকল্প-১ প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট এপেক্স বডিগুলির নেতৃবৃন্দ তাঁদের স্থিতি স্পষ্ট করেছেন বলে জানিয়ে বলেন, প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক-৬২৭ (পেকেজ - ২) প্রান্তিককরণ (বিকল্প-১)- কে তারা সমর্থন করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে এই তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ২০১৪ সালের ৪ মার্চ সরকারি রাজপত্রে অনুমোদিত এবং ঘোষণা করা প্রান্তিককরণের বাইরে অন্য কোনও প্রান্তিককরণ এপেক্স বডিগুলি মেনে নেবে না। ইতিমধ্যে সরকারি রাজপত্রে অনুমোদিত পূর্বের প্রস্তাবের জায়গায় অন্য বিকল্প সড়ক নির্মাণ করার বিবেচনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এপেক্স বডিগুলি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন পাহাড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান, অসমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডাপ্রবণ গ্রাম হিসেবে পরিচিত থুরুক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হিসেবে খোবাক গ্রামকে বিকল্প-১ অ্যালাইনমেন্টে সংযোগ করা উচিত।

সাংবাদিক সম্মেলনে এপেক্স বডিগুলির নেতৃবৃন্দ পরিষদ কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য এবং ইতিবাচকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে এপেক্স বডিগুলি তাদের স্থিতি বিবেচনা করার জন্য এবং সে অনুসারে অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শীঘ্র উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসাকে একটি স্মারকপত্র দাখিল করবে বলে জানিয়েছেন এইচ হাওলাই।

আরপিএফ-এর ডিজির হাতে উদ্বোধিত নবনির্মিত এসকর্ট হল ও সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা

গুয়াহাটি, ১৯ এপ্রিল ঃ রেলওয়ের সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)-র ডিরেক্টর জেনারেল মনোজ যাদব আজ শনিবার গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে নবনির্মিত এসকর্ট মোবিলাইজেশন হল এবং ব্যাপকভাবে উন্নত সিসিটিভি নজরদারি কক্ষের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব, রবিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিক এবং আরপিএফ-কর্মীগণ। এক প্রেস বার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এ খবর দিয়ে জানান, এই প্রচেষ্টা উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ব্যস্ততম স্টেশনগুলির একটির সুরক্ষাস্থাপত্যকে শক্তিশালী করার জন্য এক পরিবর্তনকারী পদক্ষেপ। সম্পূর্ণ রূপে চালু হওয়া এসকর্ট মোবিলাইজেশন হল একটি কেন্দ্রীভূত সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে আরপিএফ এসকর্ট-কর্মীদের মোতায়েন এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে। এই উৎসর্গীকৃত সুবিধার সাথে, আরপিএফ জরুরি পরিস্থিতিতে অধিকতর দক্ষতা, নির্ভুলতা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া সহ এসকর্ট কর্তব্য পালন করতে আরও ভালোভাবে সজ্জিত হয়েছে। এই সুবিধার পরিপূরক হিসেবে নতুন সংযোজিত সিসিটিভি নজরদারি কক্ষ, অত্যাধুনিক নজরদারি প্রযুক্তির সাথে সজ্জিত। আপগ্রেডেড সিস্টেমটি সম্পূর্ণ স্টেশন চত্বরের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ প্রদান করে, অপরাধমূলক কার্যকলাপ শনাক্ত এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বাস্তব সময়ের পরিস্থিতি সচেতনতা নিশ্চিত করে এবং সর্বশেষে প্রতিদিন গুয়াহাটি স্টেশন হয়ে যাতায়াতকারী হাজার হাজার যাত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

অনুষ্ঠানে যাদব ভারতীয় রেলওয়ে এবং এর যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো গ্রহণ করার জন্য আরপিএফ-এর অটল প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। শ্রীবাস্তব এই অনুভূতিকেও পুনর্ব্যক্ত করেন এবং রেল ভ্রমণের সময় সুরক্ষার মান উন্নত করার জন্য প্রযুক্তি এবং সমন্বিত সুরক্ষা প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ আধিকারিক, কর্মী এবং সুরক্ষাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। সকলেই রেলওয়ে নেটওয়ার্কে সুরক্ষিত যাত্রী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের উৎসর্গ পুনর্ব্যক্ত করেন। এই দুটি অত্যাবশ্যক সুবিধার উদ্বোধন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আরও স্মার্ট, নিরাপদ এবং আরও প্রতিক্রিয়াশীল রেলওয়ে অপারেশনের দিকে বর্তমানের ভ্রমণ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। প্রেস বার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, যুগান্তকারী উপলক্ষটি শুধুমাত্র সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেয় না বরং পরিকাঠামোয় এর নিরবিচ্ছিন্ন বিনিয়োগকেও প্রতিফলিত করে, যা কর্মীদের ক্ষমতায়ন করে, আধুনিক নজরদারিকে সমর্থন করে এবং দেশের রেল নেটওয়ার্কে জনগণের আস্থা তৈরি করে।

ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা সহ আটক সোনামুড়ার নেশা কারবারি

ধর্মনগর, ১৯ এপ্রিল ঃ নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল উওর ত্রিপুরার বাগবাসা থানার পুলিশ। ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার এক নেশা কারবারি। জানা গিয়েছে, বাগবাসা থানার পুলিশ স্থানীয় পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন নাকাতে রুটিন তল্লাশি চালাচ্ছিল। সেই সময় ওই রাস্তায় টিআর০৫৬৩৬৪ নম্বরের একটি বাইকে চেপে আসে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ার মতিনগরের বাসিন্দা রাসেল মিয়া। তখন কর্তব্যরত পুলিশ তাকে আটক করে। তার কথাবার্তায় সন্দেহ জাগে।

পরবর্তীতে তাকে তল্লাশি চালালে তার পিঠে থাকা একটি ব্যাগ থেকে ছয় হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

বাগবাসা থানার অফিসার ইনচার্জ পার্থ দেব জানান, ধৃত রাসেল মিয়ার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ। ধৃতকে ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা ইয়াবা ট্যাবলেটের কালোবাজারি মুল্য ৩০ লক্ষাধিক টাকা।

কলকাতা পুরসভার নতুন গ্যারাজে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগ

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ ধাপায় কলকাতা পুরনিগমের ডাম্পিং গ্রাউন্ডের নতুন গ্যারাজে শুক্রবার গভীর রাতে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। বাধা দিতে গিয়ে জখম হন এক নিরাপত্তারক্ষী। আহত ব্যক্তির নাম অনাদি ত্রিপাঠী। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এ ব্যাপারে কলকাতা পুর নিগমের তরফে প্রগতি ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই লেখা পর্যন্ত কোনও গ্রেফতারের খবর নেই। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ডাকাতির চেষ্টার ঘটনায় স্থানীয়দের একাংশ জড়িত থাকতে পারে। পুরসভা সূত্রে খবর, ধাপায় পুরসভার জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ- সহ একাধিক প্ল্যান্ট ও গ্যারেজ আছে।

প্রচুর পুরোনো গাড়ি ও যন্ত্রাংশ রয়েছে। শুক্রবার রাতে এই গ্যারেজে ডাকাতি চেষ্টা করা হয়। কুড়ি পঁচিশ জনের একটি ডাকাত দল সেই চেষ্টা করে। আওয়াজ পেয়ে পাহারায় থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ততক্ষণে দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হন অনাদি ত্রিপাঠী নামে নিরাপত্তা রক্ষী। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে খবর। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান পুরসভার আধিকারিকরা। ধাপায় পুরসভার এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আশেপাশে রয়েছে একাধিক সিসি ক্যামেরা। তা সত্ত্বেও মাঝেমাঝে সেখানে এই ধরনের ডাকাতির চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পিছনে স্থানীয়দের একাংশের হাত থাকতে পারে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

নেতাদের ৬৬ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ডয়চে ভেলে

তিউনিস, ১৯ এপ্রিলঃ জাতীয় নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগে বিরোধী দলের বিভিন্ন নেতাকে ১৩ থেকে ৬৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন তিউনিসিয়ার আদালত। এই বিচারপ্রক্রিয়াকে 'প্রহসনমূলক' বলে আখ্যা দিয়েছেন মানবাধিকারকর্মীরা। তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আজ শনিবার জানিয়েছে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর বিরোধীদলীয় নেতা, ব্যবসায়ী এবং আইনজীবীদের ১৩ থেকে ৬৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। তবে বিরোধীরা বলছেন, অভিযোগগুলো বানোয়াট এবং এই বিচার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইয়েদের কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রতীক। মামলা সম্পর্কে যা জানা গেছেরাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা টিএপি অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদে ১৩ থেকে ৬৬ বছরের কারাদণ্ডের খবর জানিয়েছে। বিচার বিভাগের একজন মুখপাত্রের বরাত দিয়ে টিএপি জানিয়েছে, এই দণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে।মোট ৪০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর বিদেশে পালিয়ে গেছেন। তিউনিসিয়ার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় হুমকি এবং একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত থাকার' দায়ে আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, আসামিরা দেশকে অস্থিতিশীল করা এবং সাইয়েদকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিলেন। কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকেই প্রেসিডেন্টের কট্টর সমালোচক ছিলেন। এর মধ্যে প্রধান বিরোধী জোট জাতীয় স্যালভেশন ফ্রন্টের নেতা নেজিব চেব্বিও ছিলেন। গতকাল শুক্রবার রায় ঘোষণার আগে চেব্বি সাংবাদিকদের বলেন, এই মামলা প্রমাণ করে যে তিউনিসিয়ার কর্তৃপক্ষ 'বিরোধীদের অপরাধী' প্রমাণ করতে চায়। কারাদণ্ড পাওয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন নেজিব চেব্বির ভাই মধ্যপন্থী রিপাবলিকান পার্টির নেতা ইসাম চেব্বি, মধ্য-বামপন্থী ডেমোক্রেটিক কারেন্ট পার্টির প্রধান গাজি চউয়াচি এবং ইসলামিক গণতান্ত্রিক দল এননাহদার আবদেল হামিদ জেলাসি। সাবেক গোয়েন্দা প্রধান কামেল গুইজানও আসামিদের মধ্যে একজন। সাজা ঘোষণার শুনানির আগে আসামিপক্ষের আইনজীবী আহমেদ সোয়াব এই বিচারকে 'প্রহসন' বলে বর্ণনা করেন। মার্চ মাসে শুরু হওয়া এই বিচার দুবার স্থগিত করা হয়েছিল। সাংবাদিক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মামলার শুনানিতে উপস্থিত হতে বাধা দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে প্রেসিডেন্ট কাইস যা করেছেন আরব বসন্তের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া একমাত্র দেশ তিউনিসিয়ায় কাইস সাইয়েদ ২০১৯ সালে একটি জনপ্রিয় দুর্নীতিবিরোধী জোট থেকে লড়াই করে নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার দুই বছর পর তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে ব্যাপক ক্ষমতা দখল করেন এবং ডিক্রি জারির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন। এর পর থেকে বিচারকদের বরখাস্ত করা এবং প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের গ্রেপ্তারের নানা ঘটনা ঘটেছে দেশটিতে। গত বছর অক্টোবরে প্রথম দফার ভোটে কাইস সাইয়েদ পুনর্নির্বাচিত হন। পর্যবেক্ষকেরা রেকর্ড কম ভোটার উপস্থিতির এই নির্বাচনকে 'প্রহসনমূলক' বলে আখ্যা দিয়েছেন। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বারবার সাইয়েদের শাসন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, তিউনিসিয়ায় 'সমালোচকদের ভয় দেখানো, শাস্তি দেওয়া এবং চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেচ্ছভাবে আটক এবং রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলার পরিমাণ বেড়েছে।' সাইয়েদ তাঁর বিরুদ্ধে 'স্বৈরশাসক' হয়ে ওঠার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর দাবি, তিনি রাজনৈতিক অভিজাতদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগ

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ঃ সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগ। শনিবার আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিভাগের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। সভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং সংখ্যালঘু বিভাগের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় আশীষ কুমার সাহা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সংবিধানের উপর বিজেপি ক্রমাগত আক্রমণ করছে। তিনি শাসক দলকে সংবিধান দ্বারা জনগণের জন্য নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ করেন। ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ধরণের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান।

নাম পরিবর্তন

আমি আব্দুল রহিম সেখ, পিতা- রফিকুল সেখ, সাং- মাণিকনগর, পোঃ- তেঘড়ী, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া। আমার আসল নাম হল আব্দুল রহিম সেখ, পিতা- রফিকুল সেখ। গত ইং- ২৪/০৩/২০২৫ হলফনামা নং-৩৮/২৫ বলে আব্দুল রহিম সেখ, পিতা- রফিকুল সেখ, আব্দুল রহিম শাইখ, পিতা- রফিকুল সেখ ও আব্দুল রহিম সেখ, পিতা রোফিকুল সেখ একই ব্যক্তি হইতেছে।

Name Change

I, Abdul Rahim Sk S/o Rafikul Sekh resident of Vill.-Maniknagar, P.O.-Teghari, P.S.-Nakashipara, Dist.-Nadia, Pin-741124 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name ABDUL RAHIM SK S/o RAFIKUL SEKH instead of ABDUL RAHIM SHAIKH S/o RAFIKUL SEKH and ABDUL RAHIM SK S/o ROFIKUL SK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 24/03/2025. ABDUL RAHIM SK S/o RAFIKUL SEKH, ABDUL RAHIM SHAIKH S/o RAFIKUL SEKH and ABDUL RAHIM SK S/o ROFIKUL SK all are same and one identical persons.

I Lakshmi Sutradhar W/O-Basudeb Sutradhar, Residing at Village + Post - Parulia,P.S-Purbasthali ,Dost - Purba Bardhaman, PIN -713513 have changed my name and shall henceforth be known as Lakshmi Rani Sutradhar as declared before the Executive Magistrate Kalna Dist- Purba Bardhaman,W.B, vide Affidavit NO -1750 Date-08/04/2025 , Lakshmi Sutradhar and Lakshmi Rani Sutradhar both are same and identical Person

ট্রাম্প বিরোধী ৪০০ জায়গায় বিক্ষোভ

ওয়াশিংটন, ১৯ এপ্রিলঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আবারও রাজপথে নামছেন দেশটির বাসিন্দারা। স্থানীয় সময় আজ শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ৪০০টির বেশি বিক্ষোভসমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে। এই বিক্ষোভের আয়োজন করেছে '৫০৫০১' নামের একটি গোষ্ঠী। গত জানুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় বসেন ট্রাম্প। এর পর থেকে এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী চতুর্থবারের মতো বিক্ষোভ হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্টস ডে'তে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে বহু মানুষের জমায়েত হয়েছিল। আজকের বিক্ষোভে ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ যোগ দেবেন বলে আশা করছে আয়োজকেরা, যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার সাড়ে ৩ শতাংশ।আজকের বিক্ষোভে যদি এই পরিমাণ মানুষ অংশ নেন, তাহলে তা ৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ট্রাম্পবিরোধী 'হ্যান্ডস অফ' বিক্ষোভকে ছাড়িয়ে যাবে। সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যে ১ হাজার ২০০ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই বিক্ষোভে ট্রাম্পের পাশাপাশি তাঁর উপদেষ্টা ও ধনকুবের ইলন মাস্কের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন মার্কিনরা। আজকের বিক্ষোভের আয়োজক গোষ্ঠী ৫০৫০১এর মুখপাত্র হেথার ডান বলেছেন, শনিবারের বিক্ষোভের লক্ষ্য হলো ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে যে কর্তৃত্ববাদের উত্থান হচ্ছে, তা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। ৫০৫০১কে একটি 'গণতন্ত্রপন্থী', 'সংবিধানপন্থী' এবং 'অহিংস আন্দোলনকারী' গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। হেথার ডান বলেন, আজকের বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য ডেমোক্র্যাট, রিপাবলিকান এবং কোনো দলীয় রাজনীতি করেন নাএমন ভোটাররা নিবন্ধন করেছেন। সবাই আজ মিছিলে অংশ নেবেন। কারণ, তাঁরা আমেরিকায় বিশ্বাস করেন।

ধর্মনগরে উত্তর জেলা ভিত্তিক বইমেলার উদ্বোধন

ধর্মনগর, ১৯ এপ্রিলঃ শনিবার বিকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন (বিবিআই) এর ময়দানে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী জেলাভিত্তিক বইমেলার উদ্বোধন করলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, মহকুমা শাসক তথা ধর্মনগর পুর পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক সজল দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা রিপন চাকমা প্রমুখ। বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তর জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন।

Name Change

I NASHIBUL SEKH MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY MADHYAMIK ADMIT CARD AS NASHIBUL SHAIKH. AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 11-4-25 I NASHIBUL SEKH AND NASHIBUL SHAIKH IS SAME PERSON. AND MY FATHER JAMIRUDDIN SEKH AND JAMIR SHAIKH IS SAME PERSON. R/O VILL +PO MAHATPUR P.S.CHAPRA, NADIA.

Name Change

I, Jahir Ali Mondal, S/O- Afchar Mondal, age 19 yrs, by Profession-Student, by Faith - Muslim, by Citizen-Indian, residing at Vill-Patia, P.O - Madhabpur P.S- Chapra, Dist-Nadia Pin-741164 do hereby solemnly affirm and state as follows: That my name is Jahir Ali Mondal, S/O- Afchar Mondal which is recorded in my Aadhar Card voter id birth certificate PAN Card. That my name has been recorded in my Madhyamik pass certificate, admit card HS pass Certificate as Jahir Ali Mandal, S/O- Apsar Mandal. That Jahir Ali Mondal and Jahir Ali Mandal is same and one identical person. That Afchar Mondal and Apsar Mandal is same and one identical person, by an affidavit.

Name Change

I, Saikhul Islam, S/o- Abdul Gani Shaikh, resident of Vill. & P.o- Chhoto Andulia, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin- 741124 do hereby declare that I have changed my name from Saikhul Islam to Saikhul Islam Sekh and henceforth I shall be known as Saikhul Islam Sekh in all purpose, Vide affidavit No. 16 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 06.03.2035. Saikhul Islam Sekh and Saikhul Islam both are same and identical person.

Name Change

I MAJAHARUL ISLAM SEKH MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY PASSPORT AS MD MAJAHARUL SEKH AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 26-3-25 I MAJAHARUL ISLAM SEKH AND MD MAJAHARUL ISLAM SEKH IS SAME PERSON VILL- MAHATPUR P.S CHAPRA DIST NADIA.

Name Change

I, Rajesh Rupani & Rajesh P Rupani (old names) S/O Late Pranlal Rupani, residing at 31, G. T Road (N), Howrah Municipal Corporation, Golabari, Howrah- 711101, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rajesh Pranlal Rupani (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 17/04/2025. Rajesh Pranlal Rupani (new name) and Rajesh Rupani & Rajesh P Rupani (old names) all are same and identical person.

Name Change o

I, Ambreen Ali (old name) W/O Shaukat Ali, residing at 53B Elliot Road, Flat No.7, 2nd Floor, Kolkata- 700016, P.S.- Park Street, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ambreen Anis (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 17/04/2025. Ambreen Anis (new name) and Ambreen Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Rozyna Khatoon (old name) W/O Mohammad tanwer, residing at 5 Marquis Lane, PO- Park Street, PS-New Market, Kolkata-700016, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rozina Khatoon (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 17/04/2025. Rozina Khatoon (new name) and Rozyna Khatoon (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Tanveer (old name) S/O Mohammad Iqbal, residing at 5 Marquis Lane, PO- Park Street, PS-New Market, Kolkata-700016, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Tanwer (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 17/04/2025. Mohammad Tanwer (new name) and Mohammad Tanveer (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sumana Choudhury (old name) W/O Partha Pratim Dutta, residing at Nikunja Bhawan, Flat 1C, First Floor, 332 Kalikapur, Purbalok, Kolkata 700099, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sumana Choudhury Dutta (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 17/04/2025. Sumana Choudhury Dutta (new name) and Sumana Choudhury (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Haider Ali (old name) S/O Abdul Rajaque, residing at 39, Jaya Bibi Road, P.O.- Ghusuri, P.S.- Belur, Dist.- Howrah, Pin- 711107, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Haidar Ali (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 17/04/2025. Haidar Ali (new name) and Haider Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,ANIT MUKHOPADHYAY (OLD NAME) S/O LATE AMAR KUMAR MUKHERJEE & AMAR KUMAR MUKHOPADHYAY,RESIDING AT A/C-2, SAHABAGAN,JYANGRA,PS-BAGUIATI, DIST-24 PARGANAS (NORTH), WEST BENGAL, INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIT MUKHERJEE (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/04/2025. ANIT MUKHOPADHYAY (OLD NAME) AND ANIT MUKHERJEE (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,DEVI BHATTACHARJEE (OLD NAME) W/O PRADIP KUMAR BHATTACHARJEE, RESIDING AT CHINSURAH STATION ROAD, KHADINAMORE MUKHERJEE BAGAN, MAGRA,DIST-HOOGHLY, PIN-712102, WEST BENGAL,INDIA. HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBI BHATTACHARJEE (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPORE ON 24/03/2025.DEVI BHATTACHARJEE(OLD NAME) AND DEBI BHATTACHARJEE (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

মুর্শিদাবাদ ডায়েরি-১ ঃ একটি বাড়ি, দু'টি মৃতদেহ ও প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত নিরীহরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের জাফরাবাদে গ্রামের শেষ প্রান্তে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি এলাকা এখন নীরবতা ও শোকে নিমজ্জিত। এখানকার প্রতিটি বাড়িতে, যেখানে একসময় হাসি-খুশির বাতাবরণ ছিল, এখন ভাঙা দরজা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র এবং ইঁটের টুকরো, সেই ভয়াবহ বিকেলের পরিস্থিতি জানান দিচ্ছে, যখন হাজার হাজার হিংস্র মানুষ এই বাড়িটিকে মৃত্যুক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। গত শনিবার, ১২ এপ্রিল হরগোবিন্দ দাস ও তার ছেলে চন্দন দাসকে তাদের বাড়ি থেকে টেনে বের করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়। একই দিনে, একটি বাড়ি থেকে দু'টি মৃতদেহ বের করা হয়েছিল এবং চিৎকার, কান্না ও প্রশ্ন রেখে গিয়েছিল। টাকা কি আমার ছেলে এবং স্বামীকে ফিরিয়ে আনবে? ঘরের ভেতরে, এক কোণে বসে এই কথা বলছেন ৬৫ বছর বয়সী পারুল দাস - চন্দনের মা এবং হরগোবিন্দের স্ত্রী। তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। ভাঙা গলায় সে বলে, আমি মমতা দিদির বাংলার একজন মা টাকা দিয়ে আমি কী করব টাকা কি আমার স্বামী আর ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? সে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তার কথাগুলো স্পষ্টভাবে সেই অশ্রুসিক্ত বেদনাকে প্রতিফলিত করে যা কেবল একজন মা এবং স্ত্রীই অনুভব করতে পারেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, আক্রমণটি সুপরিকল্পিত ছিল। প্রথমে পাথর ছোঁড়া, তারপর দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করা এবং তারপর লাঠি, তরবারি এবং লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করা। স্থানীয়রা বলছেন, হাত কেটে ফেলা হয়েছিল, পা কেটে ফেলা হয়েছিল এবং সারা শরীরে ক্ষত ছিল। হরগোবিন্দ দাসের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বাড়ি লুটপাট করা হয়েছে এবং জিনিসপত্র ধ্বংস করা হয়েছে। সেই বর্বরতার মাঝে, কেবল একটি প্রশ্নই ভেসে উঠল - এই দেশে হিন্দু হওয়া কি অপরাধ? ছেলের চোখে শুধু অশ্রু নয়, আগুনও। মাত্র ১১ বছর বয়সী চন্দন দাসের ছেলে আকাশ, তাঁর বাবা এবং দাদুর ষষ্ঠীর দিনে (বৃহস্পতিবার) ভগ্ন হৃদয়ে বলে, বাবা এবং দাদুর কী দোষ ছিল? তাদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সেভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। আমি এখনও পড়াশোনা করছি, সময় এলে আমি তোমাদের বলব আমি কী হব। তার প্রশ্নের কোনও জবাব হয় না, প্রশাসনের কাছেও নয়, রাজনীতির কাছেও নয়। কেন আমাদের মারা হল... শুধুমাত্র হিন্দু বলে? চন্দনের শ্যালিকা শ্রাবণী দাস রাগে তখন কাঁপছেন। তিনি বলেন, আমাদের কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। তাহলে আমাদের বাড়িতে কেন হামলা করা হয়েছিল? কেন আমাদের মারা হয়েছে? শুধুমাত্র হিন্দু বলে? তার কণ্ঠে এখন কোনও ভয় নেই, বরং বেদনা। অনেক সংবাদ মাধ্যম কর্মী মিথ্যা খবর প্রচার করছেন বলেও তাঁদের অভিযোগ। চন্দন এবং হরগোবিন্দের পরিবারের ক্ষোভ কেবল সরকার এবং আক্রমণকারীদের উপর নয়, বরং সংবাদ মাধ্যমের একটি বড় অংশের উপরও। জাতীয় গণমাধ্যমের অনেক সাংবাদিক এখানে এসেছিলেন, তাঁদের বক্তব্য শুনেছিলেন এবং গিয়ে খবর প্রকাশ করেছিলেন যে, বাবা ও ছেলের মধ্যে শত্রুতা ছিল, যে কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। হাজার হাজার দাঙ্গাবাজের বর্বরতার শিকার একটি পরিবার, মিডিয়ার এই মনোভাব দেখে কেবল মর্মাহতই নয়, বিস্মিতও। তাঁরা বুঝতে পারছে না কাকে বিশ্বাস করবে। সরকার নীরব, গ্রাম ভীত। ঘটনার পর এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হলেও, স্থানীয় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে নিজেদের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। সরকার অবশ্যই ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার তা গ্রহণ করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে। এখন তাদের কাছে টাকা অথবা নিরাপত্তা কোনটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ তাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

জাফরাবাদে খুন হওয়া বাবা-ছেলের বাড়িতে গেলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। দেখা করলেন নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। তাঁকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তিনি বাড়ি থেকে বেরতেই তাঁকে ঘিরে এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প করার দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে দাবি জানাতে থাকেন স্থানীয়রা। বিষয়টি রাজ্যকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। এদিকে এই দিনেই সেই জেলার বেতবোনা গ্রামে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ ছিল, তাঁদের কথা রাজ্যপালকে বলতে দেওয়া হয়নি। সেখানে পুলিশ তাঁকে দাঁড়াতে দেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ল হাতি, ছড়িয়েছে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ল হাতি। হাতির আগমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুক্রবার রাতেই একটি হাতিকে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াতে দেখেন পড়ুয়ারা। খবর পেয়ে শনিবার ভোরেই বাগডোগরা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় বন দফতরের একটি দল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া ঘন জনবসতি রয়েছে। আপাতত বন কর্মীদের নজরদারিতে রয়েছে দাঁতালটি। রাতে তাকে জঙ্গলে ফেরানো হবে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অতিথিশালার সামনে প্রথমে হাতিটিকে দেখেন নিরাপত্তাকর্মীরা। রাতভর ক্যাম্পাসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছোটাছুটি করে বেড়ায় হাতিটি। বাগডোগরা লাগোয়া জঙ্গল থেকে হাতিটি এসেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

অতিব দুর্গম জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড করলেন কালনার সায়নী

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৯ এপ্রিল ঃ অতিব দুর্গম জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার সায়নী দাস। স্পেনের তারিফা থেকে মরোক্কোর ট্যাঙ্গার মেড জলপথের দূরত্ব আনুমানিক প্রায় ১৫ কিলোমিটার। সেই অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করলেন সায়নী দাস সময় লাগে ৩ ঘন্টা ৫১ মিনিট। সবথেকে কম সময়ের মধ্যে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করা রেকর্ড ছিল জার্মানির সাতারু কনরাড পল হারবার্টের। গত বৃহস্পতিবারের পর সেই রেকর্ড এল সায়নীর ঝুলিতে। সাঁতারু সায়নীর লক্ষ্য সপ্ত সিন্ধু অতিক্রম করা। ষষ্ঠ প্রণালী অতিক্রম করলো সায়নী। গোটা পৃথিবীর অন্যতম দুর্গম প্রণালী জিব্রাল্টার। সময় নেয় তিন ঘন্টা একান্ন মিনিট তিনি মরোক্কো পৌঁছান। এই পথ

অতিক্রম করার ক্ষেত্রে তিনিই দ্রুততম। স্পেনের তারিফা থেকে ফোন মারফত সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাস বললেন সম্পূর্ণ পথ অত্যন্ত অনায়াসে অতিক্রম করেছে সায়নী। কোনোরকম সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়নি।' এর আগে ২০১৭ সালে সায়নী ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। এরপর ২০১৮ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট চ্যানেল অতিক্রম করে। যদিও তা সপ্তসিন্ধুর মধ্যে পড়ে না। ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল অতিক্রম করেন সায়নী। এরপর তিনি ২০২২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ কিমি দীর্ঘ মলোকাই চ্যানেল জয় করেন। সায়নী এশিয়া ও ভারতের প্রথম মহিলা সাঁতার যিনি নর্থ চ্যানেল অতিক্রম করেন। ২০২৪ সালে মার্চ মাসের শেষের দিকে অতিক্রম করেন কুক স্ট্রেইট চ্যানেল। তারেই সাফল্যে গোটা কালনাবাসী তথা গোটা জেলাবাসী গর্বিতবোধ করেন।

মালদা টাউন স্টেশনে বিকল রেলের সিসিটিভি নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ এপ্রিল ঃ মালদা টাউন স্টেশনে বিকল রেলের সিসিটিভি নজরদারি। স্টেশনে লাগানো ৫২ টি সিসিটিভি ক্যামেরা সফটওয়্যার সমস্যায় কাজ করছে না। একদিন, দুইদিন নয়, তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে অকেজো হয়ে রয়েছে ক্যামেরাগুলি। ঘটনায় ক্ষুব্ধ রেল যাত্রীরা। সমস্যা স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস মালদার ডিআরএমের। রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন মালদা টাউন। এই স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ৭০ টি ট্রেন চলাচল করে। দৈনিক স্টেশন ব্যবহার করেন কয়েক হাজার যাত্রী। সম্প্রতি অমৃত ভারত প্রকল্পে মালদা টাউন স্টেশনকে আরও আধুনিক করে তোলা হয়েছে। কিন্তু, স্টেশনের উন্নয়ন হলেও যাত্রী সুরক্ষা ব্যাহত হচ্ছে সিসিটিভির বিকল হয়ে পড়ায়। প্ল্যাটফর্মে অনেক যাত্রী সম্প্রতি কেপমারির মতো ঘটনার স্বীকার হয়েছেন। অথচ, স্টেশনের বিভিন্ন প্লাটফর্মে লাগানো ৫২ টি সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো হয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। সিসিটিভি ক্যামেরা কাজ না করাই অপরাধী চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। স্টেশন আধুনিকীকরণ করা হলেও সিসিটিভি গুলি কেন দ্রুত মেরামত করা হচ্ছে না? সেই প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা। ঘটনায় সরব হয়েছেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ির তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। রেল লোকদেখানো উন্নয়ন করছে। কিন্তু, যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না। এমনই অভিযোগ মন্ত্রীর। এদিকে সমস্যা স্বীকার করেছেন মালদার ডিআরএম মনিশ কুমার গুপ্তা। তার দাবি সফটওয়্যার জনিত সমস্যায় সিসিটিভির ছবির ক্ষেত্রে অসুবিধে তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রেল। সিসিটিভির সফটওয়্যার নতুন করে ইন্সটল করতে হবে। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।এমনটা জানিয়েছেন ডিআরএম।

গরম এলেই মাটির ভাঁড় তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের বানেশ্বর এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করেন বহু মৃৎশিল্পী। সারাটা বছর তাঁরা বিভিন্ন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। তবে বছরের এই সময়ে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন মাটির ভাঁড় নির্মাণে। বছরের এই গরমের মরসুমের পরিবেশ আদর্শ সময় এই মাটির ভাঁড় নির্মাণের জন্য। এছাড়া এই সময়ে মাটির ভাঁড়ের চাহিদাও থাকে বাজারে প্রচুর পরিমাণে। ফলে এই সময় সপরিবারে এই শিল্পীরা মেতে ওঠেন এই মাটির ভাঁড় নির্মাণে। বানেশ্বর এলাকায় গিয়ে দেখা গেল শিল্পীরা ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন ভাঁড় নির্মাণে। এক শিল্পী জানান, দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে তিনি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। তবে তাঁর আগে তাঁর বাবা এই কাজ করতেন। মূলতঃ বংশ পরম্পরায় তাঁরা এই কাজ করছেন। সারাটা বছর মাটির অন্য নির্মাণের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাঁরা। তবে গরমের মরসুমের শুরু থেকেই মাটির ভাঁড় নির্মাণ শুরু করেন তাঁরা। এই সময় মাটির ভাঁড় নির্মাণের মাটি যেমন সহজে পাওয়া যায়, তেমনই এই সময় ভাঁড় তৈরি করতেও অনেকটাই সুবিধা হয় তাঁদের। এছাড়া বাজারে এই সময় মাটির ভাঁড়ের চাহিদাও থাকে বেশ অনেকটাই। তিনি আরও জানান, মাটির ভাঁড় তৈরি মাটি মূলত আসে কোচবিহারের মরুগঞ্জ এলাকা থেকে। এটি এক ধরনের বিশেষ এঁটেল মাটি। গাড়ি প্রতি ৩০০০ টাকা দিয়ে কিনতে হয় এই মাটি। তারপর শুরু হয় ভাঁড় নির্মাণ। প্রতিটি মাটির ভাঁড় দু'টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হয় পাইকারি। খুচরো আরেকটু বেশি দামে বিক্রি হয়। তবে এই সময় সূর্যের তাপ বেশি থাকায় দিনের দুই থেকে তিন ঘণ্টা সূর্যের তাপে ভাঁড়ের মাটি শুকিয়ে যায়। ফলে ভাঁড় নির্মাণ করতে সুবিধা হয়। তাই সপরিবারে এই সময় এই কাজ করেন তাঁরা। যদিও সারাটা বছর এই মাটির ভাঁড় বিক্রি হয়। মূলত চায়ের দোকানগুলির জন্যই এই ভাঁড়ের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে চিনা মাটির কাপ, কাঁচের কাপ ও প্লাস্টিকের কাপ প্রায় দেখাই যায় না বেশিরভাগ চায়ের দোকানে। এখন প্রায় সব দোকানেই গ্রাহকেরা মাটির ভাঁড়ে চা পান করতে পছন্দ করেন। তাই মাটির ভাঁড়ের চাহিদাও থাকে প্রচুর পরিমাণে।

জমি দখলের বিরুদ্ধে অভিযান তৃণমূল পৌরসভার, কটাক্ষ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ জমি দখলের বিরুদ্ধে অভিযান তৃণমূল পৌরসভার, রাজ্যে জুড়ে শাসক দলের ওপর থেকে নিচের মোদতেই লুট হচ্ছে জমি, কটাক্ষ বিজেপির। শনিবার জলপাইগুড়ি পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গদাধর ক্যানেলের পাশে থাকা খাস জমি দখলের অভিযোগ তুলে এলাকায় হাজির হয় ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ও তার টিম। ঘটনা প্রসঙ্গে সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, গদাধর ক্যানেলের পাশে থাকা খাস জমি জমি মাফিয়ারা দখল করে প্লট করে বিক্রি করছে। সেই খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, জমি উদ্ধার করতে, যদিও জমি মাফিয়াদের কারো নাম উল্লেখ করেন নি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, এমনকি থানায় করা হয়নি কোনো অভিযোগ বলেই জানা গেছে। যদিও পৌরসভা বিষয়টি জেলা ভূমি ও রাজস্ব আধিকারিককে তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে বলে জানান। অপরদিকে এই জমি উদ্ধার অভিযানকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেত্রীর বুবাই কর তৃণমূল কংগ্রেস দলকে এক হাত নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, সন্দেশখালী থেকে কোচবিহার সব খানেতেই তৃণমূল কংগ্রেস দলের নেতাদের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং মদতে চলছে জমি লুঠ, জমির চরিত্র বদলে দখল করে নেওয়া হচ্ছে জমি। জমি দখলের বিরুদ্ধে অভিযান তৃণমূল পৌরসভার, রাজ্যে জুড়ে শাসক দলের ওপর থেকে নিচের মোদততেই লুট হচ্ছে জমি, কটাক্ষ বিজেপির। শনিবার জলপাইগুড়ি পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গদাধর ক্যানেলের পাশে থাকা খাস জমি দখলের অভিযোগ তুলে এলাকায় হাজির হয় ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ও তার টিম। ঘটনা প্রসঙ্গে সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, গদাধর ক্যানেলের পাশে থাকা খাস জমি জমি মাফিয়ারা দখল করে প্লট করে বিক্রি করছে। সেই খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, জমি উদ্ধার করতে, যদিও জমি মাফিয়াদের কারো নাম উল্লেখ করেননি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, এমনকি থানায় করা হয়নি কোনো অভিযোগ বলেই জানা গেছে। যদিও পৌরসভা বিষয়টি জেলা ভূমি ও রাজস্ব আধিকারিককে তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে বলে জানান। এই জমি উদ্ধার অভিযানকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেত্রীর বুবাই কর তৃণমূল কংগ্রেস দলকে এক হাত নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, সন্দেশখালি থেকে কোচবিহার সবখানেতেই তৃণমূল কংগ্রেস দলের নেতাদের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং মদতে চলছে জমি লুঠ, জমির চরিত্র বদলে দখল করে নেওয়া হচ্ছে জমি।

শিক্ষক- শিক্ষিকাদের সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত সুনিশ্চিত করতে অ্যাপ চালু

দার্জিলিং, ১৯ এপ্রিল ঃ দার্জিলিং এর পাহাড়ে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক- শিক্ষিকাদের সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত সুনিশ্চিত করতে গোর্খল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন অ্যাপ চালু করেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় বিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সচিত্র উপস্থিতির মাধ্যমে স্বাক্ষর করতে হচ্ছে। এইজন্যে নোট ক্যাম নামে একটি অ্যাপ চালু করে জিটিএ এলাকার ১৩টি সার্কেলের ৭৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমে নথিভুক্ত করে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই অ্যাপে যুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের স্মার্ট ফোনে অ্যাপ ডাউনলোড করে লগ ইন করতে হচ্ছে। উল্লেখ্য পাহাড়ের সরকারি স্কুলে সকাল পৌনে নটায় স্কুলে আসা ও পৌনে তিনটে র সময় স্কুল ছুটি দেওয়ার সরকারি নির্দেশ রয়েছে।

জলসম্পদ পরিকাঠামো উন্নয়নে সমীক্ষা

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ রাজ্যের নদী, খাল সহ জলসম্পদ পরিকাঠামো উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরির জন্য সেচ দফতর বিস্তারিত সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষি সেচে জলের সংস্থান ব্যবস্থাপনা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রকল্পের আওতায় হাইড্রোগ্রাফিক, বাথিমেট্রিক ও টোপোগ্রাফিক এই তিন ধরণের সমীক্ষা চালানো হবে বলে দফতর সূত্রে জানা গেছে। হাইড্রোগ্রাফিক সমীক্ষায় নদীর জলপ্রবাহ, স্রোতের গতি, জোয়ার-ভাটা পরিমাপ এবং জলের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। বাথিমেট্রিক সমীক্ষায় এক মিটার বা তার অধিক গভীরতার জলাশয়ে নদী ও খালের তলদেশের মানচিত্র তৈরির পাশাপাশি মাটির চরিত্র নিরূপণ করা হবে। টোপোগ্রাফিক সমীক্ষায় নদীবাঁধ, জলাধার ও তার পারিপার্শ্বিক এলাকার ভূপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হবে। সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী এই সমীক্ষার কাজ করা হব। দপ্তর প্রতিটি সমীক্ষা এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করবে এবং দৈনিক কাজের তদারকি করবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে।

জখম শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি , ১৯ এপ্রিল ঃ সাত সকালে চিতা বাঘের হামলায় গুরুতর আহত চা বাগানের শ্রমিক। আহতকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জলপাইগুড়ি ভান্ডিগুড়ি চা বাগানের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। জলপাইগুড়ি ভান্ডিগুড়ি করলা লাইনের বাসিন্দা বাগানের ৬০ নম্বর ব্লকে পাতা তোলার কাজ করছিলেন। ঝুটুং ওঁরাও (৪০)। তিনি যখন পাতা তোলার কাজ করছিলেন তখন হঠাৎই চিতাবাঘটি আক্রমণ করে এবং তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আনা হয়, বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। বন দপ্তরের হস্তক্ষেপের দাবি বাসিন্দাদের।

পুরপ্রধানের ওয়ার্ডেই বে-আইনি ভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিল ঃ রাত যত গভীর হয় তখনই সারি সারি দিয়ে যাচ্ছে মাটি বোঝাই ড্যাম্পার। এই দৃশ্য এলাকাবাসীর প্রত্যহ রাতে দেখছে। এই মাটি আবার ফেলা হচ্ছে পুকুরে। রাতের আঁধারেই পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হাওড়া গ্রামীণে উলুবেড়িয়া শহরে উলুবেড়িয়া পৌর প্রধানের ওয়ার্ডেই বে-আইনি ভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে ওই পুকুরের মালিক সমীর সিংহ দাবি করে বলেন, আমি পুরপ্রধানকে জানিয়েই পুকুর ভরাট করছি । অপর দিকে সেই দাবি নাকচ করে উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস বলেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা পুকুর ভরাটের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুকুর ভরাট বন্ধ করে দিয়েছি। ওই পুকুরের মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এই বিষয়ে উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের ভূমি দপ্তরের আধিকারিক হিয়া গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। কোনো অভিযোগ ও আসে নি। তবে অনুসন্ধান করে দেখা হবে । উলুবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত ২৭ নং ওয়ার্ডের গঙ্গারামপুর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ রাত ১১টার পর থেকে পুকুরে মাটি ফেলা হচ্ছে। সারারাত ধরে ওই বে-আইনি কাজ চলছে। এলাকার এক বযস্ক ব্যক্তি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এ ভাবে যদি একের পর একএলাকার পুকুর ভরাট হয়ে যায়, তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য তো নষ্ট হবেই। বর্ষায় নিকাশি সমস্যা হবে। দিনের বেলায় পুকুর ভরাট হলে সবাই দেখতে পাবে, কাজে বাধা দেবে তাই মানুষজন রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর ওই অবৈধ কাজ করা হচ্ছে । এই অবৈধ কাজ প্রসঙ্গে সি পি এম নেতা তথা উলুবেড়িয়া পুরসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা সাবির উদ্দিন মোল্লা বলেন, আমরা বারে বারে বলছিলাম এই উলুবেড়িয়া পুরসভা এলাকায় বে - আইনি ভাবে পুকুর ভরাট ও অবৈধ নির্মাণ কাজ চলছে। শাসক দলের নেতা - নেত্রীদের মদতেই এই অবৈধ কাজ গুলি চলছে। খোদ চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডেই রাতের অন্ধকারে দিনের পর দিন পুকুর ভরাট হচ্ছে । তাঁর অভিযোগ, পুকুর ভরাটের পিছনে শাসকদলের নেতা -নেত্রীদের অর্থনৈতিক মোটা লেনদেনরয়েছে। পুকুর ভরাট বা বেআইনি কোনো কাজে দলের নেতা- নেত্রীদের মদতের অভিযোগ কোনো ভাবেই মানেননি উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভয় দাস।

বিজেপির অন্দরে দলীয় কোন্দল, রাজনীতি থেকে সরচ্ছেন মনোজকুমার ওঁরাও

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ এপ্রিল ঃ বিজেপির অন্দরে দলীয় কোন্দল কি আরও বাড়ছে? নিজেকে কি আরও রাজনীতির ময়দান থেকে গুঁটিয়ে নিচ্ছেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওঁরাও? বিধায়কের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে সেই জল্পনা আরও বাড়ল। ক্লাসরুমের বিজেপি বিধায়ক নিজে পেশায় স্কুল শিক্ষক। ক্লাসরুমে পড়ুয়াদের সঙ্গে ছবি তুলে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'কমর্ফট জোন'। আর সেই পোস্ট ঘিরেই আলিপুরদুয়ারের বিজেপির অন্দরে শুরু হয়েছে চর্চা। গতকালই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেই নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা চলছে। বিজেপির আগামী রাজ্য সভাপতি হওয়ার দৌড়ে দিলীপ কতটা আছে? সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিজেপির সক্রিয় রাজনীতিতে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদকে কতটা পাওয়া যাবে? দল কতটা তাঁকে জায়গা ছাড়বে? সেই নিয়েও সংশয় রয়েছে। সেই জল্পনার মধ্যেই আরও বিতর্ক উসকে দিলেন বিজেপির কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওঁরাও। বিধায়ক মনোজকুমার ওঁরাও পেশায় তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ হাইস্কুলের শিক্ষক। এদিন তিনি ফেসবুকে ছবি পোস্ট করেছেন। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্লাসরুমে পড়ুয়াদের মধ্যে তিনি পড়ানোয় ব্যস্ত। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'কমর্ফট জোন'। তাহলে কি বিজেপির রাজনীতি থেকে নিজেকে আরও দূরে সরিয়ে রাখছেন তিনি? অতি সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের বিজেপির জেলা সভাপতি

পদে মনোনীত হয়েছেন মিঠু দাস। এই পদের দৌড়ে একসময় ছিলেন মনোজকুমার ওঁরাও। মিঠু ও মনোজ দুই শিবিরের বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। নতুন সভাপতি পদে আসীন হওয়ার পরেই খুব একটা সাংগঠনিক কাজকর্মে দেখা যাচ্ছে না বিধায়ককে। ঘনিষ্ঠ মহলের মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। দলের সঙ্গে কি দূরত্ব আরও বাড়াতে চাইছেন বিধায়ক? আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটে কি তিনি টিকিট পাবেন? সেই জল্পনাও চলছে।

গরম পড়তেই পানীয় জল নিয়ে চিন্তা বাড়ছে বালুরঘাটে, সমস্যায় পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৯ এপ্রিল ঃ বালুরঘাট শহরের লাইফ লাইন আত্রেয়ি নদী। এই নদীর উপরে নির্ভর

করে শহরের পানীয় জল থেকে শুরু করে জীবনজীবিকা। গ্রীষ্মকাল শুরু হতেই বালুরঘাট শহরের পানীয় জল প্রকল্পের উত্তোলন কেন্দ্রের কাছে জল শুকিয়ে যাচ্ছে। আর এর প্রভাব শহরের জল সরবরাহের ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে শহরবাসী। ভাঙা ড্যামের একাংশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আত্রেয়ী নদীর জল। এবার তারই প্রভাব পড়ল বালুরঘাট শহরের পানীয় জলের প্রকল্পে। জল শুকিয়ে যাওয়ার ফলে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছে বালুরঘাট পুরসভা। পুরসভা সূত্রে খবর, বালুরঘাট শহরে ইতিমধ্যে ২০ হাজার বা।িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সকালে ও দুপুরে এক ঘণ্টা করে জল সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে নদীর জল প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম। এদিকে ড্যাম ভেঙে যাওয়ায় ওই জল চলে গিয়েছে। এদিকে ড্যামের পাশেই রয়েছে পানীয় জলের প্রকল্প। ফলে আগে থেকেই ওই উত্তোলন কেন্দ্রে জলের সমস্যা ছিল। বর্তমানে সেই সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। যে জায়গা থেকে জল তোলা হয়, সেখানে অল্প জল রয়েছে। পাশেই চর দেখা যাচ্ছে। প্রতিবছর গ্রীষ্মে জলের সমস্যা থাকলেও ওই জায়গায় চর দেখা যায় না। তবে এবার ড্যাম ভেঙে যাওয়ার কারণে চর দেখা যাচ্ছে। বালুরঘাট পুরসভার পানীয় জল প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত এমসিআইসি অনোজ সরকার বলেন, সব জায়গাতেই আত্রেয়ীর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ জল প্রকল্পের কাছে বালি বেরিয়ে আসছে। জল থাকলে প্রকল্প থেকে ভালভাবে সরবরাহ করা যাবে। জল শুকিয়ে গেলে সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা হবে। মূলতঃ, বাংলাদেশে আত্রেয়ীর উপর ড্যাম দেওয়ায় প্রতি বছর জল সঙ্কট দেখা দেয়। ফলে বালুরঘাটেও জল ধরে রাখতে স্বল্প উচ্চতার ড্যাম তৈরি করা হয়েছে। ওই ড্যামের মাধ্যমে অল্প করে জল ছাড়া হয়। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারিতে ড্যামের একাংশ ভেঙে যাওয়ায় সমস্ত জল চলে গিয়েছে। ফলে এবার পানীয় জল প্রকল্পেও সেই প্রভাব পড়েছে। বালুরঘাট শহরের অধিকাংশ পরিবার এই পানীয় জলের প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল। পানীয় জল বন্ধ হয়ে গেলে সমস্যায় পড়বেন বাসিন্দারা।

ভারতের 'ট্রান্সশিপমেন্ট' প্যাঁচে বেকায়দায় বাংলাদেশ! ক্ষতি দেশের

হিলি ও ঢাকা, ১৯ এপ্রিল ঃ ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বন্ধ হওয়ায় বিপাকে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। বিকল্প রুট খুঁজছেন তাঁরা। ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা ব্যবহার করে বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৫ হাজার ৬৪০ কোটি টাকার তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। বৈদেশিক মুদ্রায় যার পরিমাণ ৪৬২ দশমিক ৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই সময়ের মধ্যে ভারত হয়ে বিশ্বের ৩৬টি দেশে রফতানি হয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার টন (মোট ৩৪ হাজার ৯০৯ দশমিক ২০৬ টন) পোশাক। বাংলাদেশ কাস্টমস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এই উপায়ে পণ্য পাঠিয়ে বাংলাদেশ যেমন সুবিধা পেয়েছে তেমনই ভারতও কাস্টমস চার্জ, বন্দর ব্যবহার ফি, রেল ও সড়কপথের টোলসহ বিভিন্ন খাত থেকে আয় করেছে মোটা অঙ্কের রাজস্ব। সম্প্রতি ভারত সরকার এই ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাদের এই বড় অঙ্কের রাজস্ব আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রান্সশিপমেন্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারত শুধুমাত্র দক্ষিণ এশীয় লজিস্টিক হাবে পরিণত হয়নি বরং এর মাধ্যমে দেশটির অভ্যন্তরীণ বন্দরের সক্ষমতাও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর এবং রেলওয়ে

করিডোর ব্যবহার করে পণ্য পরিবহন ভারতের রাজস্ব খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ড (সিবিআইসি) তৃতীয় দেশে রফতানি পণ্য পাঠানোর জন্য বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেয়। এরপর দুই দিনে পাঁচটি ট্রাক ফিরিয়ে দিয়েছে দেশটি। এসব পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা সমস্যায় পড়বেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এখানে তেমন কোনও সমস্যা দেখছেন না। সম্প্রতি ঢাকায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করায় বাংলাদেশ বড় কোনো সমস্যায় পড়বে বলে মনে হয় না। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব অংশীজন, বিমান, সিভিল এভিয়েশন, প্রাইভেট সেক্টর সবার সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। সমস্যা উত্তরণে কিছু অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে, কিছু বাড়তি খরচের বিষয় রয়েছে। আমরা কাজ করছি, আশা করছি সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব।' সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বন্ধ হওয়ায় এখন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা বিকল্প রুট খুঁজছেন। ভবিষ্যতে সিঙ্গাপুর, মিয়ানমার কিংবা নেপাল হয়ে রপ্তানি বাড়াতে পারে তারা। এর ফলে ট্রান্সশিপমেন্ট বাণিজ্য থেকে পাওয়া রাজস্ব পুরোপুরি হারানোর ঝুঁকি রয়েছে ভারতের। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমন্বয় করে এগোতে পারলে চাপ কম হবে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের একাধিক ব্যবসায়ী। জানতে চাইলে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সের সাবেক পরিচালক এস এম জিল্লুর রহমান আজাদ বলেন, ' মনে করি এটি আমাদের ব্যবসার ওপর তেমন প্রভাব ফেলবে না। তবে, ভারত বড় অঙ্কের রাজস্ব হারাবে। কারণ, তারা আমাদের পণ্যের জন্য তাদের অতিরিক্ত কার্গো স্পেস বরাদ্দ রেখেছিল।' তিনি আরও বলেন, ' পরিবর্তনের ফলে আমাদের সামনে নতুন রুট ও ভিন্ন কৌশল গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে আমরা বিশ্বাস করি, ব্যবসায়িক স্বার্থে উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় থাকবে, যা শেষ পর্যন্ত দুই দেশেরই কল্যাণে বয়ে আনবে।'

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work:
1. "Temporary IT infrastructural work at Goaltore, Garhbeta II in connection with VVIP programme on 22.04.25."
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-08 of 2025- 26. Last date of submission of Quotation: **20.04.2025 up to 04.00PM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষঙ্গিক কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১৭ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ১০-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ** ডিসিইএসটিএমএলজি-১৮-২০২৫; **কাজের নাম ঃ** শিলং-এ: সম্মুখভাগের উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ শিলং-এ বিদ্যমান অফিসার রেস্ট হাউসের সংস্কার (পুনঃ টেন্ডার)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৬,৫৫,০৮০.৯৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৪৩,৩০০/- টাকা; **টেন্ডার নং ঃ** ডিসিইএসটিএমএলজি-১৯-২০২৫; **কাজের নাম ঃ** লুইটগড় ও কামাখ্যায় ওআরএইচ কমপ্লেক্সের খোলা জায়গার, মালিগাঁওয়ে অফিসারদের বাংলো এবং তার খোলা জায়গায় বার্ষিক উদ্যানপালন রক্ষণাবেক্ষণ (পুনঃ টেন্ডার)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৬৮,৪৭,১৯৯.৪৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৩৪,২০০/- টাকা; উপরের সমস্ত টেন্ডার **বন্ধ/খোলার** তারিখ ও সময় ০২-০৫-২০২৫ তারিখে ১৩:০০টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিই/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ওয়াংখেড়েতে নিজের নামে স্ট্যান্ড, বিশ্বাসই হচ্ছে না রোহিতের

১৯ এপ্রিল ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার সাফল্য বিশাল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন। দেশের মাঠে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছেন। ক্রিকেট জীবনে প্রচুর স্মরণীয় মুহূর্তে রয়েছে। এবার নিজের ঘরের মাঠে তাঁর নামে স্ট্যান্ড হয়ে গেল। সুনীল গাভাসকর, শচীন তেন্ডুলকর, বিজয় মার্চেন্টের পাশাপাশি রোহিতের নামেও স্ট্যান্ড ওয়াংখেড়েতে। যা নিয়ে নিজেও বেশ আবেগতাড়িত ভারত অধিনায়ক। বলে দিচ্ছেন, এরকম কিছু হবে তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। রোহিত বলেন, এটা আমার কাছে দারুণ সম্মানের। একবারে অন্যরকম অনুভূতি। এরকম সম্মান দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ আমি। যখন কেউ খেলা শুরু করে, তখন কেউ জানে না যে কতদিন খেলতে পারবে। রেকর্ড, মাইলস্টোন সবকিছুই খেলতে খেলতে হয়ে যায়। স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ডে নিজের নাম থাকছে, সেটা সত্যি কখনও ভাবতে পারেননি। ভাবতে পারিনি যে একদিন এরকম কিছুও ঘটবে। মাঠে ঢুকে নিজের নামের স্ট্যান্ড দেখা প্রচণ্ড আবেগের মুহূর্ত আমার কাছে। ছোটবেলার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল রোহিতের। আজাদ ময়দানে অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬ রাজ্য টিমের ট্রায়াল চলত। তারপর রনজি ক্রিকেটারদের দেখার জন্য তিনি ওয়াংখেড়ে চলে আসতেন। ওয়াংখেড়েতে প্রবেশ নিয়ে বেশ কড়াকড়ি রয়েছে। তখনও ব্যাপারটা একইরকম ছিল। ফলে রোহিতকে বাইরেও দাঁড়িয়ে থাকতে হত দীর্ঘক্ষণ। আজ সেই ওয়াংখেড়েই রোহিতের নামে স্ট্যান্ড। পুরোটা হয়তো এখনও রূপকথার মতো মনে হচ্ছে তাঁর কাছে।

প্রথমবারেই বাজিমাত, অপরাজিত থেকে আই লিগ ২ চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার

৩৭ পয়েন্ট, ১১টি ম্যাচ জিতেছে তারা

দুরন্ত বার্তা, ১৯ এপ্রিল ঃ আই লিগ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। কিন্তু তখনও খাতায়-কলমে চ্যাম্পিয়ন হয়নি ডায়মন্ড হারবার এফসি। এবার আই লিগ ২ চ্যাম্পিয়নও হল কিবু ভিকুনার দল। চানমারি এফসি'কে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা ছিনিয়ে নিল ডায়মন্ড হারবার। আর সেটাও এক ম্যাচ বাকি থাকতেই। অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন হয়েই আই লিগে উত্তরণ ঘটল ডায়মন্ড হারবারের। তার সঙ্গে আই লিগ ২-এ এখনও পর্যন্ত অপরাজিত তারা। ১১ এপ্রিল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি তিরুরকে ২-১ গোলে হারায় ডায়মন্ড হারবার এফসি। গোল করেন পি ঃটু মাহাতো ও সুপ্রদীপ হাজরা। যদিও তার আগের ম্যাচে নেরোকার কাছে স্পোর্টিং ক্লুব দ্য গোয়া হেরে যাওয়ায় নিশ্চিত হয়ে যায় লিগ টেবলে প্রথম দুইয়ে শেষ করবে কলকাতার ক্লাব। নিয়ম হল, দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগ থেকে দুটো ক্লাব প্রমোশন পাবে। তাতেই নিশ্চিত হয়ে যায়, আই লিগের প্রথম ডিভিশনে যোগ্যতা অর্জন করছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। যদিও তারপরও আই লিগ ২ চ্যাম্পিয়ন কে হবে, সেই লড়াই বাকি ছিল। সেখানে কিছুটা অ্যাডভান্টেজই ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। মিজোরামের ক্লাব চানমারির সঙ্গেই তাদের মূল লড়াই ছিল। এদিন

রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হওয়ার আগে লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ডায়মন্ড হারবারের মাত্র এক পয়েন্ট দরকার ছিল। কিন্তু ড্র নয়, জিতেই চ্যাম্পিয়ন হল তারা। তবে চানমারিও যথেষ্ট ল।াই করে। অবশেষে ৮৫ মিনিটে গোল করেন রবি মাণ্ডি। আপাতত ১৫ ম্যাচে কিবু ভিকুনার দলের সংগ্রহ ৩৭। ১১টি ম্যাচ জিতেছে তারা। ড্র চারটিতে। সেখানে চানমারির পয়েন্ট ১৫ ম্যাচে ৩০। ডায়মন্ড হারবারের শেষ ম্যাচ আগামী ২৬ এপ্রিল, নৈহাটি স্টেডিয়ামে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড। ম্যাচের পর ভিকুনা বলেন, খুব খুশি। আমরাই ভারতের প্রথম ক্লাব যারা আই লিগ ৩ ও আই লিগ ২ জিতলাম। ম্যাচটা কঠিন ছিল। তারপরও আমরা জয় পেয়েছি। এই সাফল্য সকলের।

প্রবল গরমে আগুনে ব্যাটিং বাটলারের, দিল্লিকে উড়িয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে গুজরাট

১৯ এপ্রিল ঃ তাপমাত্রা প্রায় ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার মধ্যে ব্যাট আগুন ছোটালেন জস বাটলারের। ইংরেজ তারকার ব্যাটে ভর করে দিল্লির ২০৪ রানের লক্ষ্য অনায়াসে পেরিয়ে গেল গুজরাট টাইটান্স। ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলের শীর্ষেও উঠে এলেন শুভমান গিলরা। এদিন নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন গুজরাট অধিনায়ক। এই ম্যাচে সুযোগ পাননি জ্যাক ফ্রেসার ম্যাকগার্ক। দিল্লির ইনিংসের শুরুটা খারাপ করেননি অভিষেক পো।লে ও করুণ নায়ার। কিন্তু এবারও ভালো শুরু করেও বড় রান পেলেন না বাংলার অভিষেক। আর সেই সঙ্গে শুরু হল প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর আগুনে বোলিং। দিল্লির টপ অর্ডারকে যেন আক্ষরিক অর্থেই ছারখার করে দিলেন প্রসিদ্ধ। করুণ নায়ার আউট হলেন ৩১ রানে। বিপজ্জনক হয়ে ওঠা কেএল রাহুল ও অক্ষর প্যাটেলকে

ফেরালেন প্রসিদ্ধা। পরে নিলেন ভিপরাজ নিগমের উইকেট। তবে শেষের দিকে আশুতোষ শর্মার ঝড়ে ২০৩ রানে থামে দিল্লির ইনিংস। রান তাড়া করতে নেমে গুজরাট দ্রুত শুভমান গিলের উইকেট হারায়। তারপরই ব্যাট হাতে আগুন ছোটাতে শুরু করেন জস বাটলার। সাই সুদর্শন ৩৬ রানে আউট হলেও ইংরেজ ব্যাটারের দাপট কমেনি। চার-ছক্কায় দিল্লির বোলিংয়ে নাস্তানাবুদ করে দেন তিনি। যেভাবে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ পাল্টা দিয়েছিলেন, সেই কাজটা দিল্লির হয়ে করতে ব্যর্থ মুকেশ কুমাররা। রাদারফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে দলকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান বাটলার। শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেটে জিতল গুজরাট।

গম্ভীরের সঙ্গে দূরত্বেই কি চাকরি গেল অভিষেক নায়ারের?

১৯ এপ্রিল ঃ গত মরশুমে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর জুটি কেকেআর'কে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। সেই গম্ভীরই আবার টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ হওয়ার পর অভিষেক নায়ারকে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ক'দিন আগেই জাতীয় দলের সহকারী কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে অভিষেককে। আর এ ব্যাপারে বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসছে। জানা গিয়েছে, তাঁর কাজে খুশি ছিলেন না ভারতীয় দলের অনেক ক্রিকেটারই। এমনকী গৌতম গম্ভীরও নায়ারের বরখাস্তের খবর পেয়ে নীরব ছিলেন। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, নায়ারকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের কোনও প্রতিবাদ করেননি গম্ভীর। গম্ভীরের সঙ্গে কি দূরত্ব তৈরি হয়েছে অভিষেকের, প্রশ্ন উঠছে। এমনকী অভিষেক নায়ারের ভূমিকায় নাকি সন্তুষ্ট ছিলেন না কিছু সিনিয়র খেলোয়াড়। কারণ নায়ার নাকি দলের কিছু সিনিয়র সদস্যের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি। বিসিসিআইয়ের একটি

সূত্রও জানিয়েছে এ কথা। জানা গিয়েছে, বিসিসিআই কর্তারা সিনিয়র ক্রিকেটারদের কাছে এ ব্যাপারে মতামতও নিয়েছিলেন। তাঁরা ড্রেসিংরুমে নায়ারের ভূমিকায় খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তাঁর চুক্তি নবীকরণের বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এমনকী গম্ভীরও এর কোনও বিরোধিতা করেননি। এ খবরে সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো শরগোল ফেলে দিয়েছে।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর কোচিং স্টাফের ভূমিকা নিয়ে নিরীক্ষণ শুরু করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এরপর অস্ট্রেলিয়া সফরেও ভরাডুবি হয় টিম ইন্ডিয়ার। তখনই মোটামুটি ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল অভিষেক নায়ারের। এরপর ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ হন সিতাংশু কোটাক। বোঝা যায়, নায়ারকে হয়তো চাইছে না বিসিসিআই। তবে তিনি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজ কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের সঙ্গেই ছিলেন। যদিও সদ্য তাঁকে 'ছুটি' দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আইপিএলের মাঝেই বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল ক্রিকেট বোর্ড

১৯ এপ্রিল ঃ আইপিএলের মাঝে ম্যাচ গড়াপেটা নিয়ে কড়া ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআই ইতিমধ্যেই দুর্নীতি দমনে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এরই মধ্যে এবার মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগের একটি দলের মালিক গুরমিত সিং ভামরার বিরুদ্ধে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় বোর্ড। ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে নির্বাসিত করা হয়েছে তাঁকে। বিসিসিআইয়ের ন্যায়পাল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণ মিশ্র এই ঘটনার তদন্ত করেছেন। অভিযোগ, ২০১৯ সালে মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগে ধবল কুলকার্নি এবং ভাবিন ঠক্করকে ম্যাচ গড়াপেটার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন গুরমিত। এর জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তিনি আর কখনও বিসিসিআইয়ের কোনও কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

টুর্নামেন্টেও যুক্ত ছিলেন গুরমিত। বর্তমানে এই লিগ বিলুপ্ত। করোনার কারণে মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ২৬ মে শুরু হতে চলেছে মুম্বই লিগ। তার আগেই সো-বো সুপারসনিক্স ফ্র্যাঞ্চাইজির সহ-মালিক গুরমিত সিংকে ক।া শাস্তির মুখে প।াতে হল। ভামরাকে কতদিন নির্বাসিত করা হয়েছে, তা অবশ্য স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। যদিও মনে করা হচ্ছে তাঁকে আজীবন নির্বাসিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আইপিএল ফাইনালের পরের দিনই মুম্বই লিগ শুরু বলে ছাড় পাবেন না সিনিয়র ক্রিকেটাররা। তাঁদের এই প্রতিযোগিতায় 'বাধ্যতামূলকভাবে' খেলতে হবে। এই নির্দেশ দিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।

জাপানের সুগারু জয় করতে পারলে সপ্তসিন্ধু জয়ের স্বপ্ন পূর্ণ হবে এই বাংলার মেয়ের

১৯ এপ্রিল ঃ স্পেনের জিব্রাল্টার প্রণালী জয় করলেন কালনার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁতারু সায়নী দাস। সেইসঙ্গে ষষ্ঠ সিন্ধু জয়ের মুকুট উঠল তাঁর মাথায়। আরও একবার বিশ্বমঞ্চে ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ালেন ২৬ বছর বয়সি এই বাংলার মেয়ে। এই জয়ে সায়নী আরও দু'টি রেকর্ড গড়েছেন।মাত্র ৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে ১৫.২ কিলোমিটার জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করেন তিনি। পাশাপাশি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম মহিলা হিসেবে ষষ্ঠ সিন্ধু জয় করেন সায়নী। সাত সাগর জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোনো সাঁতারু সায়নী আর মাত্র একটি চ্যানেল দূরে। জাপানের সুগারু জয় করতে পারলে সপ্তসিন্ধু জয়ের স্বপ্ন পূর্ণ হবে এই বাংলার মেয়ের।ভারতীয় সময় শুক্রবার রাতে জিব্রাল্টার জয়ের খবর আসতেই সায়নীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। ২০১৭ সালে ইংলিশ চ্যানেল জয় দিয়েই যাত্রা শুরু কালনার শহরের বারুইপাড়ার সায়নীর। এরপর কুক স্ট্রেইট মলোকাই, ক্যাটলিনা, নর্থ চ্যানেলের মতো একের পর এক চ্যানেল জয় করে করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাঁতারে এই অবদানের জন্য

সায়নীকে কিছুদিন আগেই ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'তেনজিং নোরগে ন্যাশানাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড ২০২৩' পুরস্কার তুলে দেন।উল্লেখ্য, এক একটি সফর প্রচুর পরিমাণে ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় তাঁকে দফায় দফায় আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও থেমে থাকেননি সায়নী। দাঁতে দাঁত চেপে দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব নিয়ে একের পর এক চ্যানেল জয় করেছেন। স্পেনের জিব্রাল্টারে পা রেখে তাঁকে ঝড়বৃষ্টির মুখে পড়তে হয়। অনুশীলনেও বাধাপ্রাপ্ত হন। যদিও এবার তাঁকে অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ টিপস দেন সফরসঙ্গী দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক তপন কুমার পাণিগ্রাহী। সঙ্গে ছিলেন বাবা ও কোচ রাধেশ্যাম দাস। শুক্রবার পেনের দুপুর ১টা ৫৮ মিনিটে তিনি জিব্রাল্টারে নামেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই চ্যানেল জয় করে আরও একটি মুকুট তাঁর মাথায় তুলে নিলেন। বাবা ও কোচ রাধেশ্যাম দাস বলেন, সায়নীকে এই চ্যানেল জয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ টিপস দিয়েছেন জাতীয় কোচ তপন কুমার পাণিগ্রাহী। সায়নী জানান, আরও একবার জয় পেয়ে খুব ভালো লাগছে। দেশের জাতীয় পতাকাকে বিশ্বের মঞ্চে তুলে ধরতে পেরে গর্ব অনুভব করছি বলে তিনি জানালেন।

ফন ডাইক বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বেতনের ডিফেন্ডার

১৯ এপ্রিল ঃ বয়স ৩৩ পেরিয়ে গেছে। সাধারণত এই বয়সের ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করতে বেশ দর-কষাকষি করে ক্লাবগুলো। ভার্জিল ফন ডাইকের ক্ষেত্রে অবশ্য হয়েছে উল্টোটা। তাঁকে যেভাবেই হোক রেখে দিতে মরিয়া ছিল লিভারপুল। নেদারল্যান্ডসের এই ডিফেন্ডারও ভালোবাসার ক্লাব ছো। যেতে চাননি। তবে তাঁকে রাখতে গিয়ে বড় অঙ্কের খরচা করতে হচ্ছে লিভারপুলকে। ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেছেন ফন ডাইক। ব্রিটিশ একাধিক পত্রিকা জানাচ্ছে, চুক্তি নবায়নের পর সপ্তাহে চার লাখ পাউন্ড বেতন পাবেন ফন ডাইক। নতুন চুক্তির পর ফন ডাইক এখন শুধু লিভারপুলেরই নন, ইউরোপের সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া ডিফেন্ডার। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনিই কি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বেতনের ডিফেন্ডার? উত্তরটা হচ্ছে, না। সৌদি প্রো লিগের এত পেট্রো-ডলারের ছ।ছ।া যে তাদের সঙ্গে বেতন-ভাতায় পাল্লা দেওয়া এখন ইউরোপের ক্লাবগুলোর জন্য কঠিন হয়ে গেছে। সেই সৌদি লিগেরই ক্লাব আল-হিলালের ডিফেন্ডার কালিদু কুলিবালি সপ্তাহে বেতন পান ৫ লাখ ৫৩ হাজার ২২৫ পাউন্ড! ফন ডাইকের চেয়ে প্রায় দে। লাখ পাউন্ড বেশি। চেলসি ও নাপোলির সাবেক এই ডিফেন্ডার ২০২৩ সালে জুনে যোগ দেন সৌদি আরবের এই ক্লাবে। কুলিবালি ও ফন ডাইকের পর ডিফেন্ডারদের মধ্যে বেতনের দিক থেকে তিন নম্বরে ম্যান সিটি ছেড়ে সৌদি ক্লাব আল-নাসরে যাওয়া আইমেরিক লাপোর্তে। তিনি পাচ্ছেন প্রতি সপ্তাহে ৩ লাখ ৯০ হাজার ৬২৭ পাউন্ড। ইউরোপের ডিফেন্ডারদের মধ্যে ফন ডাইকের পরেই আছেন রিয়াল মাদ্রিদের ডেভিড আলাবা, পিএসজির আশরাফ হাকিমি ও লুকাস হার্নাঃেদজ। এরপর দুই ইংলিশ ডিফেন্ডার-ম্যান সিটির জন স্টোনস ও চেলসির রিস জেমস। শীর্ষ দশে আরও আছেন আল-হিলালের জোয়া।ও ক্যানসেলো ও বায়ার্ন মিউনিখের আলফনসো ডেভিস।

ভারতের বীর, অনাহত স্কোয়াশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এশিয়া বাছাইপর্বের ফাইনালে পৌঁছেছেন

কুয়ালালামপুর, ১৯ এপ্রিল ঃ শনিবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাইপর্বের (এশিয়া) ফাইনালে উঠেছেন ভারতের বীর ছোটরানি এবং অনাহত সিং। দ্বিতীয় বাছাই ছোটরানি ৩-১ (১১-৭, ১১-৬, ৭-১১, ১১-৪) গেমে চীনের হংকংয়ের অষ্টম বাছাই চি হিম ওংয়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। ফাইনালে এই ভারতীয় খেলোয়াড় পাকিস্তানের শীর্ষ বাছাই মুহাম্মদ অসীম খান অথবা মালয়েশিয়ার তৃতীয় বাছাই আমিশেনরাজ চন্দ্রনের মুখোমুখি হবেন। পঞ্চম বাছাই ১৭ বছর বয়সী আনাহাত, চীনের

হংকংয়ের অষ্টম বাছাই হেলেন ট্যাংকে ৩-০ (১১-২, ১১-৭, ১১-৬) গেমে হারিয়েছেন। ফাইনালে তিনি স্বদেশী আকাঙ্ক্ষা সালুনখে অথবা হংকংয়ের চীনের টোবি সে-এর মুখোমুখি হবেন। টুর্নামেন্টের বিজয়ীরা ৯ থেকে ১৭ মে শিকাগোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবেন।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে পঞ্জাব কিংস দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ শুক্রবার এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ৫ উইকেটে হারিয়ে পঞ্জাব কিংস ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৫ পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। পিবিকেএস এখন সাতটি খেলায় ১০ পয়েন্ট পেয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালস ৬ টি খেলায় ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। আরসিবি এক ধাপ পিছিয়ে চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে। তৃতীয় স্থানে থাকা গুজরাট টাইটানসের সঙ্গে তাদের ৮ পয়েন্ট সমান হলেও নেট রান রেট কম।

আইপিএল পয়েন্ট টেবিলঃ দিল্লি ক্যাপিটালসঃ ম্যাচ ৬, জয় ৫, পয়েন্ট ১০, নেট রান রেটঃ০.৭৪৪ পঞ্জাব কিংসঃ ম্যাচ ৭, জয় ৫, পয়েন্ট ১০, নেট রান রেটঃ ০.৩০৮ গুজরাট টাইটানস ঃ ম্যাচ ৬, জয় ৪, পয়েন্ট ৮, নেট রান রেটঃ ১.০৮১ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ঃ ম্যাচ ৭, জয় ৪, পয়েন্ট

৮, নেট রান রেটঃ ০.৪৪৬ লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচ ৭, জয় ৪, পয়েন্ট ৮, নেট রান রেট ঃ০.০৮৬ কলকাতা নাইট রাইডার্স ঃ ম্যাচ ৭, জয় ৩,পয়েন্ট ৬, নেট রান রেটঃ ০.৫৪৭ মুম্বই ইন্ডিয়ানসঃ ম্যাচ ৭, জয় ৩, পয়েন্ট ৬, নেট রান রেট ঃ ০.২৩৯ রাজস্থান রয়্যালসঃ ম্যাচ ৭, জয় ২, পয়েন্ট ৪, নেট রান রেট ঃ -০.৭১৪ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ঃ ম্যাচ ৭, জয় ২, পয়েন্ট ৪, নেট রান রেটঃ -১.২১৭ চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ ৭, জয় ২, পয়েন্ট ৪, নেট রান রেট ঃ-১.২৭৬।

চ্যাম্পিয়নস লিগে নতুন যে সুখবর পেল স্পেন

১৯ এপ্রিল ঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মতো স্প্যানিশ লা লিগা থেকেও চ্যাম্পিয়নস লিগের আগামী মৌসুমে অংশ নেবে পাঁচ দল। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় ক্লাবগুলোর পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়নস লিগে ওঠার জন্য অতিরিক্ত যে ফাঁকা জায়গা, সেখানে লা লিগা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার পর এটা নিশ্চিত হয়। চ্যাম্পিয়নস লিগের কাঠামো সংস্কার করে ৩৬ দলের আসরে উন্নীত করতে গত বছর ইউরোপিয়ান পারফরম্যান্স স্পট (ইপিএস) চালু করে উয়েফা। প্রিমিয়ার লিগের পর লা লিগাও এই ইপিএস পেয়ে যাওয়ায় পাঁচ দলের খেলা নিশ্চিত হলো। চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ ও কনফারেন্স লিগে দলগুলোর পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে দুটি লিগকে ইপিএস দেওয়া হয়। গত ৮ এপ্রিল চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে আর্সেনালের ৩-০ গোলে জয়ে উয়েফা কোএফিশিয়েন্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ইংল্যান্ডের শীর্ষ দুইয়ে থাকা নিশ্চিত হয়। ৩৬টি দলের পরিবর্ধিত কাঠামোর চ্যাম্পিয়নস লিগে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা দুটি দেশের পাঁচটি করে ক্লাব পরবর্তী মৌসুমে খেলার সুযোগ পায়। গত বৃহস্পতিবার রাতে ইউরোপা লিগ থেকে লাসিওর বিদায় ও অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের জয়ের পর এই র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত হয় স্পেনের। চ্যাম্পিয়নস লিগের চলতি মৌসুমে এই সুযোগ পেয়েছে ইতালি ও জার্মানি। ইতালি থেকে বোলোনিয়া সিরি ' পঞ্চম হয়েও খেলার সুযোগ পেয়েছে এবং জার্মানি থেকে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বুঃেদসলিগায় পঞ্চম হয়েও সুযোগ পেয়েছে খেলার। লা লিগার চলতি মৌসুমে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ চার দলের সঙ্গে পঞ্চম দলের বেশ ব্যবধান। ৩১ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকা অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের সঙ্গে ৬ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে পাঁচে ৩০ ম্যাচে ৫১ পয়েঃট পাওয়া ভিয়ারিয়াল। পঞ্চম স্থানের জন্য ভিয়ারিয়ালের সঙ্গে ল।াই হবে রিয়াল বেতিসের। ৩১ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট পেয়ে ছয়ে বেতিস। সমান ম্যাচে বেতিসের সঙ্গে ৫ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে সাতে সেল্তা ভিগো। প্রিমিয়ার লিগে পঞ্চম স্থানের ল।াই সে তুলনায় বেশি কঠিন। ৩২ ম্যাচে ৫৯ পয়েঃট নিয়ে তৃতীয় নিউক্যাসল ইউনাইটেড, ৫৭ পয়েঃট নিয়ে চারে নটিংহাম ফরেস্ট এবং ৫৫ পয়েঃট নিয়ে পাঁচে ম্যানচেস্টার সিটি। ৫৪ পয়েঃট নিয়ে ছয়ে চেলসি এবং তাদের সমান পয়েন্ট পেয়েও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে সাতে অ্যাস্টন ভিলা। লিগ টেবিলে শীর্ষ চারে থেকে আর্সেনালের (৩২ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়) মৌসুম শেষ করা যেহেতু মোটামুটি নিশ্চিত, তাই প্রিমিয়ার লিগ থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগের আগামী মৌসুমে ছয় দলকেও দেখা যেতে পারে। টেবিলের শীর্ষ চার থেকে চারটি দল, ইপিএসের ভিত্তিতে একটি দল এবং এবার ইউরোপা লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবা টটেনহাম হটস্পার যদি চ্যাম্পিয়ন হয়। ইউরোপের দ্বিতীয় স্তরের এ লিগে সেমিফাইনালে উঠেছে ইংল্যান্ডের এ দুটি ক্লাব। উয়েফা কোএফিশিয়েন্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের হিসাব করা হয় ক্লাবগুলোর পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় প্রতিটি জয়ের জন্য ২ ও ড্রয়ের জন্য ১ পয়েন্ট যোগ হয়। চ্যাম্পিয়নস লিগের দলগুলোর জন্য বোনাস পয়েন্টও আছে। একটি দেশের সব কটি ক্লাবের পাওয়া পয়েন্ট যোগ করার পর ক্লাবের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে বের করা হয় কোএফিশিয়েন্ট পয়েন্ট।

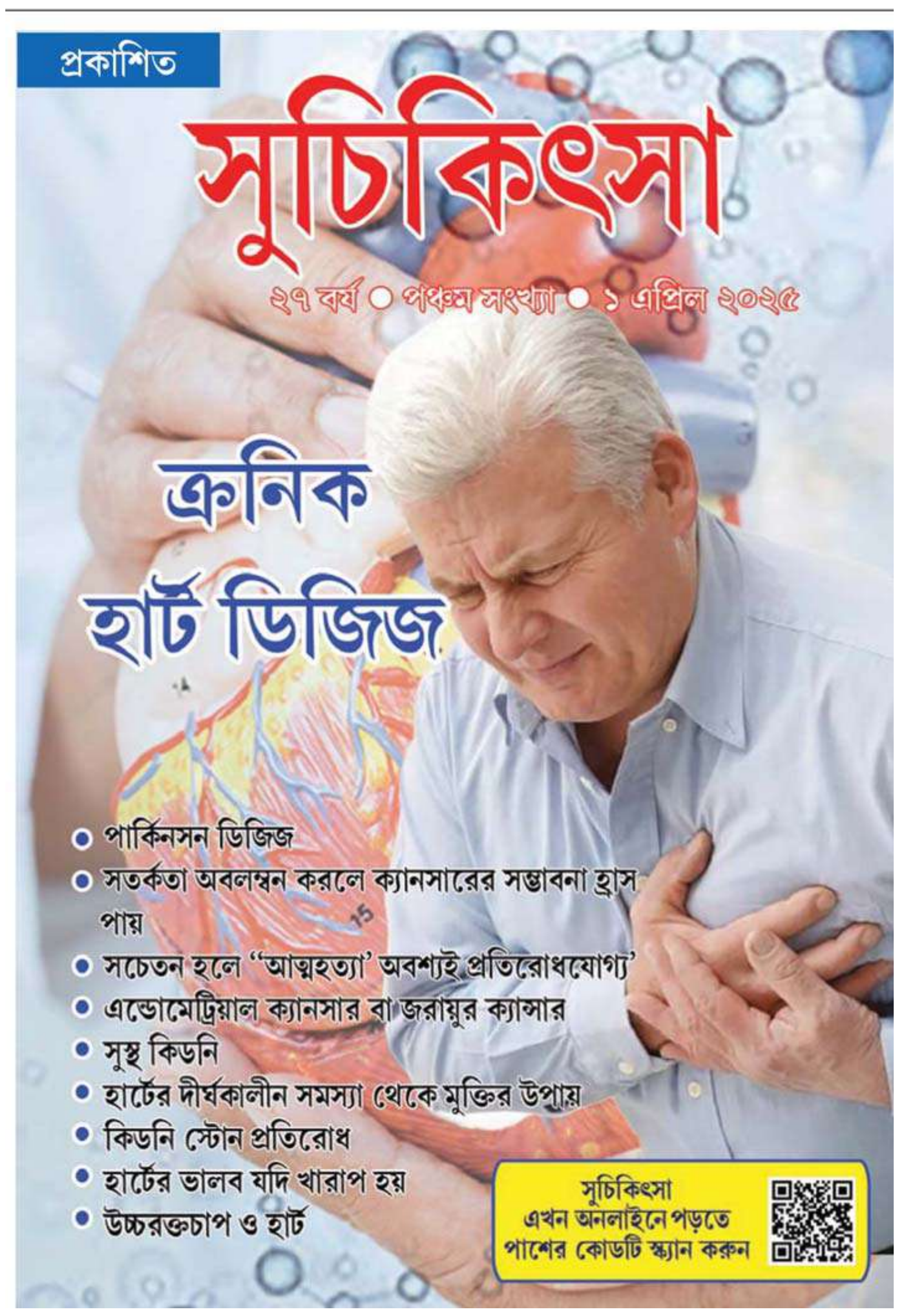

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com